মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

মাসায়েলে
কুরবানী ও আক্বীক্বা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর)
বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৫
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

مسائل الأضحية والعقيقة

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية
الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)
১ম প্রকাশ (বুকলেট সাইজ)
জুলাই ১৯৮৭
২য় সংস্করণ : মার্চ ১৯৯৫
৪র্থ সংস্করণ : জানুয়ারী ২০০৫
৭ম সংস্করণ
যুলক্বা'দাহ ১৪৪২ হি./আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/জুন ২০২১ খৃ.
॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥
মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী
নির্ধারিত মূল্য
৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র।

Masail-I-Qurbani O Aqeeqah (Regarding Sacrifice & Naming) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
হে কুরবানী দাতা অনুধাবন করুন!	০৫
কুরবানী অধ্যায়	
সংজ্ঞা ; গুরুত্ব	০৭
উদ্দেশ্য ; হুকুম ; তাৎপর্য	০৯
ফাযায়েল ; যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের ফযীলত	১০
আরাফার দিনের ছিয়াম	১০
কুরবানীর ইতিহাস	১১
কুরবানীর মাসায়েল ; চুল-নখ না কাটা	১৫
কুরবানীর পশু	১৬
কুরবানীর পশু সুঠাম হ'তে হবে	১৭
'মুসিন্নাহ' পশু দ্বারা কুরবানী	১৮
নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশুই যথেষ্ট	১৯
সামর্থ্য থাকলে একাধিক কুরবানী	২৫
শরীকানা কুরবানী	২৬
উপসংহার	৩২
কুরবানী ও আক্বীক্বা	৩৪
কুরবানী করার পদ্ধতি	৩৫
যবহকালীন দো'আ	৩৬
গোশত বণ্টন	৩৮
গোশত সংরক্ষণ	৪০
মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী	৪১
কুরবানীর অন্যান্য জ্ঞাতব্য	৪৩
ঈদায়নের মাসায়েল	৪৭
সংজ্ঞা ; প্রচলন	৪৭
হুকুম ; তাৎপর্য	৪৮
করণীয় ; ঈদায়নের সময়কাল ; ফযীলত ও নিয়ত	৪৯
ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি ; তাকবীরের শব্দাবলী	৫০
ঈদগাহে গমন	৫১
আইয়ামে তাশরীক্বের তাকবীর	৫২
ঈদায়নের ছালাত আদায়ের পদ্ধতি	৫৩

খুৎবা ৫৪
মহিলাদের ঈদের জামা'আত ৫৬
ময়দানে ঈদের জামা'আত ৫৯
জুম'আ, ঈদ ও আক্বীক্বা একই দিনে ৫৯
ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর ৬০
ছয় তাকবীরের অবস্থা ৬৪
তাকবীরে তাহরীমা সহ কি-না? ৬৬
ঈদায়নের অন্যান্য মাসায়েল ৬৯
ইব্রাহীমী চেতনা বনাম প্রচলিত চেতনা ৭১

আক্বীক্বা অধ্যায়

সংজ্ঞা ; তাহনীক ৭৫
খাৎনা ও নামকরণ ৭৬
হুকুম, গুরুত্ব ৭৭
আক্বীক্বার মাসায়েল ৭৮
আক্বীক্বার পশু ৮১
আক্বীক্বার দো'আ ৮২
শিশুর নামকরণ ; নামকরণ বিষয়ে জ্ঞাতব্য ৮৩
কতিপয় বিখ্যাত সৎকর্মশীল মুমিনের নাম ৮৪
জান্নাতের সর্দার দু'জন যুবকের নাম ৮৪
শ্রেষ্ঠ চার জন জান্নাতী মহিলার নাম ৮৪
পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবীগণের নাম ৮৪
মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অন্যান্য নাম ও উপাধি ৮৫
উম্মাহাতুল মুমেনীনের নাম ৮৫
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সন্তানগণের নাম ৮৫
স্ব স্ব জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন ছাহাবীর নাম ৮৫
কতিপয় বিশিষ্ট ছাহাবীর নাম ৮৫
বিশিষ্ট মহিলা ছাহাবীর নাম ৮৬
নাম সংশোধন ৮৬
নাম পরিবর্তন ৮৮
ছেলেদের উত্তম নাম সমূহের কিছু নমুনা ৯০
মেয়েদের উত্তম নাম সমূহের কিছু নমুনা ৯১
আক্বীক্বার গোশত বণ্টন ৯২
আক্বীক্বার অন্যান্য মাসায়েল ৯২
শিশুর খাৎনা ; খাৎনা বিষয়ে অন্যান্য জ্ঞাতব্য ৯৩

بسم الله الرحمن الرحيم

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ–

‘অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে
ছালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর’ *(কাওছার ১০৮/২)*।

হে কুরবানী দাতা অনুধাবন করুন!

কুরবানীর নিয়ত করার সাথে সাথে স্মরণ করুন প্রায় সাড়ে চার হাযার বছর পূর্বে ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের অশ্রুতপূর্ব কুরবানীর কথা। স্মরণ করুন, আল্লাহ্র হুকুমে বৃদ্ধ বয়সের চোখের মণি একমাত্র সন্তান ইসমাঈলকে নিজ হাতে ছুরি চালিয়ে হত্যায় উদ্যত পিতা ইব্রাহীমের কথা। স্মরণ করুন, সেই অটুট আত্মনিবেদনের তাৎক্ষণিক পুরস্কার হিসাবে জীবন্ত ইসমাঈলকে ফিরে পাওয়ার আনন্দাপ্লুত পিতার অশ্রুসিক্ত চেহারার কথা। স্মরণ করুন, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র হুকুমে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্টিজগতের সর্বাধিক প্রিয় বস্তুকে উৎসর্গ করার অতুলনীয় স্মৃতির কথা।

ত্যাগ ও ভোগের মিলিত আনন্দ নিয়ে মুমিনের উপর বিধিবদ্ধ হয়েছে কুরবানীর ইলাহী বিধান। যা মুমিন হৃদয়ে সৃষ্টি করে শয়তানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাওয়ার আপোষহীন উত্থান। ভোগের আনন্দ ক্ষণিক। কিন্তু ত্যাগের আনন্দ স্থায়ী ও মহিমান্বিত। ভোগের আনন্দ দুনিয়াতেই সীমিত। কিন্তু ত্যাগের আনন্দ দুনিয়া ও আখেরাতে পরিব্যপ্ত। ইসলাম ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছে ও আল্লাহ্র জন্য ত্যাগকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। ত্যাগ মানুষকে বিনয়ী, সহনশীল, সংযমী ও মানবিক হ’তে শিক্ষা দেয়। ঈদুল আযহার কুরবানী সেই মহান ত্যাগেরই এক অতুল্য উৎসব।

কুরবানীর মূল প্রেরণা হ’ল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ করা। বিত্তের মোহ, ভোগ-বিলাসের আকর্ষণ, সন্তানের স্নেহ, স্ত্রীর ভালোবাসা সবকিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহ্র প্রতি নিজেকে নিরঙ্কুশভাবে সমর্পণ করে দেওয়া। কেননা বান্দা যখন আল্লাহ্র নিকটে নিজেকে সোপর্দ করে দেয়, তখন আল্লাহ তার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবার ছিলেন এমনই এক আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

আল্লাহ্র প্রতি ইব্রাহীমের নিখাদ আনুগত্য আমাদের আকুলিত করে। পিতার ছুরির নীচে কুরবানী হওয়ার জন্য পুত্র ইসমাঈলের আত্মসমর্পণ আমাদের হৃদয়কে ব্যাকুলিত করে। মুমিন হৃদয়কে শিহরিত করে। দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাঈল ও স্ত্রী হাজেরাকে মক্কার নির্জন প্রান্তরে আল্লাহ্র যিম্মায় রেখে বুকে পাষাণ বেঁধে যখন ইব্রাহীম ফিরে আসছেন, তখন উৎকণ্ঠিত হাজেরা পিছু পিছু এগুচ্ছেন আর

বলছেন, ওহে স্বামী! এ বিরান ভূমিতে আপনি আমাদের নিঃসঙ্গ ফেলে যাচ্ছেন কেন? নির্বাক ইব্রাহীমের অসহায় দৃষ্টি! জবাব না পেয়ে বিবি হাজেরা ঈমানী তেজে বলে ওঠেন, তাহ'লে কি আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন? ইব্রাহীম মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ। তখন নির্ভীক হাজেরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে উঠেন 'তাহ'লে আল্লাহ কখনোই আমাদের ধ্বংস করবেন না' *(বুখারী হা/৩৩৬৪)*। আল্লাহ্র উপরে অকুণ্ঠ নির্ভরতার এরূপ কোন দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসে আছে কি?

ইতিমধ্যে একে একে পার হয়ে গেল ১৩/১৪টি বছর। একমাত্র সন্তানের প্রতি স্নেহসিক্ত পিতার উপর নেমে এল এক কঠিন পরীক্ষা। আল্লাহ্র হুকুমে নিজ সন্তানকে নিজ হাতে কুরবানী করার ভয়ংকর আত্মত্যাগের পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় উত্তরণ ছিল তাঁর জন্য আল্লাহপ্রেমের এক অনন্য নযীর। তিনি জানতেন না যে, আল্লাহ সন্তান কুরবানী চাননি, চেয়েছিলেন ইব্রাহীমের আনুগত্যের পরীক্ষা নিতে। আর সে কারণেই বেঁচে গেলেন ইসমাঈল। পুত্রের বদলে কুরবানী হ'ল দুম্বা। চালু হ'ল ত্যাগ ও ভোগের আনন্দপূত ঈদুল আযহার চিরস্থায়ী বিধান। আল্লাহ্র ভালোবাসার নিকট পুত্রের ভালোবাসা যে গৌণ, সেটাই প্রমাণ করেন ইব্রাহীম। এর চাইতে আল্লাহ প্রেমের বড় উদাহরণ পৃথিবীতে আর আছে কি? দুনিয়া নয়, আখেরাতই যে মুখ্য, সেটাই ছিল কুরবানীর সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

তৎকালীন পুঁতিগন্ধময় সমাজ ছিল শয়তানের আনুগত্যে পূর্ণ। শিরক আর অনৈতিকতায় ভেসে চলছিল সমাজ। এমনি সময় আল্লাহ্র প্রতি ইব্রাহীমের অকপট আনুগত্য ছিল এক বৈপ্লবিক ঈমানী জাগরণ। যে জাগরণের ঢেউয়ে তৎকালীন ইরাকী সমাজে সৃষ্টি হয় পরিবর্তনের নতুন চমক। নিভে যায় নমরূদের জ্বলন্ত হুতাশন।

সেদিনের ন্যায় আজকের বিশ্ব ফেলে আসা নমরূদী সমাজ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। দুর্নীতির পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত আজ সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তর। মূল্যবোধ আজ তিরোহিত। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মনুষ্যত্ব পরাভূত। তুচ্ছ দুনিয়ার লক্ষ্যে আখেরাত বিসর্জনের প্রতিযোগিতা চলছে সর্বত্র।

এই অধঃপাতিত সমাজকে টেনে তোলার জন্য চাই ইব্রাহীমী চেতনাদীপ্ত নেতৃত্ব ও ইসমাঈলী আনুগত্যশীল একদল অকুতোভয় কর্মী। নিঃসন্দেহে ইব্রাহীমী ঈমান ও ইসমাঈলী ত্যাগের মহান আদর্শই পারে জাতির হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে। তাই কুরবানীর পশুর গলায় ছুরি চালানোর আগে নিজের মধ্যে লুক্কায়িত পশুত্বের গলায় ছুরি চালানো আবশ্যক। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভোগের বদলে ত্যাগের উত্থান হৌক! মানবতার স্বচ্ছ আলোকে আলোকিত হৌক আমাদের সার্বিক জীবন। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইব্রাহীমী চেতনার প্রতিফলন ঘটুক, আল্লাহ্র নিকটে সেটাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। আল্লাহ আমাদেরকে ও আমাদের পরিবারকে তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন- আমীন!

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

কুরবানী অধ্যায় (الأضحية)

১. সংজ্ঞা : আরবী ‘কুরবান’ (قُرْبَانٌ) শব্দটি ফার্সী বা উর্দূতে ‘কুরবানী’ রূপে পরিচিত হয়েছে, যার অর্থ ‘অধিক নৈকট্য’। অতঃপর القُرْبَانُ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى ‘কুরবানী’ ঐ মাধ্যমকে বলা হয়, যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা হয়’।[১] সে হিসাবে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের জন্য যে কোন ত্যাগকে কুরবানী বলা যায়। পারিভাষিক অর্থে ত্বীবী বলেন, مَا يُذْبَحُ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ ‘ঈদুল আযহার দিন আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যে পশু যবহ করা হয়, তাকে ‘কুরবানী’ বলা হয়’ *(মির‘আত ৫/৭১)*। ‘আযহা’ অর্থ সূর্য গরম হওয়া। সকালের রক্তিম সূর্য উপরে ওঠার সময় ‘কুরবানী’ করা হয় বলে এই দিনকে ‘ইয়াওমুল আযহা’ বলা হয়ে থাকে।[২] যদিও কুরবানী সারাদিন ও পরের তিন দিনের রাত-দিন যেকোন সময় করা যায় *(মির‘আত ৫/১০৬)*। উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য কুরবানীর বিধান জারী হয়েছে ২য় হিজরীতে মদীনায় বনু ক্বায়নুক্বা যুদ্ধের পর।

২. গুরুত্ব :

(১) আল্লাহ বলেন, وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَآئِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ‘আর কুরবানীর পশুগুলি আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছি। এর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে’ *(হজ্জ-মাদানী ২২/৩৬)*।

---

১. মাজদুদ্দীন ফীরোযাবাদী শীরাযী ইরানী (৭২৯-৮১৮ হি.), আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব (বৈরূত ছাপা : ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খৃ.) পৃ. ১৫৮।

২. মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানী ইয়ামানী (১১৭২-১২৫০ হি.), নায়লুল আওত্বার (কায়রো ছাপা : ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খৃ.) ৬/২২৮ পৃ.।

(২) তিনি বলেন, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ– ‘আর আমরা তার (ইসমাঈলের) বিনিময়ে ফিদইয়া দিলাম একটি মহান কুরবানী’ *(ছাফফাত-মাক্কী ৩৭/১০৭)*।

(৩) তিনি আরও বলেন, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ– ‘অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর’ *(কাওছার-মাক্কী ১০৮/২)*।

কাফির-মুশরিকরা তাদের দেব-দেবীর জন্য বিভিন্ন স্থান ও বেদীতে পূজা দেয় এবং সেসবের উদ্দেশ্যে কুরবানী করে থাকে। তার প্রতিবাদ স্বরূপ মুসলমানকে আল্লাহ্র জন্য ‘ছালাত আদায়ের ও তাঁর উদ্দেশ্যে কুরবানী করার’ হুকুম দেওয়া হয়েছে। সেকারণ ঈদুল আযহার দিন প্রথমে ঈদের ছালাত আদায় করতে হয়। অতঃপর তাঁর নামে কুরবানী করতে হয়। অনেক মুফাসসির এভাবেই আয়াতটির তাফসীর করেছেন।[৩] সূরা ছাফফাত ও কাওছার দু’টিই মাক্কী সূরা। কিন্তু কুরবানীর উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়েছে ২য় হিজরীতে মদীনায়।

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا– ‘যার সামর্থ্য আছে অথচ সে কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়’।[৪]

(৫) এটি ইসলামের নিদর্শন সমূহের একটি ‘মহান নিদর্শন’।[৫] যা ‘সুন্নাতে ইব্রাহীমী’ হিসাবে প্রচলিত।[৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি বছর কুরবানী করেছেন এবং ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে কুরবানী করেছেন। অতঃপর অবিরত ধারায় মুসলিম উম্মাহ্র সামর্থ্যবানদের মধ্যে এটি প্রচলিত আছে।

---

৩. ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, আযমগড়, উত্তর প্রদেশ, ভারত (১৩২২-১৪১৪ হি./১৯০৪-১৯৯৪ খৃ.) মির‘আতুল মাফাতীহ শরহ মিশকাতুল মাছাবীহ (লাক্ষ্ণৌ ছাপা : ১৯৫৮ খৃ.) ২/৩৪৯ পৃ.; ঐ, (বেনারস ছাপা : ১৯৯৫ খৃ.) ৫/৭১ পৃ.।

৪. ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩ প্রভৃতি; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৪৯০, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

৫. شِعَارٌ عَظِيْمٌ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلاَمِ মির‘আত ‘কুরবানী’ অনুচ্ছেদের আলোচনা ৫/৭৩ পৃ.।

৬. আহমাদ হা/১৯৩০২;ইবনু মাজাহ হা/৩১২৭; মিশকাত হা/১৪৭৬; মির‘আত হা/১৪৯০, ৫/১১০, হাদীছ যঈফ, রাবী যায়েদ বিন আরক্বাম (রাঃ)।

৩. উদ্দেশ্য :

কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করা। যাতে মানুষ এটা উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের কারণেই শক্তিশালী পশুগুলি তাদের মত দুর্বলদের অনুগত হয়েছে এবং তাদের গোশত ও অস্থি-মজ্জা ইত্যাদির মধ্যে তাদের জন্য উত্তম রূযী নির্ধারিত রয়েছে। জাহেলী আরবরা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের অসীলা হিসাবে তাদের মূর্তির নামে কুরবানী করত। অতঃপর তার গোশতের কিছু অংশ মূর্তিগুলির মাথায় রাখত ও তার উপরে কিছু রক্ত ছিটিয়ে দিত। কেউবা উক্ত রক্ত কা'বাগৃহের দেওয়ালে লেপন করত। মুসলমানদের কেউ কেউ অনুরূপ করার চিন্তা করলে নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয়।[৭] আল্লাহ বলেন, لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، 'কুরবানীর পশুর গোশত বা রক্ত আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছে না। বরং তাঁর নিকটে পৌঁছে কেবল তোমাদের 'তাক্বওয়া' বা আল্লাহভীতি' *(হজ্জ-মাদানী ২২/৩৭)*।

৪. হুকুম :

কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটি ওয়াজিব নয় যে, যেকোন মূল্যে প্রত্যেককে কুরবানী করতেই হবে। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক, ওমর ফারূক, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, বেলাল, আবু মাসঊদ আনছারী (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম) প্রমুখ ছাহাবীগণ কখনো কখনো কুরবানী করতেন না *(মির'আত ৫/৭১-৭৩)*। যাকাত ফরয হয় এরূপ সম্পদ থাকলে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব, একথা ঠিক নয়। বরং সামর্থ্য থাকলে তিনি কুরবানী করবেন, নইলে নয় *(ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩)*।

৫. তাৎপর্য :

(১) মুমিনের হৃদয়ে আল্লাহ্র রাহে জীবন উৎসর্গ করার জাযবা সৃষ্টি করা (২) ইব্রাহীমের ত্যাগপূত আদর্শের পুণ্য স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলা (৩) উত্তম খানা-পিনার মাধ্যমে ঈমানদার সমাজে আনন্দধারা বইয়ে দেওয়া (৪) ভোগের বিপরীতে ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহ্র অনুগ্রহ কামনা করা (৫) শিরকের বিরুদ্ধে তাওহীদের বড়ত্ব ঘোষণা করা।

---

৭. কুরতুবী; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা হজ্জ ৩৭ আয়াত।

৬. ফাযায়েল :

কুরবানীর ফযীলত বর্ণনায় কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায়না। কেননা উক্ত মর্মে বর্ণিত পশুর রক্ত প্রবাহিত হওয়ার পূর্বেই সকল গুনাহ মাফ হওয়া, ক্বিয়ামতের দিন পশুর শিং, ক্ষুর ও লোমসহ উপস্থিত হওয়া এবং কুরবানীর পশুর প্রতি লোমে নেকী হাছিল হওয়া মর্মের হাদীছসমূহের সনদ যঈফ।[৮] তবে ইব্রাহীমী ও মুহাম্মাদী সুন্নাত অনুসরণের জন্য নিঃসন্দেহে এটি অতীব নেকীর কাজ। তাছাড়া যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকে অধিকহারে নেক আমল করার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন।

(ক) যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের ফযীলত :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشَرَةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

'যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের সৎকর্মের চাইতে প্রিয়তর কোন সৎকর্ম আল্লাহ্র নিকটে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও কি নয়? তিনি বললেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি, যে তার জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে, আর ফিরে আসেনি (অর্থাৎ আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে)'।[৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকে মাঝে-মধ্যে ছিয়াম রাখতেন *(মির'আত ৭/৫২)*।

(খ) আরাফার দিনের ছিয়াম :

আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهُ-

৮. তিরমিযী হা/১৪৯৩; ইবনু মাজাহ হা/৩১২৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২৮, আলবানী, মিশকাত, 'উযহিয়া' অধ্যায় হা/১৪৭০ ও ১৪৭৬-এর টীকা দ্রষ্টব্য।
৯. বুখারী হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৪৬০ 'ছালাত' অধ্যায় 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ।

'আরাফার দিনের ছিয়াম (যারা আরাফাতের বাইরে থাকেন তাদের জন্য) আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, তা বিগত এক বছরের ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে'।[১০]

'আরাফার দিন' বলতে যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ হজ্জের দিনকে বুঝায়। পূর্ব যুগে মক্কার পূর্বের ও পশ্চিমের দেশগুলিতে কুরবানীর আগের দিনকে আরাফার দিন হিসাবে গণ্য করা হ'ত। বর্তমানে ঘরে বসেই আরাফার দিন হজ্জের অনুষ্ঠান দেখা যায়। অতএব এখন এটা নিয়ে কোন সমস্যা নেই। এখন যদি পাক-ভারত ও বাংলাদেশের ন্যায় পশ্চিম দিকের দেশগুলিতে চন্দ্রোদয়ের ভিন্নতার কারণে ঈদুল আযহা আরাফা দিনের দু'দিন পরে হয়, তাহ'লে আরাফার দিনের ছিয়ামের সাথে ঈদুল আযহার আগের দিন আরেকটি ছিয়াম যোগ করায় কোন বাধা নেই। কারণ এই দশকে নফল ছিয়ামে অশেষ নেকী রয়েছে। এর সাথে রামাযানের ছিয়ামের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ আল্লাহ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এই মাস পাবে' *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/১৮৫)*। আর রামাযানের চাঁদে উদয়কালের ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু আরাফার দিন কেবল একদিনই হয়ে থাকে এবং হাদীছে 'ইয়াওমে আরাফা' বলে স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে।

৭. কুরবানীর ইতিহাস :

আল্লাহ বলেন, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ؛ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَّاحِدٌ، فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ– 'আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা কুরবানীর বিধান রেখেছিলাম, যাতে তারা যবহ করার সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে এজন্য যে, তিনি চতুষ্পদ গবাদিপশু থেকে তাদের জন্য রিযিক নির্ধারণ করেছেন। আর তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন। অতএব তাঁর নিকটে তোমরা আত্মসমর্পণ কর এবং তুমি বিনয়ীদের সুসংবাদ দাও' *(হজ্জ-মাদানী ২২/৩৪)*। আর উক্ত গবাদিপশু হ'ল, ছাগল, গরু এবং উট। সবগুলির নর ও মাদি। ভেড়া ও দুম্বা ছাগলের মধ্যে গণ্য *(আন'আম-মাক্কী ৬/১৪৩-৪৪)*।

১০. মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪ 'ছওম' অধ্যায়, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ।

আল্লাহ্র হুকুমে আদম (আঃ)-এর দুই পুত্র ক্বাবীল ও হাবীল-এর দেওয়া কুরবানী থেকেই কুরবানীর ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়েছে *(মায়েদাহ-মাদানী ৫/২৭)*। এরপর থেকে বিগত সকল উম্মতের উপর কুরবানীর বিধান জারী ছিল। তবে সেইসব কুরবানীর বিধান আমাদেরকে জানানো হয়নি। মুসলিম উম্মাহ্র উপর যে কুরবানীর বিধান নির্ধারিত হয়েছে, তা মূলতঃ ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহ্র রাহে কুরবানী দেওয়ার অনুসরণে।[১১] যা মুক্বীম ও মুসাফির সর্বাবস্থায় পালনীয়।[১২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাদানী জীবনে নিয়মিত কুরবানী করেছেন।[১৩] অতএব এটি পরিষ্কার যে, আদম সৃষ্টির পর থেকে পৃথিবীতে গবাদিপশু কুরবানীর বিধান রয়েছে। এগুলি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দার জন্য উত্তম রিযিক হিসাবে নির্ধারিত। পূজার বস্তু হিসাবে নয়।

ইব্রাহীমী কুরবানীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَابُنَىَّ اِنِّىْ اَرَى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى؟ قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ إِنْ شَآءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ- فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ- وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَّآ إِبْرَاهِيْمُ- قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَآ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ- إِنَّ هذَا لَهُوَ الْبَلَآءُ الْمُبِيْنُ- وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْآخِرِيْنَ-

‘যখন সে (ইসমাঈল) তার পিতার সাথে কাজকর্ম করার বয়সে উপনীত হ’ল, তখন সে তাকে বলল, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবহ করছি। এক্ষণে বল, তোমার মতামত কি? সে বলল, হে আব্বা! যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে, তা আপনি প্রতিপালন করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন’ *(১০২)*। অতঃপর যখন পিতা ও পুত্র উভয়ে (আল্লাহ্র হুকুমের প্রতি) আত্মসমর্পণ করল এবং পিতা পুত্রকে উপুড় করে ফেলল’ *(১০৩)*, ‘তখন আমরা তাকে ডাক দিলাম,

১১. ইবনু মাজাহ হা/৩১২৭; মিশকাত হা/১৪৭৬, সনদ যঈফ; শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৬/২২৮ পৃ.।
১২. কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ১০৭ আয়াত; নায়েল ৬/২৫৫ পৃ.।
১৩. তিরমিযী হা/১৫০৭; আহমাদ হা/৪৯৫৫; মিশকাত হা/১৪৭৫, সনদ হাসান ‘কুরবানী’ অনুচ্ছেদ, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)।

হে ইব্রাহীম! *(১০৪)* 'নিশ্চয়ই তুমি স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেছ। আমরা এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি' *(১০৫)*। 'নিশ্চয়ই এটি ছিল একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা' *(১০৬)*। 'আর আমরা তার (ইসমাঈলের) বিনিময়ে ফিদইয়া দিলাম একটি মহান কুরবানী' *(১০৭)*। 'এবং আমরা এটিকে পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিলাম' *(ছাফফাত-মাক্কী ৩৭/১০২-০৮)*। 'এটিকে' অর্থ ইব্রাহীমের প্রশংসাকে *(কুরতুবী)*।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ৮৬ বৎসর বয়সে ইসমাঈল বিবি হাজেরার গর্ভে এবং ৯৯ বছর বয়সে ইসহাক বিবি সারাহ্র গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।[১৪] ইব্রাহীম (আঃ) সর্বমোট ২০০ বছর বেঁচে ছিলেন *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১/১৭৪)*। আর 'যবীহুল্লাহ' ছিলেন ইসমাঈল; ইসহাক নন।[১৫]

ঘটনা : ফার্রা বলেন, যবহের সময় ইসমাঈলের বয়স ছিল **১৩** বছর। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ঐ সময় তিনি কেবল সাবালকত্বে উপনীত হয়েছিলেন।[১৬] এমন সময় পিতা ইব্রাহীম স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি তার একমাত্র সন্তান ইসমাঈলকে কুরবানী করছেন। নবীদের স্বপ্ন 'অহি' হয়ে থাকে। তাদের চর্মচক্ষু মুদিত থাকলেও অন্তরচক্ষু খোলা থাকে। ইব্রাহীম (আঃ) একই স্বপ্ন পরপর তিনরাত্রি দেখেন। প্রথম রাতে তিনি স্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে উঠে ভাবতে থাকেন, কি করবেন। এজন্য প্রথম রাতকে (৮ই যিলহজ্জ) 'ইয়াউমুত তারবিয়াহ' (يَوْمُ التَّرْوِيَةِ) বা 'স্বপ্ন দেখানোর দিন' বলা হয়। এদিন হজ্জের ইহরাম বেঁধে আরাফা ময়দানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'তে হয়। দ্বিতীয় রাতে পুনরায় একই স্বপ্ন দেখার পর তিনি নিশ্চিত হন যে, এটি আল্লাহ্র নির্দেশ। এজন্য এ দিনটি (৯ই যিলহজ্জ) 'ইয়াউমু আরাফাহ' (يَوْمُ عَرَفَةَ) বা 'নিশ্চিত হওয়ার দিন' বলা হয়। আর এটি হ'ল হজ্জের দিন। তৃতীয় দিনে পুনরায় একই স্বপ্ন দেখায় তিনি ছেলেকে কুরবানী করার সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য এ দিনটিকে (১০ই যিলহজ্জ) 'ইয়াউমুন নাহর' (يَوْمُ النَّحْرِ) বা 'কুরবানীর দিন' বলা হয়।[১৭]

---

১৪. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ছাফফাত ৩৭/১০০-১১৩ আয়াত; কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২/১৩২ আয়াত।
১৫. ইবনু কাছীর; এ বিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : নবীদের কাহিনী ১/১৬৬-৬৮ পৃ.।
১৬. কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ৩৭/১০২ আয়াত, ১৫/৯৯ পৃ.।
১৭. কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ৩৭/১০২ আয়াত, ১৫/১০২ পৃ.।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন ইব্রাহীম তার পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানীর জন্য নিয়ে যান, তখন শয়তান তাকে তিন স্থানে বাধা দেয়। ফলে তিনি শয়তানকে তিন স্থানে তিনবার সাতটি করে কংকর ছুঁড়ে মারেন। অতঃপর যখন তিনি ছেলেকে কুরবানীর জন্য মাটিতে উপুড় করে ফেলেন। তখন পিছন থেকে আওয়ায আসে (يَا اِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا) 'হে ইব্রাহীম! তুমি স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেছ' *(ছাফফাত-মাক্কী ৩৭/১০৪)*। ইব্রাহীম তাকিয়ে দেখেন একটি শিংওয়ালা সাদা দুম্বা দাঁড়িয়ে আছে।[১৮]

উক্ত সুন্নাত অনুসরণে উম্মতে মুহাম্মাদীও হজ্জের সময় তিন জামরায় তিনবার শয়তানের বিরুদ্ধে সাতটি করে কংকর নিক্ষেপ করে এবং প্রতিবারে আল্লাহ্র বড়ত্ব ঘোষণা করে 'আল্লাহু আকবার' বলে থাকে।[১৯]

নিঃসন্দেহে এখানে মূল উদ্দেশ্য যবহ ছিলনা, বরং উদ্দেশ্য ছিল পিতা ইব্রাহীমের তাক্বওয়া ও আনুগত্যের পরীক্ষা নেওয়া। সে পরীক্ষায় পিতা-পুত্র উভয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

---

১৮. (فَالْتَفَتَ إِبْرَاهِيمُ فَإِذَا هُوَ بِكَبْشٍ أَبْيَضَ أَقْرَنَ أَعْيَنَ) আহমাদ হা/২৭০৭, তাহকীক : আহমাদ শাকির ১/২৯৭ পৃ., সনদ ছহীহ, আরনাঊত্ব-ছহীহ; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ছাফফাত ৩৭/১০৪-০৫ আয়াত, ৭/২৮ পৃ.।

১৯. বুখারী হা/১৭৫০; মুসলিম হা/১২৯৬; মিশকাত হা/২৬২১; মুওয়াত্ত্বা হা/১৫২৮; মিশকাত হা/২৬২৬ 'মানাসিক' অধ্যায়, 'কংকর নিক্ষেপ' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ।

কুরবানীর মাসায়েল (مسائل الأضحية)

১. চুল-নখ না কাটা : হযরত উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يُّضَحِّيَ فَلاَ يَمُسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ شَيْئًا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ زَادَ النَّسَائِيُّ: حَتَّى يُضَحِّيَ-

‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, সে যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ’তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন না করে’।[২০] যেদিন কুরবানী করবে, সেদিনই কুরবানী করার পর নখ-চুল কাটবে। যদিও সেটি আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিনে অর্থাৎ ১৩ই যিলহজ্জ তারিখে হয়।[২১]

(খ) কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তি কুরবানীর খালেছ নিয়তে এটা করলে ‘আল্লাহ্র নিকটে তা পূর্ণাঙ্গ কুরবানী’ হিসাবে গৃহীত হবে।[২২] জনৈক ব্যক্তিকে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا لِّهَذِهِ الأُمَّةِ ‘আমি ঈদুল আযহা সম্পর্কে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ এ দিনকে এই উম্মতের জন্য ঈদ হিসাবে নির্ধারিত করেছেন’। লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি ছোট একটি মাদী বকরীছানা ব্যতীত কিছুই না পাই,

---

২০. মুসলিম হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/১৪৫৯; নাসাঈ হা/৪৩৬৪; মির‘আত হা/১৪৭৪-এর ব্যাখ্যা, ৫/৮৬ পৃ.।

২১. উছায়মীন, শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৭০৬-এর ব্যাখ্যা। দ্র. মাসিক আত-তাহরীক, আগস্ট ২০১৭, ২০/১১ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ২৫/৪২৫।

২২. (فَذَالِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللهِ) আহমাদ হা/৬৫৭৫; হাকেম ৪/২৪৮, হা/৭৫২৯; আবুদাঊদ হা/২৭৮৯; নাসাঈ হা/৪৩৬৫; মিশকাত হা/১৪৭৯ ‘আতীরাহ’ অনুচ্ছেদ; মির‘আত হা/১৪৯৩, ৫/১১৭ পৃ., রাবী আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ)। হাকেম একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। আরনাঊত্ব ‘হাসান’ বলেছেন। আর এটাই অগ্রাধিকারযোগ্য। সম্ভবতঃ শায়েখ আলবানী রাবী ঈসা বিন হেলাল সম্পর্কে ইয়াকূব আল-ফাসাভীর ‘তাওছীক্ব’ লক্ষ্য করেননি। এছাড়াও তিনি হাদীছটির মতনে যে অসংগতির কথা বলেছেন সেটি কোন মৌলিক ত্রুটি নয় *(শু‘আইব আরনাঊত্ব, তাহকীক সুনান আবুদাঊদ হা/২৭৮৯, ৪/৪১৭; মাসিক আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০১৭, ২১/৩ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ১৯/৯৯)*।

তাহ'লে আমি কি সেটা কুরবানী করব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। বরং وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ তুমি فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ– 'তোমার চুল-নখ কাটো, গোফ ছাটো, গুপ্তাঙ্গের লোম ছাফ কর, এটাই তোমার জন্য আল্লাহ্র নিকটে পূর্ণাঙ্গ কুরবানী হবে'।[২৩]

(গ) ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'এর তাৎপর্য হ'ল যাতে অকর্তিত নখ-চুল সহ পূর্ণাঙ্গ দেহ নিয়ে মুমিন বান্দা জাহান্নাম হ'তে মুক্তি পায়'।[২৪] তাছাড়া এর তাৎপর্য এটাও হ'তে পারে যে, ইসমাঈল (আঃ) হাসিমুখে তাঁর জীবন দিয়ে আল্লাহ্র হুকুম পালন করেছিলেন। তার অনুসরণে মুমিন তার দেহের একটা অংশ নখ-চুল ইত্যাদি কুরবানী দিয়ে মনের মধ্যে এই সংকল্প করতে পারে যে, আল্লাহ্র দ্বীনের স্বার্থে প্রয়োজনে আমরাও ইসমাঈলের ন্যায় জীবন কুরবানী দিতে প্রস্তুত। এর ফলে মুমিন নবীর সুন্নাত অনুসরণের নেকী তো পাবেই, উপরন্তু দ্বীনের জন্য মুজাহিদ বেশে মৃত্যুবরণের আকাংখা পোষণের কারণে 'মুনাফেকী হালতে মৃত্যুবরণ' থেকে বেঁচে যাবে ইনশাআল্লাহ। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّن نِّفَاقٍ– 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল, অথচ কোনদিন জিহাদ করল না বা জিহাদের কথা তার মনে উদিতও হ'ল না, সে একপ্রকার মুফাফেকী হালতে মৃত্যুবরণ করল'।[২৫] দুর্ভাগ্য, নখ-চুল কাটার এই সুন্নাতটি বর্তমানে মুসলিম সমাজ প্রায় ভুলতে বসেছে।

২. কুরবানীর পশু (الضحايا) :

(ক) আল্লাহ বলেন, ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ،... وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، 'তিনি গবাদিপশু গুলিকে আট প্রকারে সৃষ্টি

২৩. আহমাদ হা/৬৫৭৫ সনদ হাসান, আরনাঊত্ব; হাকেম হা/৩৯৬৪, সনদ ছহীহ; ইরওয়া হা/১১৬৩, ৪/৩৭৬-৭৭ পৃ.; তাফসীর ইবনু কাছীর; দ্র. লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, তাফসীর সূরা যিলযাল 'গুরুত্ব' অনুচ্ছেদ।

২৪. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৬/২৩৩ পৃ. 'কুরবানীদাতা কি কি কাজ থেকে বিরত থাকবে' অনুচ্ছেদ।

২৫. মুসলিম হা/১৯১০; মিশকাত হা/৩৮১৩ 'জিহাদ' অধ্যায়।

করেছেন। ভেড়ার দু'প্রকার (নর ও মাদী), ছাগল-দুম্বা দু'প্রকার (নর ও মাদী)...' *(১৪৩)*। '...উট দু'প্রকার (নর ও মাদী) এবং গরু দু'প্রকার (নর ও মাদী)...' *(আন'আম ৬/১৪৩-৪৪)*।

উক্ত আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরবানীর পশু মূলতঃ তিন প্রকার : ছাগল, গরু ও উট। প্রত্যেকটির নর ও মাদী। দুম্বা ও ভেড়া ছাগলের মধ্যে গণ্য। বিগত তাওহীদপন্থী সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য উক্ত তিনটি পশু দ্বারাই কুরবানীর বিধান ছিল *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর; তাফসীর সূরা হজ্জ ৩৪ আয়াত)*।

এগুলির বাইরে অন্য কোন পশু দিয়ে কুরবানী করার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন প্রমাণ নেই।[২৬] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, وَلاَ يَكُوْنُ شَيْءٌ دُوْنَ هَذَا ضَحِيَّةً 'এই পশুগুলি ব্যতীত অন্য কোন পশু কুরবানী হিসাবে গণ্য হবে না'।[২৭]

সমজাতীয় হিসাবে অনেক বিদ্বান মহিষের কুরবানী জায়েয বলেছেন। তবে 'নিরাপদ' (اَلْأَحْوَطُ) হ'ল কুরআনে বর্ণিত তিনটি পশুর যেকোন একটি দিয়ে কুরবানী করা *(মির'আত ৫/৮১-৮২)*।

(খ) দুম্বা বা ছাগল কুরবানী করাই উত্তম। কারণ ইসমাঈলের বিনিময়ে কুরবানী ছিল দুম্বা *(শাওকানী, ইবনু কাছীর; ছাফফাত-মাক্কী ৩৭/১০৭)* এবং আল্লাহ তাকে بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ 'মহান কুরবানী' বলে আখ্যায়িত করেছেন *(ছাফফাত ৩৭/১০৭)*। তবে রক্ত প্রবাহিত করার বিবেচনায় জমহূর বিদ্বানগণের নিকটে উত্তম হ'ল উট। অতঃপর গরু, অতঃপর দুম্বা ও ছাগল-ভেড়া।[২৮]

কুরবানীর পশু সুঠাম হ'তে হবে :

কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হওয়া আবশ্যক। চার ধরনের পশু কুরবানী করা নাজায়েয। যথা : স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ।[২৯]

---

২৬. মির'আত ৫/৮১ পৃ.; সাইয়েদ সাবেক্ব মিসরী (১৩৩৫-১৪২০ হি./১৯১৫-২০০০ খৃ.), ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রো : দারুল ফাৎহ ১৪১২ হি./১৯৯২ খৃ.), ২/২৯ পৃ.।

২৭. ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি.) কিতাবুল উম্ম (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, তাবি) ২/২২৩।

২৮. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৬/২৩৫ পৃ. 'কয়টা দাঁত হ'লে সেই পশু দিয়ে কুরবানী জায়েয হবে' অনুচ্ছেদ; মির'আত ৫/৮০ পৃ.।

২৯. আহমাদ হা/১৮৬৯৭, ১০৪৮, ১০৬১; তিরমিযী হা/১৪৯৭; ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৪ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬৫, ১৪৬৩, ১৪৬৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩০ পৃ.।

অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা, অর্ধেক শিং ভাঙ্গা বা কিছু দাঁত পড়ে যাওয়া পশু (الْهَتْمَاءُ) দিয়ে পশু কুরবানী করা যায়।[৩০] এছাড়া জন্মগতভাবে বা পরবর্তীতে লেজ কাটা অথবা জন্মগতভাবে শিং বা কান না থাকা পশু কুরবানী করা জায়েয।[৩১] তবে নিখুঁত হওয়াই উত্তম।

নিখুঁত পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরানো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তাহ'লে ঐ পশু দিয়েই কুরবানী বৈধ হবে।[৩২]

৩. 'মুসিন্নাহ' পশু দ্বারা কুরবানী :

হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ تَذْبَحُوْا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَّعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِّنَ الضَّأْنِ– 'তোমরা দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে ছয়মাস পূর্ণকারী ভেড়া কুরবানী করতে পার'।[৩৩] জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য 'উত্তম' হিসাবে গণ্য করেছেন।[৩৪]

'মুসিন্নাহ' পশু ৬ষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং ৩য় বছরে পদার্পণকারী গরু বা ২য় বছরে পদার্পণকারী ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয়।[৩৫] কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত ওঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা কোন দোষের হবে না ইনশাআল্লাহ। এরূপ এক ঘটনায় রাসূল (ছাঃ) ওক্বা বিন 'আমের (রাঃ)-কে সেটা (عَتُوْدٌ) দিয়েই কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন'।[৩৬] 'আতূদ' হ'ল এক বছর পূর্ণকারী হৃষ্টপুষ্ট ছাগল বা দুম্বা *(মির'আত ৫/৮২)*।

---

৩০. আহমাদ হা/১৮৫৩৩, ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৩-৪৪, নাসাঈ হা/৪৩৬৯; মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১ হি.), আশ-শারহুল মুমতে' 'আলা যাদিল মুস্তাক্বনে' ৭/৪৩৯-৪০ পৃ.।

৩১. আশ-শারহুল মুমতে' ৭/৪৩৫, ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১৩/৩৭২। 'অর্ধেক বা পুরো লেজ কাটা পশু কুরবানী করা যাবে না' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(নাসাঈ হা/৪৩৭২)*।

৩২. মির'আত ২/৩৬৩ পৃ.; ঐ, ৫/৯৯ পৃ.।

৩৩. মুসলিম হা/১৯৬৩; মিশকাত হা/১৪৫৫; নাসাঈ তা'লীক্বাত সহ (লাহোর ছাপা : তারিখ বিহীন), ২/১৯৬ পৃ., আশ-শারহুল মুমতে' ৭/৪২৫।

৩৪. মির'আত (লাক্ষ্ণৌ) ২/৩৫৩ পৃ.; ঐ, (বেনারস) ৫/৮০ পৃ.।

৩৫. মির'আত ৫/৭৮-৭৯ পৃ., ফিক্বহুস সুন্নাহ, 'কুরবানী' অধ্যায়, ২/২৯ পৃ.।

৩৬. বুখারী হা/২৫০০; মুসলিম হা/১৯৬৫; মিশকাত হা/১৪৫৬ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ।

৪. নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশুই যথেষ্ট :

(১) পরিবারের সকলের পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানী ।-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ، رَوَاهُ الْحَاكِمُ-

আব্দুল্লাহ বিন হিশাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর পরিবারের সকলের পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানী দিতেন' ।[৩৭]

(২) ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পরিবার পিছু একটি করে বকরী কুরবানীর রেওয়াজ ছিল ।-

عَنْ عَطَاءِ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّيْ بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُوْنَ وَيُطْعِمُوْنَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ-

আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, ...একজন ব্যক্তি নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি বকরী কুরবানী দিতেন। অতঃপর নিজেরা তা খেতেন ও অন্যদের খাওয়াতেন। এমনকি লোকেরা বড়াই করত। সেই রীতি চলছে যেমন তুমি দেখছ' ।[৩৮]

(৩) পরিবার পিছু একটি বা দু'টি বকরী ।-

٣- عَنْ أَبِى سَرِيحَةَ قَالَ حَمَلَنِى أَهْلِى عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَمَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ، كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ وَالآنَ يُبَخِّلُنَا جِيْرَانُنَا، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ-

৩৭. হাকেম ৪/২৫৫, হা/৭৫৫৫ হাদীছ ছহীহ; বুখারী হা/৭২১০ ।
৩৮. তিরমিযী হা/১৫০৫; ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৭; ইরওয়া হা/১১৪২; মির'আত ৫/১১৪ পৃ. ।

ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) বলেন, আমার পরিবার আমাকে কঠোরতার অভিযোগ করে যখন থেকে আমি সুন্নাত জানতে পারি। লোকেরা পরিবার পিছু একটি বা দু'টি বকরী কুরবানী দিত। অথচ এখন আমার প্রতিবেশীরা আমাকে কৃপণ বলে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৮)*।

উল্লেখ্য যে, আবু সারীহা হোযায়ফা বিন আসীদ আল-গিফারী (মৃ. ৪২ হি.) ছিলেন ৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে বায়'আতুর রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারী জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবীদের অন্যতম *(আল-ইছাবাহ, ক্রমিক : ১৬৪৬)*।

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিংওয়ালা একটি দুম্বা দিয়ে কুরবানী করেন।-

٤- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، قَالَ : يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ، ثُمَّ قَالَ : اِشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ، فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ : بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটা শিংওয়ালা দুম্বা আনার নির্দেশ দিলেন, যার পা কালো, পেট কালো এবং চোখ কালো। অতঃপর সেটিকে কুরবানীর জন্য আনা হ'লে তিনি বলেন, হে আয়েশা! ছুরি আনো। অতঃপর বললেন, ওটাকে পাথরে ঘষে ধার কর। অতঃপর তিনি সেটা করলেন। তারপর রাসূল (ছাঃ) সেটা নিলেন ও দুম্বাটাকে ধরে মাটিতে ফেললেন এবং যবহ করলেন। এসময় তিনি বললেন, بِسْمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ- আল্লাহ্র নামে; হে আল্লাহ তুমি কবুল কর মুহাম্মাদ ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে এবং মুহাম্মাদের উম্মতের পক্ষ হ'তে' *(মুসলিম হা/১৯৬৭; মিশকাত হা/১৪৫৪; মির'আত হা/১৪৬৯, ৫/৭৫)*।

শায়েখ আলবানী (১৩৩৩-১৪২০ হি.) বলেন, 'উম্মতের পক্ষ হ'তে' অর্থ কুরবানীর ছওয়াবে সকল উম্মতকে শরীক করা। কেননা সকল বিদ্বানের ঐক্যমতে একটি বকরী একটি পরিবারের বেশী অন্যদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট নয়' *(মিশকাত হা/১৪৫৪-এর টীকা)*।

(৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিংওয়ালা দু'টি দুম্বা দিয়ে কুরবানী করেন।-

٥- عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ، قَالَ : رَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَيَقُولُ : بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুঠাম ও শিংওয়ালা দু'টি দুম্বা দিয়ে কুরবানী করেন। তিনি নিজ হাতে দু'টিকে যবহ করেন এবং 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বলেন। এসময় তিনি পা দিয়ে দুম্বার পার্শ্বদেশ চেপে ধরেন'।[৩৯]

(৬) শিংওয়ালা দু'টি খাসি দিয়ে কুরবানী।-

٦- عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : ذَبَحَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ- فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ : إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ- إِنَّ صِلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ- اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ- ثُمَّ ذَبَحَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُودَ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ لِّأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُودَ وَالتِّرْمِذِيِّ: ذَبَحَ بِيَدِهِ وَقَالَ : بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي-

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরবানীর দিন দু'টি শিংওয়ালা ধূসর রংয়ের খাসি করা দুম্বা যবহ করলেন। যখন তিনি ওদের যবহের জন্য ফেলেন তখন তিনি ক্বিবলামুখী হয়ে বলেন, 'আমি আমার চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে সেই মহান সত্তার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। আমি ইব্রাহীমের দ্বীনের উপর

৩৯. বুখারী হা/৫৫৫৩; মুসলিম হা/১৬৯৯; মিশকাত হা/১৪৫৩; মির'আত হা/১৪৬৮, ৫/৭৩ পৃ.।

প্রতিষ্ঠিত এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবই জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য; তাঁর কোন শরীক নেই। আর এ জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্তর্ভুক্ত'। হে আল্লাহ! তোমার পক্ষ হ'তে প্রাপ্ত এবং তোমার জন্যই উৎসর্গীত। তুমি এটি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে এবং তার উম্মতের পক্ষ হ'তে। অতঃপর তিনি 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বলে যবহ করলেন'।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি নিজ হাতে যবহ করলেন এবং বললেন 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' (আল্লাহ্র নামে এবং হে আল্লাহ তুমি সবার চেয়ে বড়)। হে আল্লাহ! এটি আমার পক্ষ হ'তে এবং আমার উম্মতের পক্ষ হ'তে যারা কুরবানী করেনি'।[৪০] অর্থাৎ আমার কুরবানীর ছওয়াবে তারাও শরীক হবে *('আওনুল মা'বূদ শরহ আবুদাঊদ)*।

ইবনু হাজার আসক্বালানী বিদ্বানগণের মতামত হিসাবে বলেন, বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য 'খাছ' বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত'। আলবানী বলেন, অন্য কারু জন্য এটি করা জায়েয হবেনা। কেননা একজনের ছালাত-ছিয়াম ও ক্বিরাআত অন্যের জন্য হয়না এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর কোন নির্দেশনা না থাকার কারণে। আর এর মূল ভিত্তি হ'ল আল্লাহ বলেন, وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى– 'আর মানুষ কিছুই পায় না তার চেষ্টা ব্যতীত' *(নজম ৫৩/৩৯; ইরওয়া ৪/৩৫৪ পৃ. 'ফায়েদা' শিরোনাম)*।

ছহীহ বুখারীর সর্বশেষ ভাষ্যকার আহমাদ ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'খাসি' করার কারণে কেউ কেউ এটাকে খুঁৎওয়ালা পশু বলে অপসন্দ করেছেন। কিন্তু মূলতঃ এটি কোন খুঁৎ নয়। বরং এর ফলে গোশত রুচিকর হয়, দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় ও সুস্বাদু হয়।[৪১] ইবনু কুদামা বলেন, খাসিই কুরবানীর জন্য যথেষ্ট। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি খাসি দিয়ে

৪০. ইবনু মাজাহ হা/৩১২২; আহমাদ হা/১৪৮৮০; আবুদাঊদ হা/২৭৯৫, ২৮১০; তিরমিযী হা/১৫২১; মিশকাত হা/১৪৬১; মির'আত হা/১৪৭৬, ৫/৯১; ইরওয়া হা/১১৩৮, ৪/৩৫১ পৃ. সনদ হাসান।

৪১. আহমাদ ইবনু হাজার আসক্বালানী মিসরী (৭৭৩-৮৫২ হি.), ফাৎহুল বারী শরহ ছহীহুল বুখারী (কায়রো ছাপা : ১৪০৭ হি.) হা/৫৫৫৪-৫৫-এর ব্যাখ্যা, 'কুরবানী' অধ্যায়-১০ অনুচ্ছেদ-৬; ১০/১০ পৃ.।

কুরবানী করেছেন।[৪২] সূরা নিসা ১১৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাধারণভাবে পশুকে দাগানো ও খাসি না করা বিষয়ে কয়েকজন ছাহাবী ও তাবেঈর মতামত কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।[৪৩] কারণ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আমলই অগ্রগণ্য ও অনুসরণীয়। হযরত আয়েশা, আবু হুরায়রা, আবু রাফে‘, আবুদ্দারদা (রাঃ) সহ একদল ছাহাবী ‘খাসি’ দ্বারা কুরবানী করতেন *(মির‘আত ৫/৯২)*।

(৭) পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু বা উট কুরবানী।-

٧- مَا نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلاَّ بَدَنَةً وَاحِدَةً أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً، رَوَاهُ فِي الْمُؤَطَّأِ-

ইমাম মালেক (রহঃ) ইবনু শিহাব যুহরী হ’তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ থেকে একটি উট অথবা একটি গরু ব্যতীত কুরবানী করেননি’।[৪৪]

ভাষ্যকার ছাহেবে মুনতাক্বা বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে একটি উট বা গরু কুরবানী করা যায়, সেটি বুঝানোর জন্যই সম্ভবতঃ রাসূল (ছাঃ) এটি করেছেন।[৪৫] যুরক্বানী এটিকে বিদায় হজ্জে স্বীয় পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানীর কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৬]

(৮) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদের গরু কুরবানীর নির্দেশ দেন।-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : قَلَّتِ الْإِبِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْحَرُوا الْبَقَرَ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ-

৪২. মির‘আত (বেনারস ছাপা) ৫/৯১ পৃ.।
৪৩. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা নিসা ৪/১১৯ আয়াত।
৪৪. মুওয়াত্ত্বা হা/১৭৭২ ‘কুরবানীতে শরীক হওয়া এবং কয়জনের পক্ষ হ’তে একটি গরু এবং উট কুরবানী দেওয়া যাবে’ অনুচ্ছেদ (بَاب الشِّرْكَةِ فِي الضَّحَايَا وَعَنْ كَمْ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ وَالْبَدَنَةُ) ৩/৬৯৪ পৃ.।
৪৫. আবুল অলীদ সুলায়মান আল-বাজী আন্দালুসী (৪০৩-৪৭৪ হি.), আল-মুনতাক্বা শারহুল মুওয়াত্ত্বা (মিসর : মাতবা‘আ সা‘আদাহ, ১ম সংস্করণ ১৩৩২ হি. ৭ খণ্ডে সমাপ্ত) ৩/৯৯ পৃ.।
৪৬. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল বাক্বী মিসরী আয-যুরক্বানী (১০৫৫-১১২২ হি.), শারহুয যুরক্বানী ‘আলা মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক (কায়রো : মাকতাবাতুছ ছাক্বাফাহ আদ-দীনিয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪২৪ হি./২০০৩ খৃ. ৪ খণ্ডে সমাপ্ত) ৩/১১৯ পৃ.।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সময়ে উটের সঙ্কট দেখা দিলে তিনি ছাহাবীদের গরু কুরবানীর নির্দেশ দেন’ *(ইবনু মাজাহ হা/৩১৩৪, হাদীছ ছহীহ-আলবানী)*।

(৯) প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি বছর একটি করে পশু কুরবানী বিধেয়। মিখনাফ বিন সুলায়েম (রাঃ) বলেন,

٩- عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ : كُنَّا وُقُوفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِعَرَفَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَّعَتِيْرَةً...، رَوَاهُ وَأَبُو دَاوُودَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

‘আমরা আরাফা ময়দানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, ‘হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ’। আবুদাঊদ বলেন, রজব মাসের ‘আতীরাহ’ প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়।[৪৭]

মৃত্যুর ৮১ দিন পূর্বেকার এই নির্দেশ নিঃসন্দেহে কুরবানীর ব্যাপারে একটি চিরন্তন বিধান। যা আর মানসূখ হয়নি। আর أَهْلُ بَيْتٍ বা পরিবার বলতে একান্নবর্তী একটি পরিবারকে বুঝায়।

ইতিপূর্বে আবু সারীহা (রাঃ) বর্ণিত ইবনু মাজাহ্র হাদীছটি *(হা/৩১৪৮)* উদ্ধৃত করে ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, وَالْحَقُّ أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَإِنْ كَانُوا مِائَةَ نَفْسٍ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا قَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ- ‘সঠিক কথা এই যে, একটি বকরী একটি পরিবারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট, যদিও সেই পরিবারের সদস্য সংখ্যা শতাধিক হয় এবং এভাবেই নিয়ম চলে আসছে’ *(নায়েল ৬/২৪৪ পৃ.)*। ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বকরী যথেষ্ট। কারণ রাসূল (ছাঃ) তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বকরী দিয়েছেন *(মাজমূ‘ ফাতাওয়া ক্রমিক ৩৫, ২৫/৪৫ পৃ.)*।

৪৭. আবুদাঊদ হা/২৭৮৮; তিরমিযী হা/১৫১৮; ইবনু মাজাহ হা/৩১২৫ প্রভৃতি; সনদ হাসান; মিশকাত হা/১৪৭৮; মির‘আত হা/১৪৯২, ৫/১১৪-১৫। চারটি হারাম মাসের প্রথম এবং পৃথক মাস হিসাবে রজব মাসের সম্মানে প্রথম দশকে জাহেলী যুগের লোকেরা মূর্তির উদ্দেশ্যে যে কুরবানী করত, তাকে ‘আতীরাহ’ বা ‘রাজাবিইয়াহ’ বলা হ’ত *(মির‘আত ৫/১১১, ১১৪ পৃ.)*।

মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, যারা একটি বকরী একজনের জন্য নির্দিষ্ট বলেন এবং উক্ত হাদীছগুলিকে একক ব্যক্তির কুরবানীতে পরিবারের সকলের ছওয়াবে অংশীদার হওয়ার 'তাবীল' করেন বা খাছ হুকুম মনে করেন কিংবা হাদীছগুলিকে 'মানসূখ' বলতে চান, তাঁদের এইসব দাবী প্রকাশ্য ছহীহ হাদীছের বিরোধী এবং তা প্রত্যাখ্যাত ও নিছক দাবী মাত্র'।[৪৮] অতএব একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য সংখ্যা যত বেশীই হৌক না কেন সকলের পক্ষ থেকে একটি পশুই যথেষ্ট।

সামর্থ্য থাকলে একাধিক কুরবানী :

সামর্থ্য থাকলে এবং অধিক বিতরণের জন্য একাধিক কুরবানী করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে দু'টি 'খাসি' কুরবানী করেছেন।[৪৯] তিনি ছাহাবীদের মধ্যে কুরবানী বণ্টন করতেন।[৫০] রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত কুরবানী হাদিয়া স্বরূপ (تَبَرُّعاً) ছিল। এটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন 'ফাই'-এর মাল হ'তে পারে। যা ধনী-গরীব সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয় *(মির'আত হা/১৪৭১-এর আলোচনা, ৫/৮২)*। এছাড়া বিদায় হজ্জের দিন তিনি বিতরণের জন্য একশত উট নহর করেন।[৫১]

৪৮. মির'আত (লাক্ষ্ণৌ ছাপা) ২/৩৫১; ঐ (বেনারস ছাপা) ৫/৭৬ পৃ.।
৪৯. বুখারী হা/৫৫৬৪; মুসলিম হা/১৯৬৬; মিশকাত হা/১৪৫৩; মির'আত হা/১৪৬৮, ৫/৭৩।
৫০. বুখারী হা/৫৫৪৭; মুসলিম হা/১৯৬৫; মিশকাত হা/১৪৫৬; মির'আত হা/১৪৭১, ৫/৮২।
৫১. মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৭); বুখারী হা/১৭১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫ 'মানাসিক' অধ্যায়।

৫. শরীকানা কুরবানী (الإشتراك في الأضحية) :

একটি গরু বা উটের কুরবানীতে একাধিক ব্যক্তি শরীক হওয়ার ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশনা নিম্নরূপ :

ক. (১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِى الْبَقَرَةِ سَبْعَةٌ وَفِى الْبَعِيْرِ عَشَرَةٌ، رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَهْ-

'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাতজনে একটি গরু ও দশজনে একটি উটে শরীক হ'লাম'।[৫২]

(২) হযরত জাবের (রাঃ) বলেন,

٢- عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে আমরা (৬ষ্ঠ হিজরীতে) হোদায়বিয়ার সফরে (ওমরাহ থেকে হালাল হওয়ার জন্য) একটি গরু ও উটে সাতজন করে শরীক হয়েছিলাম'।[৫৩]

উল্লেখ্য যে, ৯ম বা ১০ম হিজরীতে হজ্জ ফরয হওয়ার পর ওমরাহ্র জন্য হাদ্ঈ মানসূখ হয় এবং সেটি কেবল হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট হয়। ওছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১ হি.) বলেন, বর্তমানে এটি পরিত্যক্ত সুন্নাত (مِنَ السُّنَنِ الْمُنْدَثِرَةِ) সমূহের অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি কেউ ওমরাহ্র জন্য হাদ্ঈ বা কুরবানী দিতে চান, তাহ'লে তিনি দিতে পারেন।[৫৪]

---

৫২. তিরমিযী হা/৯০৫; নাসাঈ হা/৪৩৯২; ইবনু মাজাহ হা/৩১৩১; মিশকাত হা/১৪৬৯; মির'আত হা/১৪৮৪, ৫/১০১-২ পৃ.।
৫৩. মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫০); মিশকাত হা/২৬৩৬ 'মানাসিক' অধ্যায়।
৫৪. ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া, ক্রমিক ১৪৫০, ২৩/৩৭২-৭৩ পৃ.।

(৩) হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে,

٣- عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

'আমরা (১০ম হিজরীতে) হজ্জের সফরে ইহরাম বেঁধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বের হয়েছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যেন আমরা প্রতি উটে ও গরুতে সাতজন করে শরীক হই' *(মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫১)*।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহে দেখা যায় যে, সফরে সাতজনে মিলে একটি উট বা গরু কুরবানী করার নির্দেশনা এসেছে। যাতে এইসব বড় পশু যবহ ও কুটাবাছা এবং গোশত বিতরণ সহজ হয়। এটি উম্মতের জন্য রহমত স্বরূপ। সেকারণ লায়েছ বিন সা'দ (রহঃ) উট বা গরুতে শরীকানা কুরবানীর বিষয়টি সফরের সাথে 'খাছ' বলেছেন *(মুহাল্লা, মাসআলা ক্রমিক : ৯৮৪, ৬/৪৫)*। যদিও জমহূর ওলামায়ে কেরাম হজ্জের সময় উট বা গরুতে শরীকানা কুরবানীর উপর ক্বিয়াস করে বাড়ীতে ও সফরে সর্বাবস্থায় শরীকানা কুরবানী জায়েয বলেছেন। কিন্তু ইমাম মালেক (রহঃ) একে নাজায়েয বলেছেন *(মির'আত ৫/৮৫)*।

খ. জমহূর ওলামায়ে কেরাম হজ্জের সময় উট বা গরুতে শরীকানা কুরবানীর উপর ক্বিয়াস করে সর্বাবস্থায় বাড়ীতে ও সফরে শরীকানা কুরবানী জায়েয বলেছেন। জমহূরের দলীল সমূহ নিম্নরূপ :

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

١- عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ فِي الْأَضَاحِيِّ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ-

'কুরবানীতে একটি গরু সাত জনের পক্ষ থেকে এবং একটি উট সাত জনের পক্ষ থেকে'।[৫৫]

৫৫. ত্বাবারাণী কাবীর হা/১০০২৬; ছহীহুল জামে' হা/২৮৯০।

(২) হযরত জাবের (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

٢. عَنْ جَابِرٍ -رَضِىَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُوْدَ-

'কুরবানীতে একটি গরু ও একটি উট সাতজনের পক্ষ থেকে'।[৫৬] উল্লেখ্য যে, মিশকাতে *(হা/১৪৫৮, মির'আত হা/১৪৭৩)* উক্ত হাদীছের মূল কিতাব হিসাবে মুসলিম ও আবুদাঊদ বলা হ'লেও উক্ত মুৎলাক্ব হাদীছটি কেবল আবুদাঊদে *(হা/২৮০৮)* রয়েছে। ছহীহ মুসলিমে হোদায়বিয়া ও হজ্জের সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট হিসাবে বর্ণিত হয়েছে *(মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫০, ৩৫১)*।

মন্তব্য : ইবনু মাসঊদ ও জাবের (রাঃ) বর্ণিত দু'টি হাদীছই মুৎলাক্ব। যাতে সফরে বা বাড়ীতে বলে কোন ব্যাখ্যা নেই। বরং এ হাদীছদ্বয়ের বক্তব্য ইতিপূর্বে ইবনু আব্বাস ও জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক। যেখানে সফরে সাতজনে একটি গরু ও ১০ জনে একটি উট কুরবানীর কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আর দলীলের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত হাদীছের স্থলে স্পষ্ট ও ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ গ্রহণ করাই মুহাদ্দিছগণের সর্ববাদী সম্মত রীতি।[৫৭]

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, উট, গরু বা বকরী একজনের পক্ষ থেকে বা একটি পরিবারের পক্ষ থেকে হবে। যদিও পরিবারের সদস্য সংখ্যা সাত বা সাতের অধিক হৌক। যখন কুরবানীদাতা তাদেরকে নফল ইবাদত হিসাবে শরীক করে নিবেন। তবে যদি তারা নিজেদের মধ্যে এক একটি ভাগ খরীদ করে বা অন্য কেউ সেটা করে, তাহ'লে সেটি যথেষ্ট হবে না'।[৫৮] লায়েছ বিন সা'দ (রহঃ) শরীকানা কুরবানীকে সফরের জন্য 'খাছ' বলেছেন।

৫৬. আবুদাঊদ হা/২৮০৮; মিশকাত হা/১৪৫৮।
৫৭. খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি.), আল-জামে' লেআখলাক্বির রাবী, ক্রমিক ১৬৪০, ২/২১২ পৃ.; মির'আত ৭/৩৮, হা/২০৫৬-এর ব্যাখ্যা।
৫৮. মালেক বিন আনাস (৯৩-১৭৯ হি.), মুওয়াত্ত্বা, তাহকীক : মুহাম্মাদ মুছত্বফা আল-আ'যমী (দুবাই : মুওয়াসসাসাহ যায়েদ বিন সুলতান আলে নাহিয়ান, ১ম সংস্করণ ১৪২৫ হি./২০০৪ খৃ. ৮ খণ্ডে সমাপ্ত) হা/১৭৭১; মির'আত ৫/৮৫, হা/১৪৭৩-এর আলোচনা।

যদিও ইবনু হায্ম (৩৮৪-৪৫৬ হি.) বলেন, এই ‘খাছ’ করার কোন অর্থ নেই।[৫৯]

উল্লেখ্য যে, লায়েছ বিন সা‘দ (৯৪-১৭৫ হি.) ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমরের প্রসিদ্ধ মুক্তদাস নাফে‘ এবং আত্বা বিন আবু রাবাহ প্রমুখ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ তাবেঈ সহ ৫০-এর অধিক তাবেঈ ও ১৫০ জন তাবে তাবেঈর সাক্ষাৎ লাভ করেন। আর তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন প্রখ্যাত মুজতাহিদ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হি.)।[৬০]

(৩) কূফার খ্যাতনামা তাবেঈ ‘আমের আশ-শা‘বী (২১-১০৩ হি.) বলেন,

٣- عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْبَقَرَةِ وَالْبَعِيرِ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةِ أَنْفُسٍ؟ قَالَ : وَكَيْفَ وَلَهَا سَبْعَةُ أَنْفُسٍ؟ قُلْتُ : إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ بِالْكُوفَةِ أَفْتَوْنِي، فَقَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ قَدْ قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ : مَا شَعَرْتُ- وَفِى رِوايَةٍ لِّأَحْمدَ : يَزْعُمُونَ-

‘আমি ইবনু ওমরকে জিজ্ঞেস করলাম, একটি গরু ও উট কি সাতজন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, কিভাবে হবে? গরু বা উটের কি সাতটি প্রাণ আছে? আমি বললাম, কূফায় বসবাসকারী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ আমাকে এই ফৎওয়া দিয়েছেন। তখন সেখানকার লোকেরা বলল, হ্যাঁ। উক্ত বিষয়ে রাসূল (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর বলেছেন। তখন ইবনু ওমর বললেন, আমি জানতাম না’। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় এসেছে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ এটি ধারণা করেন’।

---

৫৯. আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু হায্ম আন্দালুসী কুরতুবী (৩৮৪-৪৫৬ হি.), আল-মুহাল্লা বিল আছার (বৈরূত : দারুল ফিক্র, তাবি, ১২ খণ্ডে সমাপ্ত) মাসআলা ক্রমিক ৯৮৪; তিনি বলেছেন, وَقَدْ أَبَاحَ اللَّيْثُ الاشْتِرَاكَ فِي الأُضْحِيَّةِ فِي السَّفَرِ وَهَذَا تَخْصِيصٌ لاَ مَعْنَى لَهُ أَيْضًا. ৬/৪৫ পৃ. مَسْأَلَةٌ يَشْتَرِكُ فِي الْأُضْحِيَّةِ الْوَاحِدَةِ الْجَمَاعَةُ ‘একটি কুরবানীতে একদল শরীক হ’তে পারে’ মাসআলা ক্রমিক ৯৮৪।

৬০. আবু নু‘আইম আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-ইছফাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি.), হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া ত্বাবাক্বাতুল আছফিয়া (বৈরূত : দারুল কিতাবিল ‘আরাবী, ৪র্থ প্রকাশ : ১৪০৫ হি. ১০ খণ্ডে সমাপ্ত) ৭/৩২৪ পৃ.।

মন্তব্য : আরনাঊত্ব উক্ত আছারটিকে 'যঈফ' বলেছেন।[৬১] তাছাড়া বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ এটি ধারণা করেন'।[৬২] প্রশ্ন হ'ল, রাসূল (ছাঃ) এবং আবুবকর, ওমর প্রমুখ ছাহাবী একথা বলে থাকলে এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ এটি ধারণা করে থাকলে ইবনু ওমর (রাঃ) তা জানবেন না কেন? এজন্যেই তো তিনি বিস্মিত হয়ে বলেছেন, কিভাবে হবে? গরুর বা উটের কি সাতটি প্রাণ আছে? একইভাবে এ যুগেও যদি কেউ বলেন, পশুর গোশত সাত ভাগে গেল, কিন্তু জীবনটা কার ভাগে গেল?

যদি বলা হয়, الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ– (কুরবানীতে একটি গরু ও উট সাতজনের পক্ষ থেকে) এই 'আম আদেশের কোন দলীল লাগে না। খাছ আদেশের জন্য দলীল লাগে'। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় শরীকানা কুরবানীটাই হ'ল 'আম। আর পশু কুরবানী হ'ল 'খাছ'। তাহ'লে বলতে হবে যে, এটি নছ ও যুক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রতি পরিবারের পক্ষ হ'তে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী'।[৬৩] অতএব পশু কুরবানী হ'ল 'আম যা কুরআনের অনুকূলে এবং শরীকানা কুরবানী হ'ল খাছ। যা কেবল সফরে করার বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া কূফায় শরীকানা কুরবানী বিষয়ে ইবনু ওমর (রাঃ) যে প্রশ্নের সম্মুখীন হন সেটি হজ্জের সময় শরীকানা কুরবানীর উপর ধারণা করে হ'তে পারে। কেননা তারা ছিলেন বহু দূরের বাসিন্দা। আর কূফা থেকে মদীনার দূরত্ব বর্তমানে সড়ক পথে ১১৭৪ কিলোমিটার।

(৪) আলী (রাঃ) বলেন,

٤– عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : البَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، قُلْتُ: فَإِنْ وَلَدَتْ؟ قَالَ : اذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا، قُلْتُ : فَالعَرْجَاءُ، قَالَ : إِذَا بَلَغَتِ المَنْسِكَ، قُلْتُ: فَمَكْسُورَةُ القَرْنِ،

৬১. মুসনাদ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৯৭৯; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৫৩৯০, হায়ছামী বলেন, সকল রাবী ছহীহ-এর রাবী; মুসনাদে আহমাদ হা/২৩৫২৫, আরনাঊত্ব 'যঈফ' বলেছেন।

৬২. ইবনু হাজার (৭৭৩-৮৫২ হি.) উক্ত আছার সম্পর্কে ছহীহ-যঈফ কোন মন্তব্য করেননি। তবে তিনি বলেন, أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى التَّشْرِيكَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ لَمَّا بَلَغَتْهُ السُّنَّةُ– আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'তিনি কুরবানীতে শরীক হওয়া জায়েয মনে করতেন না। অতঃপর সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন যখন তাঁর নিকটে (উপরোক্ত) হাদীছ পৌঁছে' *(ফাৎহুল বারী হা/১৬৮৮-এর ব্যাখ্যা, ৩/৫৩৫ পৃ.)*। 'অতঃপর সেখান থেকে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন' কথাটি ভাষ্যকার ইবনু হাজারের নিজস্ব মন্তব্য। যা ইবনু ওমরের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত নয়।

৬৩. ইবনু মাজাহ হা/৩১২৫ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৭৮; মির'আত হা/১৪৯২, ৫/১১৪।

قَالَ : لاَ بَأْسَ- أُمِرْنَا، أَوْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالأُذُنَيْنِ- وَفِي رِوايةٍ لِحُجَيَّةَ بْنَ عَدِيٍّ رَجُلاً مِنْ كِنْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ عَلِيًّا قَالَ إِنِّى اشْتَرَيْتُ هَذِهِ الْبَقَرَةَ لِلأَضْحَى قَالَ عَنْ سَبْعَةٍ. قَالَ الْقَرْنُ. قَالَ لاَ يَضُرُّكَ. قَالَ الْعَرَجُ. قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسَكَ فَانْحَرْ...

‘একটি গরু সাত জনের পক্ষ হ’তে। আমি বললাম, যদি সে বাচ্চা প্রসব করে? তিনি বললেন, বাচ্চা সহ তাকে যবহ কর। আমি বললাম, যদি খোঁড়া হয়? তিনি বললেন, যখন যবহের স্থানে পৌঁছবে। আমি বললাম, যদি শিংভাঙা হয়? তিনি বললেন, তাতে ক্ষতি নেই। আমরা আদিষ্ট হয়েছি অথবা রাসূল (ছাঃ) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, দুই চোখ ও দুই কান স্পষ্টভাবে দেখে নিতে’।

হুজাইয়া বিন ‘আদী-এর বর্ণনায় এসেছে, কিন্দা গোত্রের একজন ব্যক্তি বলেন, আমি জনৈক ব্যক্তিকে আলী (রাঃ)-কে প্রশ্ন করতে শুনলাম যে, আমি এই গরুটি কুরবানীর জন্য কিনেছি সাত জনের পক্ষ হ’তে। এটি শিংভাঙা ও খোঁড়া। তিনি বললেন, তুমি কুরবানী কর, যখন এটি যবহের স্থানে পৌঁছে যাবে’।[৬৪]

মন্তব্য : আছারটির সনদ ছহীহ হ’লেও বক্তব্য স্ববিরোধী। ছাহেবে তোহফা বলেন, এতে বুঝা যায় যে, আলী (রাঃ) খোঁড়া ও শিংভাঙা পশু দিয়ে কুরবানী করা জায়েয বলেছেন। অথচ এটি তাঁর বর্ণিত প্রকাশ্য মরফূ হাদীছের বিপরীত।[৬৫] তাছাড়া বারা বিন ‘আযেব (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ মরফূ হাদীছে স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ পশু দিয়ে কুরবানী করা নাজায়েয বলা হয়েছে।[৬৬]

অন্যদিকে যেসব ওলামায়ে কেরাম মুক্বীম অবস্থায় শরীকানা কুরবানী জায়েয বলেন, তারা দু’ভাগে বিভক্ত। (১) একদল কুরবানীর একটি ভাগে

৬৪. তিরমিযী হা/১৫০৩; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২৯১৫; আহমাদ হা/৮২৬, ৭৩৪; আলবানী ও আরনাঊত্ব এটির সনদ ‘হাসান’ বলেছেন।

৬৫. আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮২-১৩৫৩ হি./১৮৬৫-১৯৩৫ খৃ.), তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ জামে‘ তিরমিযী (কায়রো : মাকতাবা ইবনু তায়মিয়াহ, ৩য় প্রকাশ ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খৃ.) হা/১৫৩৯-৪০, ৫/৮৮-৮৯ পৃ.।

৬৬. তিরমিযী হা/১৪৯৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬৫; মির‘আত হা/১৪৮০, ৫/৯৮ পৃ.।

পরিবারের সকলের শরীক হওয়া জায়েয বলেন। তাঁরা গরু বা উটের একটি ভাগকে একটি বকরীর উপর ক্বিয়াস করেছেন এবং একটি বকরী যেমন একটি পরিবারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়, গরুর একটি ভাগও তেমনি একটি পরিবারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে।[৬৭] অথচ একটি ভাগ কখনো একটি জীবন্ত পশুর স্থলাভিষিক্ত হ'তে পারে না।

(২) অন্য দল একটি ভাগে পরিবারের সবাই শরীক হওয়া 'নাজায়েয' বলেছেন। তাঁরা বলেন, জাবের (রাঃ)-এর হাদীছে সাতজনে মিলে একটি (গরু বা উট) কুরবানী প্রমাণিত হয়। কিন্তু একটি ভাগে পুরা পরিবার শরীক হওয়া প্রমাণিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ এরূপ আমল স্বর্ণযুগে সালাফে ছালেহীনের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়নি।[৬৮] কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, একটি বকরী একজন ব্যক্তি ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট' *(তিরমিযী হা/১৫০৫ প্রভৃতি)*। আর 'বকরী হ'ল একটি পূর্ণাঙ্গ ও জীবন্ত পশু। অথচ উট বা গরুর ভাগা হ'ল পশুর দেহের খণ্ডিত অংশ। দু'টি কখনো সমান নয়। এটি আক্বীক্বা ও যাকাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়। বস্তুতঃ ইবাদত হ'ল তাওক্বীফী। যা অপরিবর্তনীয়' *(ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল প্রশ্নোত্তর ১৩৯১-৯২)*।[৬৯]

উপসংহার :

ইসলামের সকল বিধান সাধারণ অবস্থার জন্য প্রযোজ্য। আর বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিধান প্রযোজ্য হয়ে থাকে। যেমন ভীতি বা সফরের সময় চার রাক'আত ফরয ছালাত দু'রাক'আত ক্বছর করা হয় *(নিসা ৪/১০১)*। একইভাবে সফরের সময় ৭ বা ১০ জনে মিলে একটি গরু বা উট কুরবানী করা যায়। যাতে উট বা গরু যবহ ও কুটাবাছা এবং গোশত বিতরণ সহজ হয়।

অন্যদিকে বাড়ীতে শরীকানা কুরবানীর সামাজিক ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, সাতজনে ৭টি বকরী বা ৭টি গরুর বদলে একটি গরু দিবে। তাতে গরীব এক-তৃতীয়াংশ গোশত ও সমস্ত চামড়া থেকে মাহরূম হবে। যা ইসলামী অর্থনীতির বিপরীত এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির সহায়ক।

---

৬৭. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, প্রশ্নোত্তর ক্রমিক : ৫, ১১/৩৯৫-৯৭; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া প্রশ্নোত্তর ক্রমিক ২৫, ১৮/৪৩ পৃ.।

৬৮. মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম আলে শায়েখ (মৃ. ১৩৮৯ হি.), ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল (১ম সংস্করণ ১৩৯৯ হি. ১৩ খণ্ডে সমাপ্ত), প্রশ্নোত্তর ক্রমিক : ১৩৯১। ইনি ছিলেন সঊদী সরকারের অন্যতম মুফতী এবং সেদেশের প্রধান বিচারপতি ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রধান।

৬৯. নাজদের একদল বিদ্বান, তাহকীক : আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ, আদ-দুরারুস সানিইয়াহ ফিল আজভিবাতিন নাজদিইয়াহ (৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খৃ. ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত) ৫/৪০৮ পৃ.।

বস্তুতঃ ‘কুরবানী’ হ’ল পিতা ইব্রাহীম (আঃ)-এর সুন্নাত। যা তিনি আল্লাহ্র হুকুমে পুত্র ইসমাঈলের জীবনের বিনিময়ে দিয়েছিলেন। আর সেটি ছিল একটি পশু অর্থাৎ দুম্বা *(ইবনু কাছীর)*। এক্ষণে **(ক)** কুরআনের নির্দেশনা হ’ল একটি পশু কুরবানী (بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) *(ছাফফাত ৩৭/১০৭)*। **(খ)** শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বিদায় হজ্জের সর্বশেষ নির্দেশনা হ’ল প্রতি বছর পরিবার পিছু একটি করে পশু কুরবানী।[৭০] **(গ)** তাঁর আমল ছিল বাড়ীতে একটি পশু কুরবানী। কখনো বকরী[৭১] কখনো শিং ওয়ালা একটি দুম্বা[৭২] বা দু’টি মোটাতাজা দুম্বা[৭৩] বা দু’টি বড় খাসি[৭৪]। সপরিবারে হজ্জের সফরে তিনি নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু (بَقَرَةً وَّاحِدَةً) কুরবানী দিয়েছেন।[৭৫]

(ঘ) ছাহাবায়ে কেরামের রীতি ছিল পরিবার পিছু একটি বা দু’টি বকরী কুরবানী।[৭৬] বস্তুতঃ এটাই হ’ল কুরআন ও সুন্নাহ্র সাধারণ নির্দেশনা।

অতএব ইব্রাহীমী সুন্নাত ও মুহাম্মাদী সুন্নাতের অনুসরণে একান্নবর্তী একটি পরিবারের পক্ষ হ’তে আল্লাহ্র রাহে একটি পূর্ণাঙ্গ পশু কুরবানী করাই উত্তম। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

---

৭০. عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً *(আবুদাঊদ হা/২৭৮৮ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৭৮; মির‘আত হা/১৪৯২, ৫/১১৪ পৃ. রাবী মিখনাফ বিন সুলায়েম (রাঃ)*।

৭১. يُضَحِّى بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ *(হাকেম ৪/২৫৫, হা/৭৫৫৫ হাদীছ ছহীহ, রাবী আব্দুল্লাহ বিন হিশাম (রাঃ)*।

৭২. بِكَبْشٍ أَقْرَنَ *(মুসলিম হা/১৯৬৭; মিশকাত হা/১৪৫৪; মির‘আত হা/১৪৬৯, ৫/৭৫, রাবী আয়েশা (রাঃ)*।

৭৩. كَانَ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ *(বুখারী হা/৫৫৬৪; মুসলিম হা/১৯৬৬; মিশকাত হা/১৪৫৩, মির‘আত হা/১৪৬৮, ৫/৭৪, রাবী আনাস (রাঃ)*।

৭৪. كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْءَيْنِ *(ইবনু মাজাহ হা/৩১২২ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬১; মির‘আত হা/১৪৭৬, ৫/৯১, রাবী জাবের (রাঃ)*।

৭৫. আবুদাঊদ হা/১৭৫০; ইবনু মাজাহ হা/৩১৩৫; বুখারী হা/১৭০৯; মুসলিম হা/১২১১ (১১৯), রাবী আয়েশা (রাঃ)।

৭৬. الرَّجُلُ يُضَحِّىْ بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ... *(তিরমিযী হা/১৫০৫; ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৭-৪৮, রাবী আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) ও আবু সারীহা (রাঃ)*।

৭. কুরবানী ও আক্বীক্বা :

কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা' এই (ইসতিহসানের) যুক্তি দেখিয়ে অনেক হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরুতে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এদেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)।[৭৭] ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এই মতের বিরোধিতা করেন। যদিও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর পক্ষে বলেছেন।[৭৮] শাফেঈ বিদ্বান রাফেঈ (৫৫৫-৬২৩ হি.) কুরবানীতে শরীক হওয়ার ন্যায় উটে ও গরুতে সাত জনের বা দশ জনের আক্বীক্বা জায়েয বলেছেন। ইমাম শাওকানী (রহঃ) এর ঘোর প্রতিবাদ করে বলেন, এই ক্বিয়াস বাতিল।[৭৯]

উপরোক্ত ফৎওয়া অনুসরণের সামাজিক ফলাফল দাঁড়াবে এই যে, এর ফলে ৬টি ছেলের আক্বীক্বার জন্য ১২টি ছাগল এবং কুরবানীর জন্য একটি ছাগল সহ মোট ১৩টি ছাগলের স্থলে ১টি ছোট গরু দিয়েই সব দায় শোধ করা

---

৭৭. আশরাফ আলী থানভী (১২৮০-১৩৬২ হি./১৮৬৩-১৯৪৫ খৃ.), থানাভবন, উত্তর প্রদেশ, ভারত, বেহেশতী জেওর, অনুবাদক : শামছুল হক ফরিদপুরী (১৮৯৬-১৯৬৯ খৃ.), (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১০ম মুদ্রণ ১৯৯০ খৃ.) 'আক্বীক্বা' অধ্যায়, মাসআলা-২, ১/৩০০ পৃ.; বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (৫১১-৫৯৩ হি.), হেদায়া (দিল্লী ছাপা : ১৩৫৮ হি.) 'কুরবানী' অধ্যায় ৪/৪৩৩ পৃ.; ঐ (দেউবন্দ ছাপা : ১৪০০ হি.) ৪/৪৪৯ পৃ.।

৭৮. ফাতাওয়া হিন্দিইয়াহ ওরফে আলমগীরী (বৈরূত : দারুল ফিক্র, ২য় সংস্করণ ১৩১০ হি.), 'কুরবানী' অধ্যায়, 'কুরবানীতে শরীক হওয়া' অনুচ্ছেদ-৮, ৫/৩০৪ পৃ.। দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গযেব আলমগীর (১৬১৮-১৭০৭ খৃ.)-এর নির্দেশক্রমে শায়েখ নিযামুদ্দীন বালখীর নেতৃত্বে একদল বিদ্বান এই গ্রন্থ রচনা করেন। যার মধ্যে হানাফী মাযহাবের মাতুরীদী মতবাদের আলোকে আক্বীদা ও আহকাম বিষয়ে মাসায়েল সংকলিত হয়েছে।
আবু মানছূর মাতুরীদী সমরকন্দী (মৃ. ৩৩৩ হি.) ছিলেন মাতুরীদী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। যার উদ্দেশ্য ছিল আহলে সুন্নাতের পক্ষে মু'তাযিলাদের মুকাবিলা করা। যারা জ্ঞানকে সকল বিষয়ে অগ্রাধিকার দেন। মাতুরীদীগণ আবু হানীফা (রহঃ)-এর শিষ্যদের মানহাজ ও কর্মধারা লালন করেন। তারা আক্বীদা বিষয়ে জ্ঞানকে ভিত্তি হিসাবে গণ্য করেন এবং আল্লাহ্র আরশে উন্নীত হওয়া এবং তাঁর হাত, চোখ ইত্যাদি গুণাবলীকে অস্বীকার করেন। যদিও বস্তুর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন কেবল জ্ঞানের দ্বারা সম্ভব নয় বলে তারা স্বীকার করেন। তারা আক্বীদা বিষয়ে খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীছ গ্রহণ করেন না। তারা ঈমানের জন্য কেবল হৃদয়ে বিশ্বাসকেই যথেষ্ট মনে করেন, যা আহলে সুন্নাতের বিপরীত। কেননা তাদের নিকট বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কর্মকে ঈমান বলা হয়। মাতুরীদীগণ ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধিতে বিশ্বাসী নন। অথচ এটি আহলে সুন্নাতের আক্বীদার বিপরীত। মাদ্রাসা সমূহের পাঠ্য 'আল-আক্বায়েদুন নাসাফিইয়াহ' মাতুরীদী মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করে।

৭৯. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ৬/২৬৮ পৃ.।

যাবে। এর মধ্যে ধনিক শ্রেণীর জন্য সুবিধা আছে। কিন্তু গরীব শ্রেণীর জন্য রয়েছে বঞ্চনা। কেননা ১৩টি ছাগলের সব চামড়া এবং কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ গোশতের হকদার ছিল গরীবেরা। তা থেকে তাদের মাহরূম করা হ'ল একটি ফৎওয়ার মাধ্যমে। যার পেছনে কুরআন ও সুন্নাহ্র কোন দলীল নেই। এটি পুঁজিবাদী অর্থনীতির সহায়ক। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতির বিরোধী। অতএব এ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

৮. কুরবানী করার পদ্ধতি :

(ক) উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর 'হলকূম' বা কণ্ঠনালীর গোড়ায় কুরবানীর নিয়তে 'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লাহু আকবার' বলে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে 'নহর' করতে হয়। আর গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে ক্বিবলামুখী হয়ে 'যবহ' করতে হয়।[৮০] বাধ্যগত অবস্থায় উটকে গরু-ছাগলের মত মাটিতে ফেলে যবহ করা যাবে।[৮১] কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন, যেন পশুর কষ্ট কম হয়।[৮২] এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের পা দিয়ে পশুর পার্শ্বদেশ চেপে ধরতেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৪৫৩)*। বাম হাতে মাথা চেপে ধরে ডান হাতে ছুরি চালানো ভাল। যবহের কাজ নাবালক ছেলে এমনকি ঋতুবতী মেয়েদের দ্বারাও করানো জায়েয। তবে কোন অমুসলিমকে দিয়ে যবহ করানো নিষিদ্ধ।[৮৩] যবহকারী 'বিসমিল্লাহ' বলেনি বলে নিশ্চিত হ'লে উক্ত যবহ বা কুরবানী খাওয়া যাবে না।[৮৪] মহিলারা কুরবানীর পশু সহ যেকোন পশু যবহ করতে পারেন।[৮৫]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে কুরবানী করেছেন। পরিবার প্রধান বা পরিবারের যেকোন সদস্য এমনকি অন্যের দ্বারা যবহ করানো জায়েয *(মির'আত ৫/৭৪, ৭৬)*। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা

৮০. সুবুলুস সালাম ৪/১৭৭ পৃ.; মির'আত ২/৩৫১; ঐ, ৫/৭৫ পৃ.।
৮১. আবুদাঊদ হা/২৮২৩; মিশকাত হা/৪০৯৬ 'শিকার ও যবহ' অনুচ্ছেদ।
৮২. মুসলিম হা/১৯৫৫; মিশকাত হা/৪০৭৩ 'শিকার ও যবহ' অধ্যায়।
৮৩. নায়লুল আওত্বার ৬/২৪৫-৪৬ পৃ.।
৮৪. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৫/২৪০ পৃ.।
৮৫. বুখারী হা/২৩০৪; মিশকাত হা/৪০৭২ 'শিকার ও যবহ' অধ্যায়।

যবহের সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা উত্তম। হাকেম ও বায়হাক্বীর একটি যঈফ সূত্র অনুযায়ী আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এ মর্মে কন্যা ফাতেমাকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, তুমি এটা স্বচক্ষে দেখ। কেননা এর রক্তের প্রথম ফোঁটা পতিত হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তোমার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন।[৮৬]

(গ) **১১, ১২ ও ১৩ই** যিলহজ্জ তিনদিনের রাত-দিন যে কোন সময় কুরবানী করা যাবে।[৮৭] অনেকে সন্ধ্যার পরে কুরবানী করা নাজায়েয মনে করেন। এটা ঠিক নয়।

(ঘ) যদি যবহকারী ক্বিবলামুখী হ'তে ভুলে যান, তাহ'লেও ইনশাআল্লাহ কোন দোষ বর্তাবে না। কেননা আল্লাহ মুসলিম উম্মাহ থেকে ভুলে যাওয়ার গোনাহ মাফ করেছেন' *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৩; মিশকাত হা/২৬৮৪; ইরওয়া হা/৮২, ১/১২৩ পৃ.)*।

(ঙ) কুরবানীর পশুর প্রবাহিত রক্ত কাপড়ে লাগলে সেই কাপড়ে ছালাত হবে না। তবে যবহের পর গোশতের মধ্যে থাকা রক্ত পোশাকে লেগে থাকলে উক্ত পোশাকে ছালাত হয়ে যাবে। কারণ সেটি প্রবাহিত রক্ত নয়। যা হারাম *(আন'আম ৬/১৪৫)*।

৯. যবহকালীন দো'আ :

(১) *বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার* (আল্লাহ্র নামে, আর আল্লাহ সবার চেয়ে বড়) (২) *বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী* (আল্লাহ্র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)।

এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন *'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী'* (আল্লাহ্র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এই সময় নবীর উপরে দরূদ পাঠ করা মাকরূহ'।[৮৮] (৩) *'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল*

৮৬. মির'আত ২/৩৫০ পৃ.; ঐ, ৫/৭৪ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩১ পৃ.।
৮৭. বায়হাক্বী ৯/২৯৬-৯৭ পৃ. হা/১৯০২৯-৩৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩০, মির'আত ৫/১০৬-০৯।
৮৮. মির'আত ২/৩৫০ পৃ.; ঐ, ৫/৭৪ পৃ.।

মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতা মিন ইব্রাহীমা খালীলিক' (...হে আল্লাহ! তুমি আমার পক্ষ হ'তে কবুল কর যেমন কবুল করেছ তোমার বন্ধু ইব্রাহীমের পক্ষ হ'তে)।[৮৯] (৪) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু *'বিসমিল্লাহ'* বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।[৯০] (৫) উপরোক্ত দো'আগুলির সাথে অন্য দো'আও রয়েছে। যেমন, *ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরয; 'আলা মিল্লাতি ইব্রাহীমা হানীফাঁও ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না ছলাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা; (মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী) বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' অথবা 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার'*।[৯১]

১০. ঈদের ছালাত শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষিদ্ধ। করলে তাকে তদস্থলে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।[৯২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবীর কুরবানীর পূর্বে অন্যদের কুরবানী করা নিষিদ্ধ।[৯৩] সেকারণ ইমাম মালেক (রহঃ) ইমামের ছালাত, খুৎবা ও কুরবানীর পূর্বে কুরবানী করা নাজায়েয বলেছেন। তবে এটি আবশ্যিক নয় *(নায়েল ৬/২৪৮-৪৯ 'যবহের সময়কাল' অনুচ্ছেদ)*। এর দ্বারা সামাজিক শিষ্টাচার বুঝানো হয়েছে। অনেকে কুরবানী করার অজুহাতে খুৎবা শেষ হওয়ার আগেই চলে যান। তারা সুন্নাত তরক করেন এবং খুৎবা শোনার ছওয়াব ও বরকত থেকে মাহরূম হন।

১১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে বেজোড় সংখ্যক খেজুর বা অন্য কিছু না খেয়ে ঈদগাহে বের হ'তেন না এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত শেষে ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না।[৯৪] অতঃপর ছালাত

---

৮৯. আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ দিমাশক্বী (৬৬১-৭২৮ হি.), মাজমূ'উল ফাতাওয়া (কায়রো ছাপা : ১৪০৪ হি.) ২৬/৩০৮ পৃ.।
৯০. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু কুদামা দিমাশক্বী (৫৪১-৬২০ হি.), আল-মুগনী (বৈরূত ছাপা : তারিখ বিহীন) ১১/১১৭ পৃ.।
৯১. বায়হাক্বী ৯/২৮৭, হা/১৯৬৫৭; মুসনাদ আবু ইয়া'লা হা/১৭৯২; আহমাদ হা/১৫০৬৪; মিশকাত হা/১৪৬১; মির'আত ৫/৯২; সনদ হাসান, ইরওয়া ৪/৩৫০-৫১ পৃ.।
৯২. বুখারী হা/৫৫৬২; মুসলিম হা/১৯৬০; মিশকাত হা/১৪৭২, রাবী জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)।
৯৩. মুসলিম হা/১৯৬৪; আহমাদ হা/১৪১৬২, রাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)।
৯৪. বুখারী হা/৯৫৩; মিশকাত হা/১৪৩৩; তিরমিযী হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৬; মিশকাত হা/১৪৪০।

শেষে তিনি স্বীয় কুরবানীর গোশত থেকে ভক্ষণ করতেন'।[৯৫] বায়হাক্বীর বর্ণনায় নির্দিষ্টভাবে 'কলিজা'র কথা এসেছে, তবে তা যঈফ।[৯৬]

দুর্ভাগ্য, বর্তমানে ঈদুল আযহাতে সকাল থেকে সেমাই-জর্দা খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। অথচ এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ। এ ব্যাপারে সকলের সাবধান হওয়া উচিত।

১২. গোশত বণ্টন :

জাহেলী আরবরা কা'বার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত পশুর গোশত নিজেরা খেত না। বরং সবটুকু ছাদাক্বা করে দিত।[৯৭] ইসলাম আসার পরে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যবহকৃত কুরবানীর পশুর গোশত নিজেরা খাওয়ার ও অন্যকে খাওয়ানোর নির্দেশ দিয়ে বলা হয় فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, 'অতঃপর তোমরা তা থেকে নিজেরা খাও এবং অন্যদের খাওয়াও যারা চায় না ও যারা চায়' *(হজ্জ-মাদানী ২২/৩৬)*। অন্য আয়াতে এসেছে, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ– 'অতঃপর তোমরা খাও এবং দুস্থ ও অভাবীদের খাওয়াও' *(হজ্জ ২২/২৮)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কুরবানীর গোশত তিনভাগ করে একভাগ নিজ পরিবারকে খাওয়াতেন ও একভাগ অভাবী প্রতিবেশীদের দিতেন ও একভাগ সায়েলদের মধ্যে ছাদাক্বা করতেন'।[৯৮]

অতএব কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের জন্য, এক ভাগ অভাবী প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের জন্য হাদিয়া স্বরূপ ও একভাগ সায়েল ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে ছাদাক্বা স্বরূপ বিতরণ করবে *(নায়েল ৬/২৫৪ পৃ.)*। প্রয়োজনে উক্ত বন্টনে কমবেশী করায় কিংবা সবটুকু বিতরণ করায় কোন দোষ নেই *(মির'আত হা/১৪৯৩-এর আলোচনা, ৫/১২০ পৃ.)*।

---

৯৫. আহমাদ হা/২৩০৩৪, সনদ হাসান; নায়লুল আওত্বার ৪/২৪১ পৃ.।
৯৬. বায়হাক্বী ৩/২৮৩ পৃ., হা/৬৩৮১; সুবুলুস সালাম হা/৪৫৪-এর আলোচনা।
৯৭. কুরতুবী, তাফসীর সূরা হজ্জ ২২/২৮ ও ৩৬ আয়াত।
৯৮. মির'আত হা/১৪৯৩-এর আলোচনা, ৫/১২০ পৃ.।

বণ্টন বিষয়ে উত্তম হ'ল, মহল্লার স্ব স্ব কুরবানীর গোশতের এক তৃতীয়াংশ এক স্থানে জমা করে মহল্লায় যারা কুরবানী করতে পারেনি, তাদের তালিকা করে তাদের মধ্যে সুশৃংখলভাবে বিতরণ করা এবং প্রয়োজনে তাদের বাড়ীতে কুরবানীর গোশত পৌঁছে দেওয়া। বাকী এক তৃতীয়াংশ ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করা। যেমন ছাহাবায়ে কেরাম ছাদাক্বাতুল ফিৎর জমা গ্রহণকারীর নিকট প্রথমে জমা করতেন ও ঈদের পরে বণ্টন করতেন।[৯৯] এর ফলে কুরবানী দাতা রিয়া ও শ্রুতি থেকে নিরাপদ থাকবেন এবং অন্তর পরিশুদ্ধ হবে। আর এটাই হ'ল কুরবানীর মূল প্রেরণা।

(ক) অনেকে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কুরবানীর গোশত বিতরণ করেন। যদিও তারা নিজেরা কুরবানী করেছেন। এটা ঠিক নয়। কেননা এর ফলে অভাবী প্রতিবেশী যারা কুরবানী করেনি এবং সায়েল ও মিসকীনদের অংশ কমে যায়। **(খ)** অনেকে এক-তৃতীয়াংশ গোশত জমা করে সেখান থেকে প্রতিবেশী ও ফকীর-মিসকীনদের কিছু দিয়ে বাকী গোশত পুনরায় বণ্টনকারীরা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেন। এটি একটি মন্দ প্রথা। যা অবশ্যই বর্জনীয়। বরং বেশী বেশী দানের মাধ্যমে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে হবে এবং নিজের হৃদয়কে কার্পণ্যমুক্ত করতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُّوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ- إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ- ‘যারা তাদের হৃদয়ের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম’। ‘যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তাহ'লে তিনি তোমাদের জন্য সেটি বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন ও তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ গুণগ্রাহী ও সহনশীল’ *(তাগাবুন ৬৪/১৬-১৭)*।

আল্লাহ্র নামে উৎসর্গীত কুরবানীর পবিত্র গোশত মুসলিমদের মধ্যেই বিতরণ করা উত্তম। তবে অমুসলিম প্রতিবেশীদের কিছু দেওয়ায় দোষ নেই। কেননা এটি যাকাত বহির্ভূত নফল ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত।[১০০] হযরত

৯৯. বুখারী হা/১৫১১-এর ব্যাখ্যা; ফৎহুল বারী ৩/৪৪০-৪১ পৃ.।
১০০. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (বৈরূত ছাপা, তাবি) ৩/৫৮৩ পৃ.; ঐ (কায়রো ছাপা : ১৩৮৮ হি./১৯৬৮ খৃ.), মাসআলা ক্রমিক : ৭৮৭৯, ৯/৪৫০ পৃ.।

আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ) স্বীয় গোলামকে বলেন, فَابْدَأْ بِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ ‘তুমি আমাদের ইহূদী প্রতিবেশীকে দিয়েই গোশত বণ্টন শুরু কর’।[১০১] ‘তোমরা মুসলমানদের কুরবানী থেকে মুশরিকদের আহার করাইয়ো না’ মর্মে যে হাদীছ এসেছে সেটি ‘যঈফ’।[১০২]

১৩. গোশত সংরক্ষণ :

কুরবানীর গোশত যতদিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।[১০৩] এমনকি এক যুলহিজ্জাহ থেকে আরেক যুলহিজ্জাহ পর্যন্ত সঞ্চিত রাখা যায়।[১০৪] হযরত সালামা বিন আকওয়া‘ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে তিন দিনের ঊর্ধ্বে কুরবানীর গোশত ঘরে রাখতে নিষেধ করেন। কিন্তু পরের বছর তিনি বলেন, كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوْا فِيْهِمْ– ‘তোমরা কুরবানীর গোশত খাও, অন্যকে খাওয়াও এবং সঞ্চিত রাখ। কেননা গত বছর মানুষের কষ্ট ছিল। সেকারণ আমি চেয়েছিলাম তোমরা গোশত সঞ্চয় না করে তা দিয়ে লোকদের সাহায্য কর’।[১০৫] তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে তিন দিনের বেশী কুরবানীর গোশত রাখতে নিষেধ করেছিলাম, যাতে তোমাদের সবাই তাতে শামিল হয়। এ বছর আল্লাহ স্বচ্ছলতা দান করেছেন। সুতরাং এ বছর তোমরা খাও, জমা রাখ এবং দান করে ছওয়াব হাছিল কর’।[১০৬]

অতএব মহল্লায় অভাবীর সংখ্যা বেশী থাকলে বা দেশে ব্যাপক অনটন দেখা দিলে তিনদিনের পর গোশত সবটুকু বিতরণ করা যরূরী। সরকার,

---

১০১. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৮, সনদ ছহীহ- আলবানী, ‘ইহূদী প্রতিবেশী’ অনুচ্ছেদ।

১০২. لاَ تُطْعِمُوا الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا مِّنَ النُّسُكِ– *(বায়হাক্বী শু‘আবুল ঈমান হা/৯৫৬০ ‘প্রতিবেশীকে সম্মান করা’ অনুচ্ছেদ, হাদীছ যঈফ)*।

১০৩. তিরমিযী হা/১৫১০; আহমাদ হা/২৬৪৫৮।

১০৪. كُلْهَا مِنْ ذِى الْحِجَّةِ إِلَى ذِى الْحِجَّةِ– *(আহমাদ হা/২৬৪৫৮ ‘সনদ হাসান’-আরনাঊত্ব, রাবী উম্মে সুলায়মান (রাঃ)*।

১০৫. বুখারী হা/৫৫৬৯; মুসলিম হা/১৯৭৪; মিশকাত হা/২৬৪৪ ‘মানাসিক’ অধ্যায়, রাবী সালামা বিন আকওয়া‘ (রাঃ)।

১০৬. আবুদাঊদ হা/২৮১৩; মিশকাত হা/২৬৪৫।

সংস্থা বা সামর্থ্যবানদের উচিত বন্যাদুর্গত বা দুর্ভিক্ষ এলাকায় বেশী বেশী কুরবানী বিতরণ করা। যাতে তারা কুরবানীর আনন্দে শরীক হ'তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের সময় ১০০ উট কুরবানী করে বিতরণ করেছিলেন।[১০৭] এছাড়া অন্য সময় তিনি ছাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর পশু বণ্টন করতেন।[১০৮]

১৪. মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী :

এ ব্যাপারে কোন ছহীহ দলীল নেই। হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত হিসাবে তাঁর জন্য পৃথক একটি দুম্বা কুরবানী দিয়েছেন বলে যে হাদীছটি এসেছে, সেটি যঈফ।[১০৯] তাছাড়া অন্য কোন ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য বা কোন মৃত ব্যক্তির জন্য এভাবে কুরবানী দিয়েছেন বলে জানা যায় না। মৃত ব্যক্তিগণ পরিবারের সদস্য থাকেন না এবং তাদের উপরে শরী'আত প্রযোজ্য নয়। অথচ কুরবানী হয় জীবিত ব্যক্তি ও পরিবারের পক্ষ হ'তে। এক্ষণে যদি কেউ মৃতের নামে কুরবানী করেন, তবে তাবেঈ বিদ্বান হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হি.) বলেন, সবটুকুই ছাদাক্বা করে দিতে হবে *(মির'আত ৫/৯৩ পৃ.)*।

১৫. কুরবানীর গোশত বিক্রয় নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَلاَ تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْىِ وَالأَضَاحِىِّ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلاَ تَبِيعُوهَا وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ لُحُومِهَا شَيْئًا فَكُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ– 'তোমরা হজ্জের ও ঈদুল আযহার কুরবানীর গোশত বিক্রয় করোনা। তোমরা সেখান থেকে খাও, ছাদাক্বা কর, তার চামড়া থেকে উপকার গ্রহণ কর এবং তা বিক্রি করোনা। যদি তোমাদেরকে তার গোশত থেকে কিছু খাওয়ানো হয়, তাহ'লে তোমরা চাইলে তা ভক্ষণ কর'।[১১০]

---

১০৭. মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৭); মিশকাত হা/২৫৫৫ 'মানাসিক' অধ্যায়-১০, 'বিদায় হজ্জের ঘটনা' অনুচ্ছেদ-২, রাবী জাবের (রাঃ)।

১০৮. বুখারী হা/২৫০০; মুসলিম হা/১৯৬৫; মিশকাত হা/১৪৫৬ রাবী ওক্ববা বিন 'আমের (রাঃ); মির'আত ৫/৮২।

১০৯. আবুদাঊদ হা/২৭৯০; তিরমিযী হা/১৪৯৫; মিশকাত হা/১৬৪২; মির'আত হা/১৪৭৭, ৫/৯৩।

১১০. আহমাদ হা/১৬২৫৫-৫৬, সনদ যঈফ-আরনাঊত্ব, রাবী ক্বাতাদাহ বিন নু'মান (রাঃ); হায়ছামী বলেন, এটি 'মুরসাল ছহীহ' *(মাজমা'উয যাওয়ায়েদ ৪/২৬ পৃ., হা/৫৯৯৪, ১০ খণ্ডে সমাপ্ত; মির'আত ৫/১২১)*।

তবে মালিকানা পরিবর্তনের কারণে গ্রহীতাগণ কুরবানীর গোশত থেকে কিছু বিক্রয়, হাদিয়া বা যেকোন বৈধ কাজে ব্যয় করতে পারেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর মুক্তদাসী বারীরাহ-কে দেওয়া ছাদাক্বার গোশত খেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, এটি তার জন্য ছাদাক্বা, কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া।[১১১]

১৬. কুরবানীর চামড়া ছাদাক্বা করে দিতে হবে *(আহমাদ হা/১৬২৫৬; মির'আত ৫/১২১ পৃ.)*। তবে চামড়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ শরী'আত নির্দেশিত ছাদাক্বার খাত সমূহে ব্যয় করবে *(তওবা ৯/৬০)*।

সরকারের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হবে চামড়া ও পশম পৃথকভাবে অর্থকরী শিল্প হিসাবে কাজে লাগানো। তাহ'লে কেবল কুরবানীই হ'তে পারে দেশের অন্যতম সেরা আর্থিক খাত।

১৭. কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোশত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে তাঁর কুরবানীর উটগুলির নিকট দাঁড়াতে এবং এগুলির গোশত, চামড়া, পিঠের গদি ইত্যাদি ছাদাক্বা করে দিতে আদেশ করেন। তিনি গোশত দ্বারা কসাইয়ের মজুরী দিতে নিষেধ করেন এবং বলেন, আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে তার মজুরী পরিশোধ করে দেব'।[১১২] বাগাভী বলেন, ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই *(মির'আত হা/২৬৬২-এর আলোচনা, ৯/২৩০ পৃ.)*।

১৮. কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করা নাজায়েয। আল্লাহ্র রাহে রক্ত প্রবাহিত করাই এখানে মূল ইবাদত। এটা না করলে তিনি ইসলামের একটি 'মহান নিদর্শন' পরিত্যাগের প্রতি ধাবিত হবেন *(মির'আত ৫/৭৩)*। যদি কেউ কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করতে চান, তবে তিনি মুহাম্মাদী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন,

---

১১১. শানক্বীতী, শরহ যা-দুল মুস্তাক্বনে' ১৩২/৬ পৃ. 'কুরবানীর গোশত বিক্রয়ের হুকুম' অনুচ্ছেদ; বুখারী হা/৫০৯৭; মুসলিম হা/১০৭৪; মিশকাত হা/১৮২৫।

১১২. বুখারী হা/১৭১৭; মুসলিম হা/১৩১৭; মিশকাত হা/২৬৩৮ 'মানাসিক' অধ্যায়।

ছাদাক্বার চাইতে কুরবানী উত্তম, যেমন অন্য সব নফল ছালাতের চাইতে ঈদের ছালাত উত্তম।[১১৩]

১৯. একাকী বসবাসকারী কোন মুমিন পুরুষ বা নারী সক্ষম হ'লে কুরবানী করবেন।[১১৪]

২০. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অবস্থানগত কারণে কুরবানী করার সুযোগ না থাকলে ঐ অর্থ দিয়ে নিজ দেশে বা অন্য দেশে কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি বা সংস্থার মাধ্যমে কুরবানী করানো যাবে। এ বিষয়ে কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, যাবে না *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/২২৪ পৃ.)*। তবে অন্যান্য বিদ্বানগণ এবং শায়েখ বিন বায বলেন, নিজের এলাকার চাইতে অন্য এলাকায় অধিক হকদার থাকলে সেখানে পাঠানো যাবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১৮/২০৭)*।

২১. পরিবারসহ বিদেশে অবস্থানকারী কোন প্রবাসী অধিক মূল্যের কারণে সেখানে কুরবানী না করে দেশে ভাই-বোনদের পরিবারে কুরবানী করতে পারবেন না। বরং অবস্থানস্থলের মূল্য অনুযায়ী সামর্থ্য থাকলে কুরবানী করবেন। নইলে করবেন না। তবে পরিবার যদি দেশে থাকে এবং ব্যক্তি প্রবাসে থাকে, তাহ'লে পরিবারের কুরবানী তার জন্য যথেষ্ট হবে।

২২. কুরবানীর অন্যান্য জ্ঞাতব্য :

(১) পোষা বা খরীদ করা কোন পশুকে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করলে ও সেই মর্মে ঘোষণা দিলে তা আর বদল করা যাবে না। কেননা এটি ওয়াকফের মত। অবশ্য যদি নির্দিষ্ট না করে থাকেন, তবে তার বদলে উত্তম পশু কুরবানী দেওয়া যাবে *(মির'আত ৫/১১৭-১৯)*।

(২) কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট গাভিন গরু বা বকরী যদি কুরবানীর পূর্বেই জীবিত বাচ্চা প্রসব করে, তবে ঐ বাচ্চা ঈদের দিনগুলির মধ্যেই তার মায়ের সাথে কুরবানী করবে। কুরবানীর পূর্ব পর্যন্ত বাচ্চার প্রয়োজনের

১১৩. কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ৩৭/১০২ আয়াত, ১৫/১০৮ পৃ.।
১১৪. মুহাল্লা ৬/৩৭; আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০১৭, ২০/১২ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ১৯/৪৫৯।

অতিরিক্ত দুধ মালিক পান করতে পারবে বা তার বিক্রয়লব্ধ পয়সা নিজে ব্যবহার করতে পারবে। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে উক্ত জীবিত বাচ্চা মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে এবং দুধ বা দুধ বিক্রির পয়সা ছাদাক্বা করে দিবে *(মির'আত ৫/১১৭-১৮)*।

(৩) যদি কুরবানীর পশু হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায়, তবে তার পরিবর্তে অন্য কুরবানী যরূরী নয়। যদি ঐ পশু ঈদুল আযহার দিন সমূহের পরে পাওয়া যায়, তবে সাধারণ পশুর ন্যায় যবহ করে নিজেরা খাবে ও বিতরণ করবে। অথবা সেটি জীবিত মিসকীনদের মধ্যে দান করে দিবে। আর যবহ করলে গোশত বিতরণ করে দিবে *(মির'আত ৫/১১৯-২০)*।

(৪) যদি কুরবানীর পূর্বে কুরবানী দাতা মৃত্যুবরণ করেন এবং তার অবস্থা এমন হয় যে, ঐ পশু বিক্রয়লব্ধ পয়সা ব্যতীত তার ঋণ পরিশোধের অন্য কোন উপায় নেই, তখন কেবল ঋণ পরিশোধের স্বার্থেই কুরবানীর পশু বিক্রয় করা যাবে *(মির'আত ৫/১২০ পৃ.)*।[১১৫]

(৫) ঋণ করে কুরবানী করা যাবে। যদি তা পরিশোধের ক্ষমতা থাকে। তবে ঋণগ্রস্ত হওয়ার কারণে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়'।[১১৬]

(৬) কুরবানীর চামড়া ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত। যা ফকীর-মিসকীন ও অন্যান্য হকদারদের প্রাপ্য। অতএব এটির মূল্য মসজিদ-মাদ্রাসা বা ঈদগাহ নির্মাণ খাতে ব্যয় করা যাবেনা। ভুলবশতঃ ব্যয় করে ফেললে আল্লাহ্র নিকট তওবা করবে। সম্ভব হ'লে সমপরিমাণ অর্থ ছাদাক্বার কোন খাতে ব্যয় করবে।[১১৭] কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, ছাদাক্বা পাপকে মিটিয়ে দেয়। যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।[১১৮] তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই ছাদাক্বা

---

১১৫. মির'আত হা/১৪৯৩-এর আলোচনার উপসংহার, ২/৩৬৮-৬৯ পৃ.; ঐ, ৫/১১৭-১২০ পৃ.; শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ২/২২৫-২৬ পৃ.।

১১৬. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৬/৩০৫ পৃ.; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/৩৭-৩৮ পৃ., মাসআলা ক্রমিক ২০।

১১৭. আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০১৪, ১৮/২ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ২৪/৬৪।

১১৮. তিরমিযী হা/৬১৪; মিশকাত হা/২৯ (وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ) রাবী কা'ব বিন উজরাহ (রাঃ)।

কবরের উত্তাপ নিভিয়ে দিবে এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার ছাদাক্বার ছায়াতলে আশ্রয় পাবে'।[১১৯]

(৭) পাঠা ছাগলের কুরবানী জায়েয। কারণ এটি পূর্ণাঙ্গ ছাগল বটে। তবে অপসন্দনীয়। কেননা এটি দুর্গন্ধযুক্ত। অথচ খাসির গোশত রুচিকর ও সুস্বাদু *(ফাৎহুল বারী ১০/১০)*। রাসূল (ছাঃ) 'খাসি' দিয়ে কুরবানী করেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/৩১২২)*।

(৮) হরমোন বা স্টেরয়েড ঔষধ কিংবা অধিক পরিমাণ ইউরিয়া সার প্রয়োগের মাধ্যমে কুরবানীর পশু মোটা-তাযা করণ অত্যন্ত গর্হিত কাজ। যা আদৌ শরী'আত সম্মত নয়। এতে পশুর গোশত বিষাক্ত হয়ে যায়। রান্নার পরেও যা অবশিষ্ট থাকে। যাতে মানুষ লিভার, কিডনী, ক্যান্সার ও হৃদরোগসহ নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ 'তোমরা ক্ষতি করোনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়োনা' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪১; ছহীহাহ হা/২৫০)*।

(৯) হজ্জে গমনকারী পিতা সেখানে কুরবানী দিলেও পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ বাড়ীতে পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী দিবেন।[১২০]

(১০) পিতা-মাতা পৃথক থাকলে সন্তানরা তার কুরবানীতে সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু পৃথক পরিবার হওয়ার কারণে সন্তানরা পৃথক পৃথক কুরবানী করবে। রাসূল (ছাঃ) প্রতি পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী করার আদেশ দিয়েছেন।[১২১]

(১১) ঈদুল আযহার পূর্বেই কুরবানীর চামড়া ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করায় দোষ নেই। যদি সেখানে পরিমাপ, পরিমাণ ও মেয়াদ নির্ধারিত থাকে।[১২২]

---

১১৯. ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৮৮; ছহীহাহ হা/৩৪৮৪ (إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ), রাবী ওক্ববা বিন 'আমের (রাঃ)।

১২০. আত-তাহরীক, অক্টোবর ২০১৫, ১৯/১ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ২৩/২৩।

১২১. আবুদাঊদ হা/২৭৮৮ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৭৮; মির'আত হা/১৪৯২, ৫/১১৪।

১২২. আত-তাহরীক, অক্টোবর ২০১৫, ১৯/১ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ২৮/২৮; বুখারী হা/২২৪০; মুসলিম হা/১৬০৪; মিশকাত হা/২৮৮৩।

(১২) আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে এক সময়ে বহু পশু কুরবানী করা সম্ভব হ'লে একবার 'বিসমিল্লাহ' বলা বা দো'আ পাঠ করা যথেষ্ঠ হবে।[১২৩]

(১৩) কুরবানী, আক্বীক্বা বা মানতের পশু কবরের নিকট যবেহ করা যাবেনা।[১২৪]

(১৪) কুরবানীর গোশত দিয়ে বিবাহের অলীমা করা যাবে।[১২৫]

(১৫) নওমুসলিম সামর্থ্যবান হ'লে ঈদুল আযহার দিন আক্বীক্বা ও কুরবানী দু'টিই দিবে। অথবা কেবল আক্বীক্বা দিবে। কেননা প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে।[১২৬] আর কুরবানী করা ওয়াজিব নয় *(মির'আত ৫/৭১)*।

১২৩. আত-তাহরীক, মে ২০১৬, ১৯/৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ১৭/২৯৭।
১২৪. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৭/৪৯৫ পৃ.।
১২৫. আত-তাহরীক, আগস্ট ২০১৯, ২২/১১ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ২৮/৪২৮।
১২৬. আবুদাঊদ হা/২৮৩৭; নাসাঈ হা/৪২২০ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৪১৫৩; ইরওয়া হা/১১৬৫, ৪/৩৮৫ পৃ.।

ঈদায়নের মাসায়েল (مسائل العيدين)

১. সংজ্ঞা : ‘ঈদ’ ‘আওদুন’ (عَادَ يَعُوْدُ عَوْدًا) ধাতু হ’তে উৎপন্ন, যার অর্থ ‘ফিরে আসা’। ‘ওয়াও’ সাকিনকে ‘ইয়া’ করা হয়েছে। যার বহুবচন ‘আ‘ইয়াদ’ (أَعْيَادٌ)। জাহেলী আরবে যে কোন বার্ষিক আনন্দ মেলাকে ‘ঈদ’ বলা হ’ত। অতঃপর ইসলামী পরিভাষায় ‘ঈদ’ ঐ দু’টি বার্ষিক ধর্মীয় উৎসবকে বলা হয়, যা প্রতি বছর বান্দার উপরে আল্লাহ্র বিশেষ ক্ষমা ও অনুগ্রহের বারতা নিয়ে ফিরে আসে এবং যে সময় বারবার আল্লাহ্র নামে তাকবীর ধ্বনি করা হয়’। দুই ঈদকে একত্রে ‘ঈদায়েন’ বলা হয় *(মির‘আত ৫/২১)*।

২. প্রচলন : ঈদুল ফিৎরের ছালাত ২য় হিজরীর রামাযান মাসে বদর যুদ্ধের পর বিধিবদ্ধ হয় এবং ঈদুল আযহার ছালাত ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে বনু ক্বায়নুক্বা যুদ্ধের পর বিধিবদ্ধ হয়। তখন থেকে অদ্যাবধি ঈদায়নের ছালাত মুসলিম উম্মাহ্র সর্বত্র চালু আছে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন,

عَنْ أَنَسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ–

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে দেখতে পান যে, সেখানকার অধিবাসীরা বছরে দু’দিন খেলাধূলা ও আনন্দ-উৎসব করে থাকে। তিনি বলেন, এ দু’টি দিন কিসের? তারা বলে, জাহেলী যুগে আমরা এ দু’দিন খেলাধূলা ও উৎসব করতাম। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে এ দু’দিনের পরিবর্তে উত্তম দু’টি দিবস দান করেছেন। আর তা হ’ল ঈদুল আযহার দিন ও ঈদুল ফিৎরের দিন’।[১২৭]

১২৭. আবুদাঊদ হা/১১৩৪; মিশকাত হা/১৪৩৯; মির‘আত হা/১৪৫৩, ৫/৪৪।

৩. হুকুম : এটি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো পরিত্যাগ করেননি এবং মুসলিম উম্মাহ শুরু থেকে অদ্যাবধি এটি করে আসছে। এটি ইসলামের অন্যতম 'মহান নিদর্শন'।

৪. তাৎপর্য : যেকোন উৎসবের পিছনে একটি প্রেরণা থাকে। যেমন জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ, নববর্ষ, বিজয়, দেশের স্বাধীনতা প্রভৃতি। সকল জাতির মধ্যে এটি আছে। মদীনায় হিজরতের পর রাসূল (ছাঃ) দেখলেন যে, তারা তাদের পূর্ব রীতি অনুযায়ী বছরে দু'দিন উৎসব পালন ও খেলাধূলা করে। তিনি উক্ত বস্তুবাদী চেতনাকে তাওহীদের চেতনায় পরিবর্তন করে দেন। নিছক খেলাধূলার স্থলে ছালাত ও তাকবীরের পবিত্রতা যোগ করেন। ঈদুল ফিৎরের আনন্দের সাথে ছাদাক্বাতুল ফিৎর আদায়ের মাধ্যমে জনকল্যাণের মানসিক তৃপ্তি যোগ করে দেন। ঈদুল আযহায় ইব্রাহীমী আনুগত্যের সাথে ইসমাঈলী আত্মত্যাগের চেতনা যুক্ত করে দেন। সেই সাথে আল্লাহ্র নামে হালাল পশু যবহের মাধ্যমে শিরকী চেতনার অবসান ঘটান। সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নির্দোষ আনন্দের ফল্গুধারা বইয়ে দেন।

উভয় ঈদের খুৎবায় তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের চেতনায় জনগণকে উজ্জীবিত করা হয়। সাথে সাথে আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য এবং মুমিনদের সংখ্যাধিক্য প্রদর্শনের জন্য এদিন নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সবাইকে ঈদগাহে বের হ'তে হয়। এমনকি ঋতুবতী মহিলাদেরও উপস্থিত থেকে খুৎবা ও দো'আয় শরীক হ'তে হয়। তাদেরকে এক রাস্তায় গিয়ে আরেক রাস্তায় ফিরতে হয়। যাতে তাসবীহ-তাহলীল ও তাকবীরের ধ্বনি সর্বত্র গুঞ্জরিত হয়। গাছ-পাথর, মাটি-পানি, মাছ ও প্রাণী, সজীব ও নির্জীব সবকিছু তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন সাক্ষী হয়। সেই সাথে সুন্দর আচরণ, সুন্দর পোষাক ও সুগন্ধির মাধ্যমে ঈদায়নের ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যে সমাজ পবিত্রতায় ভরে যায়। মানুষ যে আল্লাহ্র সৃষ্টি এবং তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে ও কর্মফল পেতে হবে, সেই দায়িত্বশীল চেতনায় মুসলিম সমাজ নতুনভাবে উচ্চকিত হয়। ঈদায়নের উৎসব তাই আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র বড়ত্ব ঘোষণার এক অনন্য উৎসব। নিরীশ্বরবাদ ও অংশীবাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র একত্ববাদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার উৎসব। বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যবদ্ধ তাওহীদী চেতনার এক অতুলনীয় মহোৎসব। আল্লাহ্র নিকট একই উৎসবে এত বেশী পবিত্র বাক্যের ও সৎকর্মের ঊর্ধ্বারোহন নিঃসন্দেহে আর নেই।

৫. করণীয় : মুক্বীম-মুসাফির, নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সবাই জামা'আতে বা একাকী, ঘরে বা ঈদগাহে ঈদায়নের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ 'এটি আমাদের মুসলমানদের উৎসব' *(বুখারী, তরজমাতুল বাব 'ঈদায়েন' অধ্যায়-১৩, অনুচ্ছেদ-২৫)*।[১২৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এদিন গোসল করে সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করে ও সুগন্ধি মেখে ঈদগাহে যেতেন *(হাকেম ৪/২৫৬, হা/৭৫৬০)*। ঈদ ও জুম'আর জন্য তাঁর বিশেষ পোষাক ছিল *(যা-দুল মা'আদ ১/৪২৫-২৬)*।[১২৯] তিনি স্বীয় স্ত্রী-কন্যাদেরও ঈদগাহে বের করে দিতেন *(বায়হাক্বী ৩/৩০৭, হা/৬৪৬৭)*।

৬. ঈদায়নের সময়কাল : ঈদুল আযহায় সূর্য এক 'নেযা' পরিমাণ ও ঈদুল ফিৎরে দুই 'নেযা' পরিমাণ উপরে উঠার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করতেন। এক 'নেযা' বা বর্শার দৈর্ঘ্য হ'ল তিন মিটার বা সাড়ে ছয় হাত।[১৩০] অতএব ঈদুল আযহার ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা উচিত।

৭. ফযীলত ও নিয়ত : ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।[১৩১] 'নিয়ত' অর্থ হৃদয়ে সংকল্প করা।[১৩২] ঈদায়েন সহ কোন ইবাদতের জন্য মুখে নিয়ত পাঠ করা বিদ'আত।[১৩৩] হজ্জ ও ওমরাহ্র সময় যে তালবিয়াহ পাঠ করা হয়, তা মানতের উচ্চারণের ন্যায়। কারণ সংকল্পের সাথে সাথে মানতের কথা মুখে বলতে হয়। একইভাবে হজ্জ ও ওমরাহ্র জন্য মুখে 'তালবিয়া' পাঠ করতে হয়।[১৩৪]

---

১২৮. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : إِنَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ هُنَّ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَهُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، رَوَاهُ أَحْمَدُ– ওক্ববা বিন 'আমের হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই ঈদুল আযহা, ইওমে আরাফা, আইয়ামে তাশরীক্ব; এগুলি আমাদের মুসলমানদের জন্য খুশীর দিন এবং এগুলি খানা-পিনার দিন' *(আহমাদ হা/১৭৪২১; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৬০৩; আবুদাঊদ হা/২৪১৯ প্রভৃতি; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪০, ১/৩২১; নববী, আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব (বৈরূত : দারুল ফিক্র, তাবি) ৫/২৬ পৃ.)*।

১২৯. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৭, ১/৩১৭-১৮ পৃ. 'ঈদায়নের ছালাত' অধ্যায়।

১৩০. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৮, ১/৩১৯ পৃ.; 'আওনুল মা'বূদ শরহ সুনানে আবুদাঊদ (কায়রো ছাপা : ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খৃ.) ৩/৪৮৭।

১৩১. কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ৩৭/১০৮ আয়াত, ১৫/১০৮ পৃ.।

১৩২. বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১।

১৩৩. মিরক্বাত শরহ মিশকাত ১/৪১-৪২ পৃ.; হেদায়া ১/৯৬ পৃ. টীকা-১৩ দ্রষ্টব্য।

১৩৪. ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ক্রমিক ৫৮৬; ফাতাওয়া ইসলামিইয়াহ, প্রশ্নোত্তর ৩১৮২১, ২/২১৬ পৃ.।

৮. ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি :

ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত। এটি হ'ল شِعَارُ الْعِيْدِ বা 'ঈদের নিদর্শন'।[১৩৫] জমহূর বিদ্বানগণের মতে ঈদুল ফিৎরের দিন ঈদগাহে বের হওয়ার সময় থেকে খুৎবার আগ পর্যন্ত তাকবীর ধ্বনি করতে হয়। তবে একদল বিদ্বানের মতে আগের দিন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখার পর থেকে তাকবীর ধ্বনি করা যায়। ঈদুল আযহার সময় আরাফার দিন ফজর থেকে **১৩ই** যিলহজ্জ আইয়ামে তাশরীক্ব-এর শেষ দিন আছর পর্যন্ত তাকবীর ধ্বনি করতে হয়। তবে এই তাকবীর যেকোন সময় দেওয়া মুস্তাহাব *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪৩, ১/৩২৫ পৃ.)*।

ঈদুল ফিৎরে রামাযানের মাসব্যাপী ছিয়াম পূর্ণ করা এবং আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ ও হেদায়াত প্রাপ্তির শুকরিয়া স্বরূপ এটা করতে হয়। আল্লাহ বলেন, وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ– '(ছিয়াম ফরয করা হয়েছে এজন্য যে,) আল্লাহ তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন সেজন্য তোমরা আল্লাহ্র বড়ত্ব ঘোষণা করবে এবং তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। অতঃপর ঈদুল আযহাতে কুরবানীর পশুগুলিকে মানুষের অনুগত করে দেওয়ার এবং আল্লাহ্র নামে জীবন উৎসর্গ করার হেদায়াত প্রাপ্তির শুকরিয়া স্বরূপ আল্লাহ্র বড়ত্ব ঘোষণা করার জন্য বার বার তাকবীর ধ্বনি করতে হয় *(হজ্জ ২২/৩৭)*। সূরা বাক্বারাহ্ **১৮৫** ও সূরা হজ্জ ৩৭ আয়াতের মর্ম অনুযায়ী তাকবীর ধ্বনির গুরুত্ব সর্বাধিক।

৯. তাকবীরের শব্দাবলী : ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে তাকবীরের শব্দাবলীর বিষয়ে কোন হাদীছ প্রমাণিত হয়নি। বরং ছাহাবীগণের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে।[১৩৬] হযরত ওমর, আলী, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ দুই বা তিন বার করে তাকবীর দিতেন 'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু

১৩৫. মুগনী, মাসআলা ক্রমিক ১৪৩২, ২/২৯৩, ২/২৫৬ 'ঈদায়নের তাকবীরের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।

১৩৬. ফাৎহুল বারী 'মিনার তাকবীর' অনুচ্ছেদের আলোচনা ২/৪৬১-৬২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪৩, ১/৩২৫; ইরওয়া ৩/১২৪-২৫।

আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ' *(আল্লাহ সবার চেয়ে বড় (২ বার), আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ সবার চেয়ে বড় (২ বার), আর আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা)*।[১৩৭] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, যদি 'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লা-হি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা' *(আল্লাহ সবার চেয়ে অতি বড়, আল্লাহ্র জন্য অগণিত প্রশংসা এবং তাঁর জন্যই সর্বোচ্চ পবিত্রতা সকালে ও সন্ধ্যায়)* বৃদ্ধি করা হয়, তবে সেটাই 'সুন্দর' হবে (كَانَ حَسَنًا)।[১৩৮]

১০. ঈদগাহে গমন :

(ক) ঈদের দিন সকালে মিসওয়াক সহ ওযূ-গোসল করে তৈল-সুগন্ধি মেখে উত্তম পোষাকে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে তাহলীল ও তাকবীর অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবর বলতে বলতে যাত্রা করা মুস্তাহাব।[১৩৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় চাচা আব্বাস, চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, ফযল বিন আব্বাস, জামাতা আলী, তার ভাই জা'ফর, নাতি হাসান-হোসায়েন, গোলাম যায়েদ বিন হারেছাহ, তৎপুত্র উসামা বিন যায়েদ ও আয়মান ইবনে উম্মে আয়মান প্রমুখ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঈদের দিন সকালে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীলসহ ঈদগাহ অভিমুখে ঘর হ'তে রওয়ানা দিতেন ও এইভাবে ঈদগাহ পর্যন্ত পৌঁছতেন। অতঃপর ছালাত শেষ হ'লে তাকবীর শেষ করতেন।[১৪০] আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর স্বীয় পিতা ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আমরা আরাফার দিন সকালে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বের হ'তাম। এসময় আমাদের মধ্যে কেউ তাকবীর ধ্বনি করত, কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ধ্বনি করত। অথচ কি তাজ্জবের কথা, তোমরা এখন সেটা করোনা যেটা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে করতে দেখেছি'। একই বর্ণনা এসেছে ওমর, আলী ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে *(বায়হাক্বী ৩/৩১৩, হা/৬৪৯৪)*।

---

১৩৭. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫৬৫০-৫৩, সনদ ছহীহ; ইরওয়া হা/৬৫৪, ৩/১২৫ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪৩, ১/৩২৬ পৃ.।

১৩৮. ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হি.), যা-দুল মা'আদ (বৈরূত : ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খৃ.) ২/৩৬১।

১৩৯. মুগনী, মাসআলা ক্রমিক ১৩৯৭-১৩৯৮, ২/২৭৪; ছহীহাহ হা/১৭১।

১৪০. বায়হাক্বী ৩/২৭৯ পৃ. হা/৬৩৪৯; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল (বৈরূত : ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ.) হা/৬৫০, ৩/১২৩ পৃ.।

তাবেঈ বিদ্বান ইবনু শিহাব যুহরী (৫০-১২৪ হি.) বলেন, লোকেরা ঈদের দিন সকালে তাকবীর ধ্বনি করতে করতে ঈদগাহে আসত। অতঃপর ইমাম এলে তাকবীর বন্ধ করত। এ সময় ইমাম তাকবীর দিলে তারাও ইমামের সাথে তাকবীর দিত।[১৪১] নিতান্ত কোন ওযর না থাকলে পায়ে হেঁটেই তাকবীর ধ্বনি সহকারে ঈদগাহে আসতে হয়।[১৪২] ছাহাবীগণ ঈদুল আযহার চাইতে ঈদুল ফিৎরের দিন বেশী বেশী তাকবীর দিতেন *(বায়হাক্বী ৩/২৭৯, হা/৬৩৫১)*। তাদের একজন তাকবীর দিলে অন্যেরা তার সাথে তাকবীর ধ্বনি করতেন। তাতে সর্বত্র গুঞ্জরিত হয়ে উঠত *(বায়হাক্বী ৩/২৭৯-৮০)*।

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক পথে যেতেন ও অন্য পথে ফিরতেন।[১৪৩]

১১. আইয়ামে তাশরীক্বের তাকবীর :

এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، 'আর তোমরা (মিনার) গণিত দিনগুলিতে আল্লাহকে স্মরণ কর' *(বাক্বারাহ ২/২০৩)*। অর্থাৎ আইয়ামে তাশরীক্বের দিনগুলিতে। মহিলাগণও সরবে (তবে উচ্চকণ্ঠে নয়) তাকবীর পাঠ করবেন।[১৪৪]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এ সময়ের তাকবীর সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ প্রমাণিত হয়নি। তবে ছাহাবায়ে কেরাম থেকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী আরাফার দিন ফজর থেকে মিনার শেষ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৩ই যিলহজ্জ আইয়ামে তাশরীক্ব-এর শেষ দিন আছর পর্যন্ত ছালাত শেষে দুই বা তিন বার করে ও অন্য সকল সময়ে উচ্চকণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি করা মুস্তাহাব।[১৪৫]

আলী (রাঃ) আরাফাহ্র দিন সকাল থেকে আইয়ামে তাশরীক্বের শেষ দিন আছর পর্যন্ত তাকবীর দিতেন *(ইরওয়া হা/৬৫৩-এর আলোচনা, ৩/১২৫)*। ওমর ফারূক (রাঃ) আইয়ামে তাশরীক্বের দিনগুলিতে মিনায় নিজের তাঁবুতে এত জোরে তাকবীর দিতেন যে, পার্শ্ববর্তী মসজিদের মুছল্লী ও বাজারের

১৪১. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫৬২৯ ও ৫৬৬৫, সনদ ছহীহ; ইরওয়া ৩/১২১ পৃ.।
১৪২. ইরওয়া ৩/১২৫-২৬; মির'আত হা/১৪৬৭-এর ব্যাখ্যা, ৫/৭০ পৃ.।
১৪৩. বুখারী হা/৯৮৬; মিশকাত হা/১৪৩৪ 'ঈদায়নের ছালাত' অনুচ্ছেদ।
১৪৪. কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াত; বায়হাক্বী ৩/৩১৬ পৃ. অনুচ্ছেদ-৪০।
১৪৫. বায়হাক্বী ৩/৩১৪ পৃ. হা/৬৪৯৫-৯৮; ইরওয়া হা/৬৫৩, ৩/১২৫ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪২-৪৩, ১/৩২৫ পৃ. 'ঈদায়নের দিনগুলির তাকবীর' অনুচ্ছেদ; নায়েল ৪/২৭৮-৭৯ পৃ. 'আইয়ামে তাশরীক্বে যিক্র' অনুচ্ছেদ।

লোকেরা সবাই তাঁর সাথে তাকবীর ধ্বনি করে উঠত, যা এলাকাকে মুখর করে তুলত *(নায়েল ৪/২৭৪)*।[১৪৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর, আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ যিলহজ্জের প্রথম দশকের দিনগুলিতে বাজারে গমন করে তাকবীর ধ্বনি করতেন। লোকেরাও তাঁদের সাথে জোরে জোরে তাকবীর ধ্বনি করত *(ইরওয়া হা/৬৫১)*। আর তারা কেবল এই কাজের জন্যই বাজারে আসতেন (لاَ يَأْتِيَانِ السُّوقَ إِلاَّ لِذَلِكَ)।[১৪৭]

১২. ঈদায়নের ছালাত আদায়ের পদ্ধতি :

কোনরূপ আযান-এক্বামত ছাড়াই ক্বিবলামুখী দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবর' বলে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে বাম হাতের উপরে ডান হাত বুকের উপরে বাঁধবে। অতঃপর 'ছানা' (দো'আয়ে ইস্তেফতাহ) পড়বে। অতঃপর 'আল্লাহু আকবর' বলে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ পরপর অতিরিক্ত সাতটি তাকবীর দিবে।[১৪৮] প্রতি তাকবীরে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে *(ইরওয়া ৩/১১৩; মির'আত ৫/৫৪)*। অতঃপর পূর্বের ন্যায় দু'হাত বুকে বাঁধবে। তাকবীর শেষ হ'লে প্রথম রাক'আতে আ'ঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পূর্ণভাবে পড়ে ইমাম হ'লে সরবে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। মুক্তাদী হ'লে নীরবে কেবল সূরা ফাতিহা ইমামের পিছে পিছে পড়বে ও ইমামের ক্বিরাআত শুনবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে পূর্বের নিয়মে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ প্রথমে পরপর পাঁচটি তাকবীর দিবে। তারপর 'বিসমিল্লাহ' পাঠ অন্তে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে।

প্রথম রাক'আতে সূরা *ক্বাফ* অথবা *আ'লা* এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা *ক্বামার* অথবা *গা-শিয়াহ* পড়বে'।[১৪৯] অন্য সূরাও পড়া যাবে।[১৫০] অতিরিক্ত

১৪৬. ফাৎহুল বারী হা/৯৭০-এর পূর্বে 'মিনার দিনগুলির তাকবীর' অনুচ্ছেদ।
১৪৭. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-ফাকেহী (মৃ. ২৭২ হি.), আখবারু মাক্কা (বৈরূত : দার খিযর, ২য় সংস্করণ ১৪১৪ হি.), তাহকীক : ড. আব্দুল মালেক আদ-দুহাইশ হা/১৭০৪, সনদ হাসান।
১৪৮. ইয়াহ্ইয়া বিন শারফ নববী (৬৩১-৬৭৬ হি.), রওযাতুত ত্বালেবীন (বৈরূত ছাপা : ১৪১২ হি./১৯৯১ খৃ.) ২/৭১ পৃ.।
১৪৯. মুসলিম হা/৮৭৮ (৬২); মিশকাত হা/৮৪০-৪১ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২।
১৫০. আবুদাঊদ হা/৮১৮, ৮২০ ও ৮৫৯; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ ২১২ পৃ.।

তাকবীর সমূহ বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা 'সিজদায়ে সহো' লাগে না।[১৫১]

১৩. খুৎবা : ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়।[১৫২] ইবনু আব্বাস ও জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, لاَ أَذَانَ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلاَ بَعْدَمَا يَخْرُجُ وَلاَ إِقَامَةَ، وَلاَ نِدَاءَ وَلاَ شَيْءَ، 'যখন ইমাম ঈদুল ফিতরের (ছালাতের জন্য) বের হন, তার পরে কোন আযান, একামত বা আহ্বান বা অন্য কোনকিছু নেই'।[১৫৩] অতএব এই সময় 'জামা'আত দাঁড়িয়ে গেল' (الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ) বলে লোকদের জলদি আসার জন্য আহ্বান করা উচিৎ নয়।[১৫৪] কোন কোন ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাওয়ার পরেও ছালাতের পূর্বে বিভিন্নজনে বক্তৃতা করেন। এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের ছালাতের পর খুৎবা দেওয়া ও তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা সুন্নাত। ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। যেমন,

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَّبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلَى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ وَإِنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَّقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ اَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

'আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে বের হ'তেন। অতঃপর পৌঁছে তিনি প্রথমে ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর সেখানে মুছল্লীদের দিকে ফিরে দাঁড়াতেন। মুছল্লীরা তখন নিজ নিজ কাতারে বসা থাকত। তিনি তাদেরকে

১৫১. মির'আত হা/১৪৫৭; ঐ, হা/১৪৫৫-এর আলোচনা ৫/৫৩-৫৪; ইরওয়া ৩/১১৩।
১৫২. বুখারী হা/৯৫৬; মুসলিম হা/৮৮৯; মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪৩১।
১৫৩. মুসলিম হা/৮৮৬; মিশকাত হা/১৪৫১; মির'আত হা/১৪৬৫, ৫/৬৫ 'ঈদায়েনের ছালাত' অনুচ্ছেদ; নায়েল ৪/২৫১, ৩/৩৫১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৮, ১/৩১৯ পৃ.।
১৫৪. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৮, ১/৩১৯ পৃ. 'ঈদায়েনের জন্য আযান ও একামত' অনুচ্ছেদ; নায়েল ৪/২৫১, ৩/৩৫১; মুগনী, মাসআলা ক্রমিক ১৪১১, ২/২৮১ পৃ.।

পরকালে ভাল-মন্দ কর্মফলের উপদেশ দিতেন, আল্লাহভীতির নছীহত করতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে আদেশ-নিষেধ প্রদান করতেন। কোথাও সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা করলে বাছাই করতেন অথবা কোন বিষয়ে নির্দেশ দেওয়ার থাকলে নির্দেশ দিতেন। অতঃপর প্রত্যাবর্তন করতেন'।[১৫৫]

মিশকাতে সংকলিত উপরোক্ত হাদীছ *(হা/১৪২৬)* ও একই মর্মে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত পরবর্তী হাদীছ *(হা/১৪২৯)* দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈদায়নের খুৎবা একটিই ছিল। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে ইবনু মাজাহ *(হা/১২৮৯)* ও বাযযারে *(হা/১১১৬)* কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ এসেছে, যা ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়। ছাহেবে সুবুলুস সালাম ও ছাহেবে মির'আত বলেন, 'প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। এটি রাসূল (ছাঃ)-এর 'আমল' দ্বারা এবং কোন নির্ভরযোগ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়'।[১৫৬]

খুৎবা শেষে বসে দু'হাত তুলে সকলকে নিয়ে দো'আ করার প্রচলিত রেওয়াজটিও হাদীছ সম্মত নয়। বরং এটিই প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন। যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, তাকবীর, দো'আ সবই ছিল।[১৫৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের খুৎবার মধ্যে বেশী বেশী তাকবীর ধ্বনি করতেন' *(মির'আত ৫/৭০ পৃ.)*। এ সময় মুছল্লীগণ ইমামের সাথে তাকবীর দিতেন' *(মুগনী ২/২৪৪)*। এটি কুরআনী নির্দেশের অনুকূলে। কেননা ছিয়াম ফরয করার উদ্দেশ্য বর্ণনায় আল্লাহ বলেন, وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ 'আর এটা এজন্য যে, তোমরা আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করবে। কেননা তিনি তোমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

অনেক মুছল্লী খুৎবার সময় অন্যদিকে মনোযোগ দেন, অনেকে চলে যান, অনেক ঈদগাহে খুৎবার সময় পয়সা তোলা হয়, এগুলি খুৎবা অবমাননার শামিল। কেননা খুৎবার সময় অন্য কাজে লিপ্ত হওয়া, পরস্পরে কথা বলা,

---

১৫৫. বুখারী হা/৯৫৬; মুসলিম হা/৮৮৯; মিশকাত হা/১৪২৬, ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৩৪২।
১৫৬. সুবুলুস সালাম শরহ বুলূগুল মারাম ১/১৪০; মির'আত হা/১৪৪৩-এর ব্যাখ্যা, ৫/২৭; নায়লুল আওত্বার ৪/২৬৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪০ পৃ.।
১৫৭. মির'আত হা/১৪৪৫-এর ব্যাখ্যা, ৫/৩১; বায়হাক্বী ৩/২৯৯; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪০ পৃ.।

এমনকি অন্যকে ‘চুপ কর’ একথা বলাও নিষিদ্ধ।[১৫৮] সবচেয়ে বড় কথা, ঐ ব্যক্তি খুৎবা শোনার ছওয়াব ও বরকত থেকে মাহরূম হয়। পয়সা উঠানোর প্রয়োজন মনে করলে সেটা সালাম ফিরানোর পরপরই খুৎবা শুরুর আগে দ্রুত সেরে নেওয়া উচিৎ।

(ক) জুম‘আ ও ঈদায়েনের জামা‘আত যত বড় হয়, তত উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ ‘জামা‘আত যত বড় হয়, তা আল্লাহ্র নিকট তত বেশী প্রিয় হয়’।[১৫৯] অতএব পারস্পরিক হিংসার কারণে জামা‘আত বিভক্ত করা ও ঘন ঘন জুম‘আ মসজিদ ও ঈদের জামা‘আত কায়েম করা অত্যন্ত অন্যায় কাজ।

(খ) ঈদের ছালাত মসজিদে আদায় করলে সম্ভব হ’লে প্রথমে তাহিইয়াতুল মসজিদ দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করা যাবে। এটি মসজিদের সাথে সম্পর্কিত, ঈদের ছালাতের সাথে নয়।[১৬০]

(গ) জামা‘আত ছুটে গেলে ঈদগাহে, মসজিদে বা বাড়ীতে একাকী বা জামা‘আত সহকারে ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর সহ দু’রাক‘আত ছালাত পড়ে নিবেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪০, ১/৩২১ পৃ.)*।

(ঘ) একই ব্যক্তি একাধিক জামা‘আতে ইমামতি করতে পারবেন। তার জন্য পরবর্তী ছালাতগুলি ছাদাক্বা হবে।[১৬১]

১৪. মহিলাদের ঈদের জামা‘আত :

(ক) ঈদায়নের জামা‘আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। খতীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। ঋতুবতী মহিলাগণ কেবল খুৎবা শ্রবণ করবেন এবং মুখে তাকবীর, তাহলীল, আমীন ইত্যাদি বলবেন। যেমন,

---

১৫৮. বুখারী হা/৯৩৪; মুসলিম হা/৮৫১; মিশকাত হা/১৩৮৫, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১৫৯. বুখারী হা/৬৪৭; মুসলিম হা/৬৪৯ (২৭২); মিশকাত হা/৭০২, ১০৫২; আবুদাঊদ হা/৫৫৪; নাসাঈ হা/৮৪৩; মিশকাত হা/১০৬৬।
১৬০. আত-তাহরীক, আগষ্ট ২০১৮, ২১/১১ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ১৭/৪১৭; বুখারী হা/৪৪৪; মুসলিম হা/৭১৪; মিশকাত হা/৭০৪।
১৬১. আবুদাঊদ হা/৫৭৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৩৯৮; মিশকাত হা/১১৪৬।

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُمْ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُّصَلاَّهُنَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ يَارَسُوْلَ اللهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

‘উম্মে ‘আত্বিইয়া (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হ’ল, যেন আমরা ঋতুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে দুই ঈদের দিন বের করে নিয়ে যাই। যেন তারা মুসলমানদের জামা‘আতে ও দো‘আয় শরীক হ’তে পারে। তবে ঋতুবতী মহিলারা একদিকে সরে বসবে। জনৈকা মহিলা তখন বলল, আমাদের অনেকের বড় চাদর নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার সাথী তাকে নিজের চাদর দ্বারা আবৃত করে নিয়ে যাবে’।[১৬২]

মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, হাদীছের শেষে বর্ণিত وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ কথাটি ‘আম’ *(মুসলিম হা/৮৯০)*। এর দ্বারা ইমামের খুৎবা ও ওয়ায-নছীহত শ্রবণে শরীক হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পর দু’হাত তুলে সম্মিলিত দো‘আ করার প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন দলীল নেই।[১৬৩]

(খ) ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে একাকী বা মেয়েরা সহ বাড়ীর সকলকে নিয়ে তাকবীর সহকারে জামা‘আতের সাথে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে। আনাস বিন মালেক (রাঃ) ইমামের সাথে জামা‘আত না পাওয়ায় বছরার ‘যাবিয়া’য় নিজ বাড়ীতে পরিবার ও সন্তানদের নিয়ে জামা‘আত করে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করেন *(বায়হাক্বী ৩/৩০৫ পৃ. হা/৬৪৫৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি স্বীয় মুক্তদাস আব্দুল্লাহ বিন আবু উৎবাকে উক্ত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেন।[১৬৪]

---

১৬২. বুখারী হা/৩৫১; মুসলিম হা/৮৯০; মিশকাত হা/১৪৩১; মির‘আত হা/১৪৪৫; ঐ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৪৭।

১৬৩. মির‘আত হা/১৪৪৫-এর ব্যাখ্যা, ২/৩৩১; ঐ, ৫/৩১ পৃ.।

১৬৪. বুখারী (দেউবন্দ ছাপা : ১৪০৫ হি.) ১/১৩৪ পৃ.; বায়হাক্বী ৩/৩০৫, হা/৬৪৫৯; বুখারী ‘ঈদায়নের ছালাত’ অধ্যায়-১৩, ‘কারো ঈদের ছালাত ছুটে গেলে সে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে’ অনুচ্ছেদ-২৫, ৪/১৫৪ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪০ পৃ. ‘ঈদায়নের ছালাত’ অধ্যায়, মাসআলা ক্রমিক-১০; মুগনী ২/২৫১, ২/২৯০, মাসআলা ক্রমিক ১৪২৬।

(গ) সঊদী আরবের সাবেক গ্র্যাণ্ড মুফতী শায়েখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, যেসব এলাকায় মহিলাদের পক্ষে পুরুষদের ঈদের জামা'আতে অংশগ্রহণ করা অসম্ভব হয়, সেসব এলাকার মহিলারা ঘরে একাকী অথবা নিজেদের ইমামতিতে জামা'আত সহকারে ঈদের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে পারেন। এতে কোন সমস্যা নেই। বরং তারা অধিক ছওয়াবের অধিকারী হবেন।[১৬৫]

অতএব পুরুষের জামা'আতে যোগদান করা সম্ভব না হ'লে মহিলারা নিজেদের ইমামতিতে ঈদের ছালাত আদায় করতে পারে।[১৬৬] এমনকি যোগ্য মহিলা থাকলে তারা ঈদের খুৎবাও দিতে পারেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হ'লেও তোমরা তা অন্যকে পৌঁছে দাও *(বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮)*। এই আদেশ মুমিন নারী ও পুরুষ সবার জন্য সমান। তবে পরপুরুষ যেন তাদের কণ্ঠ না শুনে।

অতএব গ্রামাঞ্চলে বা শহরে ফ্ল্যাট বাড়ীগুলিতে মহিলারা এক স্থানে সমবেত হয়ে ঈদের জামা'আত করতে পারেন। জামা'আতের প্রথম কাতারের মধ্যস্থলে সমান্তরালভাবে মহিলা ইমাম দাঁড়াবেন। মা আয়েশা ও উম্মে সালামাহ (রাঃ) এভাবেই ফরয ও তারাবীহ্র জামা'আতে দাঁড়িয়ে ইমামতি করতেন।[১৬৭]

ফরয ছালাত সমূহ ও তারাবীহ্র জামা'আতে মহিলাদের ইমামতি করার স্পষ্ট দলীল রয়েছে।[১৬৮] মা আয়েশা (রাঃ) ও উম্মে সালামাহ (রাঃ) মহিলাদের জামা'আতে ইমামতি করতেন।[১৬৯] বদর যুদ্ধের সময় উম্মে ওয়ারাক্বাহ (রাঃ)-কে তার পরিবারের ইমামতি করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তার জন্য আব্দুর রহমান বিন খাল্লাদ আনছারী নামক একজন বৃদ্ধকে মুওয়াযযিন নির্ধারণ করেছিলেন।[১৭০] অন্য বর্ণনায় খাছভাবে এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) উম্মে অরাক্বাকে তার পরিবারের মহিলাদের ইমামতির নির্দেশ দিয়েছিলেন'।[১৭১] ইমাম শাফেঈ, আওযাঈ,

---

১৬৫. শায়েখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হি./১৯১২-১৯৯৯ খৃ.), মাজমূ' ফাতাওয়া, ক্রমিক ১৯৯, ৩০/২৭৭ পৃ.।
১৬৬. নববী, আল-মাজমূ' ৪/১৯৯; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩০/২৭৭।
১৬৭. বায়হাক্বী ৩/১৩১, হা/৫৫৬১, ৫৫৬৩-৬৪; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৫০৮০-৮৭; ভূপালী, আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ (ছান'আ, ইয়ামন : ১৪১১ হি./১৯৯১ খৃ.) ১/৩২২।
১৬৮. আবুদাঊদ হা/৫৯১; দারাকুৎনী হা/১৫০৬ প্রভৃতি; ইরওয়া হা/৪৯৩; নায়েল ৪/৬৩ পৃ. 'মহিলাদের জন্য মহিলাদের ইমামতি মুস্তাহাব' অনুচ্ছেদ।
১৬৯. বায়হাক্বী ৩/১৩১, হা/৫৫৬১-৬৩ 'মহিলা ইমাম কাতারের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়াবে' অনুচ্ছেদ; ফিক্বহুস সুন্নাহ 'মহিলাদের আযান ও এক্বামত' অনুচ্ছেদ ১/৯১, ১/১২০ পৃ.।
১৭০. আবুদাঊদ হা/৫৯১-৯২; নায়েল ৪/৬৩ পৃ.; ইরওয়া হা/৪৯৩, ২/২৫৫ পৃ.।
১৭১. দারাকুৎনী হা/১০৭১, ১৫০৬; ইরওয়া হা/৪৯৩ সনদ হাসান; আবুদাঊদ হা/৫৯২, সনদ হাসান; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৪৩-৪৪ পৃ.।

ছাওরী, আহমাদ ও আবু হানীফা (রহঃ) সকলে মহিলাদের ফরয ও নফল ছালাতে মহিলাদের ইমামতি মুস্তাহাব বলেছেন।[১৭২] তবে মহিলারা পুরুষদের ইমামতি করতে পারবেন না *(রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/৩১২ পৃ.)*।

১৫. ময়দানে ঈদের জামা'আত :

ময়দানে ঈদের জামা'আত করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন সর্বদা ঈদের ছালাত ময়দানে পড়তেন। অন্যান্য মসজিদের চেয়ে এক হাযার গুণ বেশী নেকী এবং অতি নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কখনো মসজিদে নববীতে ঈদের ছালাত আদায় করেননি। ঈদের এই ময়দানটি ছিল মসজিদে নববীর পূর্ব দরজা বরাবর মাত্র পাঁচশ' গজ (أَلْفُ ذِرَاعٍ) দূরে 'বাত্বহান' সমতল ভূমিতে অবস্থিত।[১৭৩] বর্তমানে যা হারামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং এখানে ঈদের জামা'আত হচ্ছে। একটি 'যঈফ' বর্ণনা অনুযায়ী তিনি একবার মাত্র বৃষ্টির কারণে মসজিদে নববীতে ঈদের ছালাত আদায় করেছেন।[১৭৪] অতএব বৃষ্টি কিংবা ভীতি বা অন্য কোন বাধ্যগত কারণে ময়দানে যাওয়া অসম্ভব হ'লে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা যাবে।[১৭৫] কিন্তু বায়তুল্লাহ ব্যতীত অন্য কোথাও বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

১৬. জুম'আ, ঈদ ও আক্বীক্বা একই দিনে :

জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হওয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টিই পড়েছেন। তবে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি।[১৭৬] অনুরূপভাবে আক্বীক্বা ও কুরবানী একই দিনে হ'লে এবং দু'টিই করা সাধ্যে না কুলালে আক্বীক্বা অগ্রাধিকার পাবে। কেননা সাত দিনে আক্বীক্বা করাই ছহীহ হাদীছ সম্মত।[১৭৭]

---

১৭২. আল-মিন্নাতুল কুবরা শরহ বায়হাক্বী ছুগরা, তাহকীক : যিয়াউর রহমান আ'যমী, (রিয়াদ : মাকতাবা রুশদ ১৪২১ হি.) ২/১১০ পৃ.।
১৭৩. ইবনু মাজাহ হা/১৩০৪, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৭-৩৮; মির'আত হা/১৪৪০-এর আলোচনা, ২/৩২৭; ঐ, ৫/২২ পৃ.।
১৭৪. আবুদাঊদ হা/১১৬০; ইবনু মাজাহ হা/১৩১৩; মিশকাত হা/১৪৪৮, সনদ যঈফ।
১৭৫. আল-মুগনী ২/২৩৫ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৩১৮; ঐ, ১/২৩৭ পৃ.।
১৭৬. আবুদাঊদ হা/১০৭০, ১০৭৩; ইবনু মাজাহ হা/১৩১০; দারেমী হা/১৬১২; ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৩১৬; ঐ, ১/২৩৬ পৃ.; নায়েল ৪/২৩১ পৃ.।
১৭৭. তিরমিযী হা/১৫২২; আবুদাঊদ হা/২৮৩৭; ইবনু মাজাহ হা/৩১৬৫; মিশকাত হা/৪১৫৩ 'শিকার ও যবহ সমূহ' অধ্যায় 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ; ছহীহুল জামে' হা/৪১৮৪।

১৭. ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর

(التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين)

প্রথম রাক‘আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পরে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক‘আতে ছালাতের তাকবীর বাদে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বারো তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। যদি কেউ ভুলে যায় ও ক্বিরাআত শুরু করে দেয়, তাহ’লে পুনরায় তাকবীর দিতে হবে না।[১৭৮] যদি গণনায় কমবেশী হয়ে যায়, তাতে সিজদায়ে সহো লাগে না। দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতি সহ ধীরে-সুস্থে প্রতিটি তাকবীর দিবে। প্রতি তাকবীরে দু’হাত উঠাবে ও বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে।[১৭৯]

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু’জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[১৮০]

বারো তাকবীর সম্পর্কে ছহীহ, হাসান ও যঈফ সনদে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ তিনটি ছহীহ হাদীছ নিম্নে প্রদত্ত হ’ল।-

১ম হাদীছ : মা আয়েশা *(রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা)* বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُكَبِّرُ فِى الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فِى الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِى الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَتَىِ الرُّكُوعِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ- وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ: سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِسْتِفْتَاحِ-

‘রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহাতে প্রথম রাক‘আতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ

১৭৮. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ২/২৪২ পৃ.; মির‘আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা, ৫/৫৩ পৃ.।
১৭৯. বায়হাক্বী হা/৬৪১০, ৩/২৯৩ পৃ.; মির‘আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা, ৫/৫৪ পৃ.; আল-মুগনী ২/২৪২ পৃ.; বুখারী হা/৭৪০; মিশকাত হা/৭৯৮ ‘ছালাতের বিবরণ’ অনুচ্ছেদ।
১৮০. তিরমিযী হা/৫৩৬; ইবনু মাজাহ হা/১২৭৯; মিশকাত হা/১৪৪১; মির‘আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা, ২/৩৩৮, ৩৪১ পৃ.; ঐ, ৫/৪৬, ৫১, ৫২ পৃ.।

তাকবীর দিতেন, রুকুর তাকবীর ব্যতীত'।[১৮১] দারাকুৎনীর বর্ণনায় এসেছে 'তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত'।[১৮২]

শায়েখ আলবানী বলেন, অত্র হাদীছের সনদে ইবনু লাহী'আহ থাকার কারণে অনেকে হাদীছটিকে 'যঈফ' বলেছেন। কিন্তু যখন তিন আব্দুল্লাহ অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব এবং আব্দুল্লাহ আল-মুক্বরী তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন, তখন সেটি 'ছহীহ' হিসাবে গণ্য হয়। আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত অত্র হাদীছটি আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন ইবনু লাহী'আহ থেকে তিনি খালেদ ইবনু ইয়াযীদ থেকে। অতএব হাদীছটির সনদ ছহীহ।[১৮৩]

২য় হাদীছ : আমর ইবনে শু'আইব তার পিতা হ'তে তিনি তার দাদা আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَبَّرَ فِى الْعِيدَيْنِ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ فِى الأُولَى سَبْعًا وَفِى الآخِرَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ، وَفِى رِوَايَةٍ: سِوَى تَكْبِيْرَةِ الصَّلاَةِ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিৎরে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত প্রথম রাক'আতে সাতটি ও শেষ রাক'আতে পাঁচটি (অতিরিক্ত) তাকবীর দিতেন'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'ছালাতের তাকবীর' ব্যতীত।[১৮৪]

অত্র হাদীছটি সম্পর্কে ছাহেবে তুহফা ও ছাহেবে মির'আত উভয়ে বলেন, الظَّاهِرُ أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ- 'এটা

১৮১. আবুদাঊদ হা/১১৪৯-৫০; ইবনু মাজাহ হা/১২৮০; সনদ ছহীহ।
১৮২. ইবনু মাজাহ হা/১২৮০; দারাকুৎনী (বৈরূত : ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খৃ.) হা/১৭০৪ 'ঈদায়েন' অধ্যায়, হা/১৮; সনদ ছহীহ, ইরওয়া হা/৬৩৯, ৩/১০৬-১২ পৃ.।
১৮৩. ইরওয়াউল গালীল হা/৬৩৯-এর আলোচনা, ৩/১০৭-১০৮ পৃ.।
১৮৪. দারাকুৎনী হা/১৭১২, ১৭১৪ 'ঈদায়েন' অধ্যায়; বায়হাক্বী ২/২৮৫ পৃ.। হাদীছটির শেষাংশটি দারাকুৎনী ও বায়হাক্বীতে এসেছে। এতদ্ব্যতীত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে আবুদাঊদ হা/১১৫১; তিরমিযী হা/৫৩৬; ইবনু মাজাহ হা/১২৭৭-৭৯; মিশকাত হা/১৪৪১।

পরিষ্কার যে, আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর বর্ণিত অত্র হাদীছটিই এ বিষয়ে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ’।[১৮৫]

শায়েখ আলবানী হাদীছটিকে ‘হাসান’ বলেছেন। ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী ও তাঁর উসতায আলী ইবনুল মাদীনী হাদীছটিকে ‘ছহীহ’ বলেছেন। আল্লামা নীমভী বলেন, হাদীছটির সনদের মূল কেন্দ্রবিন্দু (مَدَارٌ) হ’লেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আত-ত্বায়েফী। তাঁকে কোন কোন বিদ্বান ‘যঈফ’ বলেছেন। ছাহেবে মির‘আত বলেন, আহমাদ, বুখারী, আলী ইবনুল মাদীনী প্রমুখ বিদ্বানগণের ন্যায় হাদীছ শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিবর্গের (جَهَابِذَةُ) বক্তব্যের পরে অন্যদের বক্তব্যের প্রতি দৃকপাত না করলেও চলে। মুজতাহিদ ইমামগণ এ হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। ইবনু ‘আদী বলেন, আমর ইবনু শু‘আইব থেকে আব্দুর রহমান আত-ত্বায়েফীর সকল বর্ণনা সুদৃঢ় (مُسْتَقِيمَةٌ)। হাফেয ইরাক্বী বলেন, إِسْنَادُهُ صَالِحٌ ‘অত্র হাদীছের সনদ দলীলযোগ্য’। তিরমিযীর ভাষ্যকার ছাহেবে তুহফা বলেন,

فَالْحَاصِلُ أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو حَسَنٌ صَالِحٌ لِّلْإِحْتِجَاجِ وَيُؤَيِّدُهُ الْأَحَادِيثُ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا التِّرْمِذِيُّ-

‘সারকথা এই যে, আব্দুল্লাহ বিন ‘আমরের হাদীছটি ‘হাসান’ ও দলীল গ্রহণের যোগ্য এবং একে শক্তিশালী করে ঐ সকল হাদীছ, যেগুলির দিকে তিরমিযী ইঙ্গিত করেছেন’।[১৮৬]

৩য় হাদীছ : কাছীর বিন আব্দুল্লাহ স্বীয় পিতা হ’তে তিনি স্বীয় দাদা ‘আমর বিন ‘আওফ আল-মুযানী (বদরী ছাহাবী) হ’তে বর্ণনা করেন যে,

---

১৮৫. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৮২; মির‘আত ৫/৪৮, ৫৫ পৃ.। ইমাম শাওকানী (রহঃ) ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর বিষয়ে ১০টি মতভেদ উল্লেখ করে ১২ তাকবীরকেই ‘সর্বাগ্রগণ্য’ (أَرْجَحُ الْأَقْوَالِ) হিসাবে মন্তব্য করেছেন *(দ্র. নায়েল ৪/২৫৭ পৃ.)*।

১৮৬. আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, আযমগড়, উত্তর প্রদেশ, ভারত (১২৮৩-১৩৫৩ হি./১৮৬৭-১৯৩৫ খৃ.), তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ জামে‘ তিরমিযী (মদীনা : মাকতাবা সালাফিইয়াহ ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খৃ.) ৩/৮৫ পৃ.; আল-মুগনী ২/২৩৮ পৃ.।

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[১৮৭]

হাদীছটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন,

حَدِيثُ جَدِّ كَثِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِىَ فِى هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ- قَالَ أَبُو عِيسَى سَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ أَصَحَّ مِنْهُ وَبِهِ أَقُولُ-

হাদীছটি 'হাসান' এবং এটিই ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত 'সর্বাধিক সুন্দর' বর্ণনা'। তিরমিযী বলেন, এটাই মদীনাবাসীদের আমল এবং একথাই বলেন ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাক প্রমুখ।[১৮৮]

তিনি আরও বলেন যে, আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তায ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে এর চাইতে বিশুদ্ধ আর কোন রেওয়ায়াত নেই। আর আমিও এ কথা বলি'।[১৮৯] ছাহেবে তুহফা ও ছাহেবে মির'আত বলেন, বিভিন্ন 'শাওয়াহেদ'-এর কারণে তিরমিযী একে 'হাসান' বলেছেন'।[১৯০] শায়েখ আলবানী (রহঃ)

১৮৭. তিরমিযী হা/৫৩৬; ইবনু মাজাহ হা/১২৭৯; মিশকাত হা/১৪৪১; মির'আত হা/১৪৫৫; এখানে মিশকাতে 'দারেমী' লেখা হয়েছে, যেটা ভুল। কেননা দারেমীতে এ হাদীছ নেই। ছাহেবে মির'আত উক্ত বর্ণনাটি দারাকুৎনীতে আছে বলেছেন *(৫/৫৫; দারাকুৎনী হা/১৭২৮)*। এতদ্ব্যতীত আবুদাঊদে আয়েশা ও আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হ'তে ৪টি হাদীছ হা/১১৪৯, ১১৫০, ১১৫১, ১১৫২ এবং ইবনু মাজাহতে রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম মুওয়াযযিন সা'দ আল-ক্বারায, আব্দুল্লাহ বিন 'আমর ও আয়েশা (রাঃ) হ'তে আরও ৪টি ছহীহ হাদীছ হা/১২৭৭, ১২৭৮, ১২৭৯, ১২৮০ বর্ণিত হয়েছে।

১৮৮. জামে' তিরমিযী (দিল্লী : ১৩০৮ হি.) ১/৭০ পৃ.; তিরমিযী হা/৫৩৬; ইবনু মাজাহ (বৈরূত : তাবি) হা/১২৭৯; মির'আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা, ৫/৪৮ পৃ.।

১৮৯. বায়হাক্বী (বৈরূত : তাবি) ৩/২৮৬ পৃ.; মির'আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা, ২/৩৩৯ পৃ.; ঐ, ৫/৫৫ পৃ.।

১৯০. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৮২ পৃ.; মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৫৫ পৃ.।

বলেন, হাদীছটির সনদ ‘খুবই দুর্বল’। কিন্তু বহু ‘শাওয়াহেদ’-এর কারণে হাদীছটি শক্তিশালী হয়েছে’।[১৯১]

ছয় তাকবীরের অবস্থা : ‘জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়’[১৯২] বলে ১ম রাক‘আতে তাকবীরে তাহরীমা সহ ক্বিরাআতের পূর্বে চার তাকবীর এবং ২য় রাক‘আতে রুকূর তাকবীর সহ ক্বিরাআতের পরে চার তাকবীর বলে ‘তাবীল’ (تَأْوِيلٌ) করা হয়েছে। এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর ফরয তাকবীর দু’টি বাদ দিলে অতিরিক্ত (৩+৩) ছয়টি তাকবীর হয়। অথচ উক্ত যঈফ হাদীছে কোন তাকবীর বাদ দেওয়ার কথা নেই কিংবা ক্বিরাআতের আগে বা পরে বলে কোন বক্তব্য নেই।

ইবনু হায্ম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, ‘জানাযার চার তাকবীরে ন্যায়’ মর্মের বর্ণনাটি যদি ‘ছহীহ’ বলে ধরে নেওয়া হয়,[১৯৩] তথাপি এর মধ্যে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ তাকবীরে তাহরীমা সহ ১ম রাক‘আতে চার ও রুকূর তাকবীর সহ ২য় রাক‘আতে চার তাকবীর এবং ১ম রাক‘আতে ক্বিরাআতের পূর্বে ও ২য় রাক‘আতে ক্বিরাআতের পরে তাকবীর দিতে হবে বলে কোন কথা সেখানে নেই। বরং এটাই স্পষ্ট যে, দুই রাক‘আতেই জানাযার ছালাতের ন্যায় চারটি করে মোট আটটি (অতিরিক্ত) তাকবীর দিতে হবে’।[১৯৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করেছেন মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মারফূ হাদীছ নেই। এব্যাপারে কয়েকজন ছাহাবীর আমল বা ‘আছার’ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে স্পষ্টভাবে ছয় তাকবীরের কথা নেই। এরপরেও সেগুলি সবই ‘যঈফ’। যেমন আবু মূসা আশ‘আরী ও

---

১৯১. মিশকাত হা/১৪৪১-এর টীকা ১, ১/৪৫৩, ১/৩২৩ পৃ.; মিরক্বাত হা/১৪৪১-এর আলোচনা, ৩/১০৭১ পৃ.।

১৯২. كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ আবুদাঊদ হা/১১৫৩; মিশকাত হা/১৪৪৩ ‘ঈদায়নের ছালাত’ অনুচ্ছেদ-৪৭, রাবী সাঈদ ইবনু ‘আছ (রাঃ)।

১৯৩. যেমন ত্বাহাবী (২৩৮-৩২১ হি.), শরহ মা‘আনিল আছার ৬/২৫ পৃ., ১/৪৯৫, হা/২৮৪৬; আলবানী, ছহীহাহ হা/২৯৯৭; আবুদাঊদ হা/১১৫৩; যদিও তাহকীক মিশকাতে (হা/১৪৪৩; বৈরূত : ৩য় সংস্করণ ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ.) ও মিশকাতের সর্বশেষ তাহকীকে তিনি ‘যঈফ’ বলেছেন (হেদায়াতুর রুওয়াত ইলা তাখরীজি আহাদীছিল মাছাবীহ ওয়াল মিশকাত; দাম্মাম, সঊদী আরব, ১ম প্রকাশ ১৪২২ হি./২০০১ খৃ.) হা/১৩৮৮, ২/১২১ পৃ.।

১৯৪. ইবনু হায্ম (৩৮৪-৪৫৬ হি.), মুহাল্লা (বৈরূত : দারুল ফিক্র, তাবি) ৫/৮৪ পৃ., মাসআলা ক্রমিক ৫৪৩।

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বর্ণিত 'আছার', যেখানে 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর' বলা হয়েছে।[১৯৫] অনুরূপভাবে ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে ৫+৪ মোট ৯ তাকবীরের একটি 'আছার' মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক *(হা/৫৬৮৫)* ও মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাতে *(হা/৫৭৪৬)* এবং ইবনু আব্বাস ও মুগীরা বিন শো'বাহ (রাঃ) হ'তে নয় তাকবীরের আরেকটি 'আছার' মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাকে *(হা/৫৬৮৯)* বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সবগুলিই 'যঈফ'।[১৯৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর 'আছার'টি তাঁর নিজস্ব উক্তি। তিনি এটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করেননি। উপরন্তু উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ সকলেই 'যঈফ' বলেছেন।[১৯৭] সুতরাং ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর সঠিক আমল কি ছিল, সে ব্যাপারেও সন্দেহ থেকে যায়। এ বিষয়ে ইমাম বায়হাক্বী বলেন,

وَهَذَا رَأْىٌ مِنْ جِهَةِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَالْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ-

'এটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদের পক্ষ হ'তে তাঁর 'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত ছহীহ মারফূ হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল জারী আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর), তার উপরে আমল করাই উত্তম'। আল্লাহ তাওফীক দান করুন![১৯৮]

ছাহেবে মির'আত ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, সবচেয়ে উত্তম হ'ল প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বার তাকবীর দেওয়া। কারণ এর উপরে এসেছে অনেকগুলি মরফূ হাদীছ, যার কতকগুলি 'ছহীহ' ও কতকগুলি 'হাসান'। বাকীগুলি 'যঈফ' হ'লেও এদের সমর্থনকারী। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, ৭ ও ৫ বারো তাকবীর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে 'হাসান' সনদে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ বিন 'আমর, আব্দুল্লাহ বিন ওমর,

১৯৫. আবুদাঊদ হা/১১৫৩; মিশকাত হা/১৪৪৩ হাদীছ যঈফ-আলবানী; হেদায়াতুর রুওয়াত হা/১৩৮৮, ২/১২১ পৃ.; মির'আত ৫/৪৬, ৫০-৫১ পৃ.।

১৯৬. তুহফাতুল আহওয়াযী হা/৫৩৪-এর আলোচনা, 'ঈদায়নের তাকবীর' অনুচ্ছেদ ৫/৮৬-৮৭ পৃ.; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫৭৪৬-৪৭, (বোম্বাই : ১৯৭৯), ২/১৭২-৭৩ পৃ.।

১৯৭. বায়হাক্বী ৩/২৯০, হা/৬৩৯১; নায়েল ৪/২৫৪, ২৫৬; মির'আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা, ৫/৫০-৫১ পৃ.।

১৯৮. বায়হাক্বী ৩/২৯১, হা/৬৪০৬; মির'আত ৫/৫১ পৃ.।

জাবের, আয়েশা, আবু ওয়াক্বিদ, আমর বিন ‘আওফ প্রমুখ ছাহাবীগণ থেকে। কিন্তু কোন শক্তিশালী বা দুর্বল সনদে এর বিপরীত কিছুই বর্ণিত হয়নি। তাছাড়া এর উপরে আমল করেছেন চার খলীফা সহ অন্যান্য ছাহাবীগণ *(মির‘আত ৫/৫৩)*।

অতএব ১২ তাকবীরের স্পষ্ট ছহীহ মরফূ হাদীছের উপরে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত সুন্নাতের উপরে সকলে আমল করলে সুন্নী মুসলমানগণ অন্ততঃ বছরে দু’টি ঈদের খুশীর দিন ঐক্যবদ্ধ ভাবে ছালাত ও ইবাদত করতে পারতেন। কিন্তু দ্বীনের দোহাই দিয়েই আমরা দ্বীনদার মুসলমানদের বিভক্ত করে রেখেছি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ছহীহ হাদীছের উপরে আমলের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী মহা জাতি হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

তাকবীরে তাহরীমা সহ কি-না?

এক্ষণে উক্ত বারো তাকবীর ‘তাকবীরে তাহরীমা’ সহ, নাকি ওটা বাদে, এ বিষয়ে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম শাফেঈ, আওযাঈ, ইবনু হাযম প্রমুখ বিদ্বানগণ তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত প্রথম রাক‘আতে সাত তাকবীর বলেন। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক ও আহমাদ তাকবীরে তাহরীমা সহ সাত তাকবীর বলেন।[১৯৯]

(১) এ বিষয়ে বুলূগুল মারামের ভাষ্যকার ছাহেবে সুবুলুস সালাম বলেন, وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا بِتَكْبِيرَةِ الْإِفْتِتَاحِ وَأَنَّهَا مِنْ غَيْرِهَا وَالْأَوْضَحُ أَنَّهَا مِنْ دُونِهَا... وَ قَالَ : اَلْأَوْلَى الْعَمَلُ بِحَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ وَأَنَّهُ أَشْفَى شَيْئٍ فِى الْبَابِ– ‘এটি তাকবীরে তাহরীমা সহ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এটি তা ব্যতীত। বরং এটাই অধিকতর স্পষ্ট যে, এটি তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত।... তিনি বলেন, সর্বোত্তম হ’ল আমর বিন শু‘আইব কর্তৃক তার পিতা অতঃপর দাদা খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হাদীছের উপরে আমল করা। এটিই অত্র বিষয়ে সর্বাধিক হৃদয় শীতলকারী বস্তু’।[২০০]

---

১৯৯. মির‘আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ৫/৪৬ পৃ.।

২০০. মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আমীর ছান‘আনী, সুবুলুস সালাম শরহ বুলূগুল মারাম (কায়রো : দারুর রাইয়ান ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খৃ.) হা/৪৬১-এর ব্যাখ্যা, ২/১৪১-৪২ পৃ.।

(২) ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, وَالْأَكْمَلُ أَنْ يَّقْرَأَ دُعَاءَ الْإِسْتِفْتَاحِ عَقِبَ الْإِحْرَامِ كَغَيْرِهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ- وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ- 'পূর্ণাঙ্গ হ'ল, অন্যান্য ছালাতের ন্যায় তাকবীরে তাহরীমার পরে দো'আয়ে ইস্তেফতাহ ('ছানা') পাঠের পর তাকবীরে তাহরীমা ও তাকবীরে রুকূ ব্যতিরেকে সাত তাকবীর দিবে এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বওমার তাকবীর বাদে পাঁচ তাকবীর দিবে'।[২০১]

(৩) ছাহেবে ফিক্বহুস সুন্নাহ বলেন,

صَلاَةُ الْعِيْدِ رَكْعَتَانِ، يَسُنُّ فِيْهِمَا أَن يُّكَبِّرَ الْمُصَلِّى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ بَعْدَ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ وَفِى الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيْرَاتٍ غَيْرَ تَكْبِيْرَةِ الْقِيَامِ مَعَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ-

'ঈদের ছালাত দু'রাক'আত। এতে সুন্নাত হ'ল প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমার পরে ও ক্বিরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বওমার তাকবীর ব্যতীত পাঁচ তাকবীর দেওয়া এবং প্রতি তাকবীরে দুই হাত উঠানো'।[২০২]

(৪) তিরমিযীর ভাষ্যকার ছাহেবে তুহফা বলেন, وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِأَنَّ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ مَعْدُودَةٌ مِنَ السَّبْعِ فِي الْأُولَى بِإِطْلَاقِ الْأَحَادِيْثِ- 'যারা তাকবীরে তাহরীমাকে প্রথম রাক'আতের সাত তাকবীরের মধ্যে গণ্য করেছেন, তারা হাদীছ সমূহের 'মুৎলাক্ব' বা সাধারণ (সাত) শব্দ থেকে দলীল নিয়েছেন'।[২০৩] অথচ উছূলে হাদীছের নিয়ম অনুযায়ী 'মুৎলাক্ব' বা ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছের উপরে বিস্তারিত হাদীছ অগ্রগণ্য। যা দারাকুৎনীতে ১৭১২ ও ১৭১৪ নং হাদীছে আমর ইবনে শু'আইব তার পিতা ও দাদা হ'তে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে দারাকুৎনী ১৭০৪ নং হাদীছে আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِسْتِفْتَاحِ 'তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত'।

২০১. নববী, রওযাতুত ত্বালেবীন 'ছালাতুল ঈদের বিবরণ' অধ্যায় ২/৭১ পৃ.।
২০২. ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/২৩৯ পৃ.।
২০৩. তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী হা/৫৩৪-এর ব্যাখ্যা, ৩/৮৩ পৃ.।

(৫) মিশকাতের ভাষ্যকার ছাহেবে মির'আত বলেন, الْأَظْهَرُ بَلِ الْمُتَعَيَّنُ أَنَّهَا مِنْ دُوْنِهَا 'এটাই সর্বাধিক স্পষ্ট বরং নির্দিষ্ট যে, ওটা তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত'।[২০৪] কেননা তাকবীরে তাহরীমা হ'ল ফরয। যা সকল ছালাতেই দিতে হয়। আর এগুলি হ'ল অতিরিক্ত বা নফল তাকবীর। যা কেবল ঈদের ছালাতে দিতে হয়।

(৬) তাঁদের আরেকটি দলীল হ'ল আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কয়েকটি 'আছার', যার বর্ণনাসূত্র ছহীহ হ'লেও তা ৭, ৯, ১১, ১২, ১৩ মর্মে পরস্পরের বিরোধী।[২০৫] আলবানী বলেন, তাঁর প্রথম (অর্থাৎ ১২ তাকবীরের) বক্তব্যটিই আমার নিকট সর্বাধিক ছহীহ। কিন্তু সম্ভবতঃ এ বিষয়ে তাঁর নিকট প্রশস্ততা ছিল এবং তিনি সবটিকেই জায়েয মনে করতেন *(ইরওয়া ৩/১১২)*। অতএব একজন ছাহাবীর পরস্পর বিরোধী আমলের বিপরীতে রাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট ছহীহ মারফূ' হাদীছ নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য। তাছাড়া এটা স্পষ্ট যে, আব্বাস (রাঃ)-এর বংশধর আব্বাসীয় খলীফাগণ সকলে ১২ তাকবীরের উপরে আমল করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিয়মিত আমল ১২ তাকবীরের উপরেই ছিল।[২০৬]

(৭) শায়েখ আলবানী উক্ত তাকবীর সমূহকে 'ঈদায়নের সাথে খাছ অতিরিক্ত তাকবীর' হিসাবে গণ্য করেছেন।[২০৭] এতএব সাময়িক অতিরিক্ত তাকবীর কখনো নিয়মিত ফরয তাকবীরে তাহরীমা ও তাকবীরে ছালাত-এর সাথে যুক্ত হ'তে পারে না।

(৮) কূফার গবর্ণর সাঈদ ইবনুল 'আছ হযরত আবু মূসা আশ'আরীকে ঈদায়নের তাকবীর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিভাবে দিয়েছিলেন, সেকথা জিজ্ঞেস করেন।[২০৮] তিনি নিশ্চয়ই সেখানে তাকবীরে তাহরীমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস

---

২০৪. মির'আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা, ২/৩৩৮ পৃ.; ঐ, ৫/৪৬ পৃ.।
২০৫. ইরওয়াউল গালীল হা/৬৩৯-এর আলোচনা, ৩/১১১ পৃ.; জাওহারুন নাক্বী শরহ সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী ৩/২৮৭-৮৮ পৃ.।
২০৬. বায়হাক্বী হা/৬৪০১-০২, ৩/২৮৮-৮৯ পৃ.।
২০৭. ইরওয়াউল গালীল হা/৬৪০-এর আলোচনা, ৩/১১৩ পৃ.।
২০৮. كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– يُكَبِّرُ فِى الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ আবুদাঊদ হা/১১৫৩; মিশকাত হা/১৪৪৩।

করেননি, যা সকল ছালাতেই ফরয। বরং ‘অতিরিক্ত তাকবীর’ সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, এগুলি কিভাবে দিতে হবে সেটা জানার জন্য।

(৯) উক্ত তাকবীরগুলি ছিল ক্বিরাআতের পূর্বে, ছানার পূর্বে নয়। কেননা হাদীছে উক্ত তাকবীরগুলিকে স্পষ্টভাবেই قَبْلَ الْقِرَاءَةِ অর্থাৎ ‘ক্বিরাআতের পূর্বে’ বলা হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৫৩৬)*। এটা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকবীরে তাহরীমার পরে বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন ও তখন ‘ছানা’ (দো‘আয়ে ইস্তেফতাহ) পাঠ করতেন।[২০৯] অতএব ‘ছানা’ পড়ার পরে অতিরিক্ত তাকবীরগুলি দিলে ফরয তাকবীরে তাহরীমা থেকে এগুলিকে পৃথক করা সহজ হয়।

ঈদায়নের অন্যান্য মাসায়েল (مسائل أخري للعيدين)

(১) মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ উৎসব মাত্র দু’টি, ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[২১০] এক্ষণে ‘ঈদে মীলাদুন্নবী’ নামে তৃতীয় আরেকটি ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ‘আত, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। ব্রেলভী হানাফীদের শিরকী আক্বীদা মতে এটাই হ’ল সবচেয়ে বড় ঈদ। তাদের ধারণায় মুহাম্মাদ (ছাঃ) নূরের তৈরী! তিনি মৃত্যুর পরেও কবরে থেকে নিজের হাতের তালুর ন্যায় দুনিয়ার সবকিছু দেখেন ও শোনেন। তিনি মুহূর্তের মধ্যে সারা পৃথিবী সফর করেন। তিনি বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন ও আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেন। সেকারণ এরা মীলাদের মাহফিলে রাসূলের আগমন কল্পনা করে উঠে কিয়াম করেন এবং ‘ইয়া নবী সালাম আলায়কা’ বলে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সালাম দেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*। তাদের মতে তাঁর জন্মটাই হ’ল বিশ্ববাসীর জন্য বড় খুশীর ঈদ। সেজন্য এরা এদিন খুশীতে জশনে জুলূস করেন। অর্থাৎ আনন্দ মিছিল ও র‍্যালি করেন। এমনকি তাদের কোন কোন মসজিদে আযানের আগে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে দরূদ পাঠ করা হয়। কোন কোন মসজিদে ফজরের ছালাতের পর সকলে বসে মাইকে সাধ্যমত উচ্চস্বরে দরূদ পড়েন। বস্তুতঃ সবই ভিত্তিহীন এবং রিয়া ও শ্রুতি মাত্র।

---

২০৯. বুখারী হা/৭৪৪; মুসলিম হা/৫৯৮; মিশকাত হা/৮১২।
২১০. আবুদাঊদ হা/১১৩৪; মিশকাত হা/১৪৩৯, রাবী আনাস (রাঃ)।

(২) দুই ঈদের দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ এবং আইয়ামে তাশরীক্বের তিনদিন **১১, ১২ ও ১৩ই** যিলহজ্জ খানা-পিনার দিন।[২১১] অতএব এ তিন দিনও ছিয়াম নিষিদ্ধ।

(৩) ঈদের দিন পরস্পরে কুশল বিনিময়, খানাপিনা ও নির্দোষ খেলাধুলা : ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন *'তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম'* (অর্থ : আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)।[২১২] অতএব 'ঈদ মোবারক' বললেও সাথে সাথে উপরোক্ত দো'আটি পড়া উচিত। ঈদের দিন এবং ঈদুল আযহার পরের তিনদিন পরস্পরের বাড়ীতে খানাপিনা এবং নির্দোষ খেলাধুলা ও ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি করা যাবে।[২১৩] তবে ইসলামের নামে কোন বিদ'আতী অনুষ্ঠান এবং শিরকী কবিতা ও গান-গযল চলবেনা। লালনগীতি ও মারেফতী গানের তো প্রশ্নই আসেনা। এমনকি নজরুল গীতির মধ্যেও শিরকী বক্তব্যগুলি বাদ দিতে হবে।

দুই ঈদে সরকারী ছুটি কমপক্ষে ছয়দিন করে থাকা উচিত। উল্লেখ্য যে, ঈদের খুশীতে গান-বাজনা, পটকাবাজি, মাইকবাজি, ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও-সিডি প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা এবং খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

(৪) ঈদায়নের ক্বাযা : 'যদি কেউ প্রথমে চাঁদ দেখতে না পেয়ে ছিয়াম রাখে ও পরে দিনের শেষে জানতে পারে, তখন সে ব্যক্তি ছিয়াম ভঙ্গ করবে ও পরের দিন সকালে ঈদের ক্বাযা আদায় করবে'।[২১৪] অনুরূপভাবে অন্য কোন বাধ্যগত কারণে কেউ ঈদের দিন ছালাত আদায়ে ব্যর্থ হ'লে পরের দিন সকালে ক্বাযা আদায় করবে'।[২১৫]

---

২১১. বুখারী হা/১৯৯১; মুসলিম হা/১১৩৮ (১৪১); মিশকাত হা/২০৪৮; মুসলিম হা/১১৪১; মিশকাত হা/২০৫০।
২১২. বায়হাক্বী হা/৬৫২২; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৪/২৫৩; আল-মুগনী ২/২৫৯ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৫ পৃ.; ঐ, ১/২৪২ পৃ.।
২১৩. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩২২ পৃ.; ঐ, ১/২৪১ পৃ.।
২১৪. আহমাদ হা/২০৬০৩; আবুদাঊদ হা/১১৫৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৫০; ইরওয়া হা/৬৩৪, ৩/১০২ পৃ.।
২১৫. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪১ পৃ.; আল-মুগনী ২/২৫০-৫১ পৃ.।

ইব্রাহীমী চেতনা বনাম প্রচলিত চেতনা

হযরত ইব্রাহীম *('আলাইহিস সালাম)*-এর যুগে দু'ধরনের মানুষ ছিল। তারকাপূজারী ও মূর্তিপূজারী। তারকা অথবা মূর্তির অসীলায় মানুষ আল্লাহ্র নৈকট্য কামনা করত এবং এসব অসীলাকে খুশী করার জন্য তারা কুরবানী করত। এর প্রতিবাদ স্বরূপ ইব্রাহীম (আঃ) সরাসরি আল্লাহ্র নামে ও আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাঁরই হুকুমে স্বীয় প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে কুরবানী দেন। পুত্রের বিনিময়ে আল্লাহ্র হুকুমে দুম্বা কুরবানী হয় এবং আল্লাহ পরবর্তীদের মধ্যে ইব্রাহীমের প্রশংসা অব্যাহত রাখেন *(ছাফফাত ৩৭/১০৭)*। উক্ত কুরবানীর অনুসরণে মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে ঈদুল আযহার কুরবানীর প্রথা চালু হয়।

ইতিপূর্বে ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় মূর্তিপূজারী কওমকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

أَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ- وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ- قَالُوا ابْنُوْا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ- فَأَرَادُوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِيْنَ-

'তোমরা তোমাদের হাতে গড়া মূর্তির পূজা করছ?' *(৯৫)* 'অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং যা কিছু তোমরা কর সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন' *(৯৬)*। 'তারা (পরামর্শ সভায়) বলল, এর জন্য একটা উঁচু চার দেওয়াল নির্মাণ কর। অতঃপর তার মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ওকে নিক্ষেপ কর' *(৯৭)*। 'এর মাধ্যমে তারা (ইব্রাহীমকে ধ্বংসের) চক্রান্ত করল। অতঃপর আমরা তাদের ব্যর্থ করে দিলাম' *(ছাফফাত ৩৭/৯৫-৯৮)*।

পরবর্তীকালে ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনুসারীরা তাওহীদের মর্ম ভুলে যায় এবং আল্লাহকে স্বীকার করা সত্ত্বেও পুনরায় শিরকে লিপ্ত হয়। তারা তাদের ধারণা মতে বিভিন্ন মৃত ব্যক্তির অসীলায় পরকালে মুক্তি লাভের আশায় মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়। অতঃপর এইসব অসীলাকে খুশী করার জন্য কুরবানী করতে থাকে। এভাবে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের প্রাক্কালে কা'বাগৃহের ভিতর ও বাহিরে ৩৬০টি মূর্তিতে ভরে যায়। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছাঃ) সবগুলি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেন ও কা'বাকে মূর্তিশূন্য করেন। বস্তুতঃ রাসূল (ছাঃ) কা'বা সহ সমগ্র আরব জাহানকে শিরকমুক্ত করেন। অথচ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মতগণ জাহেলী আরবের

মুশরিকদের ন্যায় আজ বিভিন্ন কবর ও স্থান পূজায় লিপ্ত হয়েছে। পীরের দরগায় গিয়ে গরু-খাসি-মুরগী কুরবানী দিচ্ছে। অন্যদিকে রাজনীতির নামে নিজেদের হাতে গড়া ছবি-মূর্তি-প্রতিকৃতি, শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করছে। মৃত ব্যক্তির স্মরণে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করছে। অথচ সেখানে কোন লাশও নেই কবরও নেই। তাদের এই শ্রদ্ধাঞ্জলী মৃতেরা দেখছেও না, শুনছেও না, অনুভবও করছে না।

জীবিত মানুষ ক্ষুধায় মরে। অথচ মৃতের কবরে মানুষ লাখ টাকা ঢালে, সেখানে ধূপ-ধূনা দেয়, আলোকসজ্জা করে, ফ্যান ঘুরায়। যার কিছুরই প্রয়োজন নেই। সেখানে গিয়ে কাঁদে, যার কোনই ক্ষমতা নেই। সেখানে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। যে দেখতেও পায় না, শুনতেও পায় না, অনুভবও করে না। এর চাইতে বড় মূর্খতা আর কী হ'তে পারে?

জাহেলী আরবের লোকেরা চূড়ান্ত বিপদে শিরক ভুলে কেবল আল্লাহকে ডাকত। যেমন কা'বা ধ্বংসের জন্য ইয়ামনের নেতা আবরাহার হামলাকালে মক্কার নেতারা শিরক ভুলে কেবল আল্লাহকে ডেকেছিল। আল্লাহ তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন এবং সাথে সাথে শত্রু নিপাত গিয়েছিল। কিন্তু এ যুগের মুসলমানরা আনন্দে ও বিপদে সর্বাবস্থায় কবরে যায় ও সেখানে নযর-নেয়ায দেয়। তাদের আক্বীদামতে পীরবাবার খুশীতে আল্লাহ খুশী। তার নাখুশীতে আল্লাহ নাখোশ। এরপরেও তারা নিজেদেরকে পাক্কা মুসলিম দাবী করে। মূর্তিপূজারী কুরায়েশরা যেভাবে নিজেদেরকে 'হুম্স' বা কঠোর ধার্মিক বলে দাবী করত।

মূর্তিপূজারীদের পর তারকাপূজারীদের উদ্দেশ্যে ইব্রাহীম (আঃ) চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্ররাজির উদয়াস্ত দেখিয়ে বলেন, আমি অস্তগামীদের ভালবাসিনা। ...আমি আমার চেহারাকে ঐ সত্তার দিকে একনিষ্ঠভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই *(আন'আম ৬/৭৫-৭৯)*। অতঃপর সম্রাট নমরূদের দরবারে সরাসরি বিতর্কে তিনি বলেন, رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ

الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ– ‘আমার প্রতিপালক তিনি, যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তখন সে বলল, আমিও বাঁচাতে পারি ও মারতে পারি। ইব্রাহীম বলল, আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব থেকে উদিত করেন, তুমি ওটাকে পশ্চিম থেকে উদিত কর। একথায় কাফের হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। বস্তুতঃ আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না’ *(বাক্বারাহ ২/২৫৮)*।

পরাজিত সম্রাট অহংকারে স্ফীত হয়ে ইব্রাহীমকে জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দেন *(কুরতুবী)*। সেখানেও তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে বলে, حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ– ‘তোমরা একে পুড়িয়ে মার এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও’ *(আম্বিয়া ২১/৬৮)*। কিন্তু আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় তিনি আল্লাহ্র সাহায্য চেয়ে বলেন, حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ঠ। আর তিনি কতইনা সুন্দর কর্মবিধায়ক!’ *(বুখারী হা/৪৫৬৪)*। সাথে সাথে আল্লাহ আগুনকে নির্দেশ দেন, قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَّسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ– ‘হে আগুন! তুমি ইব্রাহীমের উপর ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও’ *(আম্বিয়া ২১/৬৯)*। ফলে ইব্রাহীম সুন্দরভাবে আগুন থেকে বেরিয়ে আসেন। এভাবে আল্লাহ কাফেরদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেন।

বস্তুতঃ ইব্রাহীমের উক্ত তাওহীদী চেতনাকে জাগ্রত করার জন্যই ঈদুল আযহায় কুরবানীর বিধান রাখা হয়েছে। ঈদুল আযহার কুরবানীর আনন্দ তাই মূলতঃ তাওহীদী চেতনা উজ্জীবিত করার আনন্দ। আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণের অনাবিল আনন্দ। সর্বোপরি সকল শুভকাজে তাঁর উপর ভরসা করে প্রশান্তি লাভের আনন্দ। যা কেবল নিখাঁদ তাওহীদে বিশ্বাসী মুসলমানই পায়। অন্য কেউ নয়।

নিঃসন্দেহে প্রকৃত তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতিই হ’ল জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির চাবিকাঠি। তাই ইব্রাহীমী চেতনা যদি আবার ফিরে আসে, তবে আধুনিক জাহেলিয়াতের গাঢ় তমিশ্রা ভেদ করে পুনরায় মানবতার আলোক নিশান উড্ডীন হবে। আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا

آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا

আজ ভী হো জো ইব্রাহীম কা ঈমাঁ পয়দা

আ-গ কার সেকতী হায় আন্দা-যে গুলিস্তাঁ পয়দা।

'আজও যদি ইব্রাহীমের ঈমান পয়দা হয়

তাহ'লে জ্বলন্ত হুতাশন গুলবাগিচা সৃষ্টি করতে পারে'।

-মহাকবি ইকবাল, জওয়াবে শিকওয়াহ

ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণকেতু লক্ষ্য ঐ তোরণ

আজি আল্লাহ্‌র নামে জান কোরবানে ঈদের পূত বোধন।

ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন ॥

-কাজী নজরুল ইসলাম, 'কুরবানী' কবিতা হ'তে।

'মা হাজেরা হোক মায়েরা সব

যবীহুল্লাহ হোক ছেলেরা সব,

সবকিছু যাক সত্য রোক

বিধির বিধান সত্য হোক!'

-কাজী নজরুল ইসলাম, 'শহীদী ঈদ' কবিতা হ'তে।

আক্বীক্বা অধ্যায় (أبواب العقيقة)

সংজ্ঞা (تعريف العقيقة) : الْعَقِيْقَةُ هِيَ الذَّبِيْحَةُ الَّتِي تُذْبَحُ عَنِ الْمَوْلُوْدِ– ‘নবজাতকের পক্ষে যে পশু যবহ করা হয়, তাকে আক্বীক্বা বলা হয়’ *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩২৬)*।

শিশুর জন্মের পর পিতা-মাতা ও নিকটজনেরা কেবল আল-হামদুল্লিাহ বলবে এবং মা ও সন্তানের সুস্থতার জন্য দো‘আ করবে। এতদ্ব্যতীত তার ডান কানে আযান ও বাম কানে একামত শুনানোর হাদীছ ‘মওযূ’ বা জাল।[২১৬] ‘কেবল আযান দেওয়া’ সম্পর্কিত হাদীছটি শায়েখ আলবানী (রহঃ) ইতিপূর্বে ‘হাসান’[২১৭] বললেও পরবর্তীতে ‘যঈফ’ বলেছেন।[২১৮] অপর মুহাক্কিক শু‘আইব আরনাঊত্বও এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।[২১৯] অতএব এটি আমলযোগ্য নয়।

তাহনীক (التحنيك) :

শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর হাদীছপন্থী কোন দ্বীনদার আলেমের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিকট থেকে শিশুর ‘তাহনীক’ করানো ও শিশুর জন্য দো‘আ করানো ভাল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটা করতেন।[২২০] ‘তাহনীক’ অর্থ খেজুর বা মিষ্টি জাতীয় কিছু চিবিয়ে বাচ্চার মুখে দেওয়া। হিজরতের পর মদীনার ক্বোবায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম মুহাজির সন্তান আবুবকর (রাঃ)-এর জ্যেষ্ঠ কন্যা আসমা-এর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিয়ে ‘তাহনীক’ করেছিলেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪১৫১)*। এভাবে তিনিই ছিলেন প্রথম সৌভাগ্যবান শিশু যার পেটে প্রথম রাসূল (ছাঃ)-এর পবিত্র মুখের লালা প্রবেশ করে। পরবর্তী জীবনে তিনি উম্মতের একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন নেতা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ–

২১৬. মুসনাদে আবী ইয়া‘লা হা/৬৭৮০; যঈফাহ হা/৩২১; ইরওয়া হা/১১৭৪।
২১৭. আবুদাঊদ হা/৫১০৫; মিশকাত হা/৪১৫৭; ইরওয়া হা/১১৭৩।
২১৮. যঈফাহ হা/৬১২১; হেদায়াতুর রুওয়াত শরহ মিশকাত হা/৪০৮৫, ৪/১৩৮ পৃ.।
২১৯. আহমাদ হা/২৭২৩০, তাহকীক : শু‘আইব আরনাঊত্ব; দ্র. আত-তাহরীক, এপ্রিল ২০১৫, প্রশ্নোত্তর ২/২৪২।
২২০. বুখারী হা/৫৪৬৯; মুসলিম হা/২১৪৬; মিশকাত হা/৪১৫১ ‘আক্বীক্বা’ অনুচ্ছেদ।

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট শিশুদের আনা হ'ত। অতঃপর তিনি তাদের জন্য বরকতের দো'আ করতেন ও তাহনীক করতেন' *(মুসলিম হা/২১৪৭)*।

আনছারগণ তাদের নবজাতক সন্তানদের রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এনে 'তাহনীক' করাতেন। আবু ত্বালহা (রাঃ) তার সদ্যজাত পুত্রকে এনে রাসূল (ছাঃ)-এর কোলে দিলে তিনি খেজুর তলব করেন। অতঃপর তা চিবিয়ে তিনি বাচ্চার গালে দেন ও নাম রাখেন 'আব্দুল্লাহ' *(মুগনী ৩/২৫৪ পৃ.)*। 'তাহনীক' করার পর শিশুর কল্যাণের জন্য দো'আ করবেন, *'বা-রাকাল্লা-হু 'আলায়েক'* (আল্লাহ তোমার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন!)।[২২১]

খাৎনা ও নামকরণ (الختان والعقيقة) :

ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাধ্যমে খাৎনার প্রথা চালু হয়। ফলে তাঁর অনুসারী সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে উক্ত প্রথা চালু আছে। ইসলাম আসার পূর্বে কুরায়েশদের মধ্যেও এটি চালু ছিল। বস্তুতঃ খাৎনার মধ্যে যে অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীগণ তা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন। এর ফলে খাৎনাকারীগণ অসংখ্য অজানা রোগ-ব্যাধি হ'তে মুক্ত থাকেন।

কুরায়েশদের মধ্যে আগে থেকেই আক্বীক্বার প্রচলন ছিল। রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মের পর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সপ্তম দিনে খাৎনা ও নামকরণ করা হয় *(যা-দুল মা'আদ ১/৮০-৮১)*। পিতৃহীন নবজাতককে কোলে নিয়ে স্নেহশীল দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব কা'বাগৃহে প্রবেশ করেন। তিনি সেখানে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন ও প্রাণভরে দো'আ করেন। আক্বীক্বার দিন সমস্ত কুরায়েশ বংশের লোককে দাওয়াত করে খাওয়ান। সকলে জিজ্ঞেস করলে তিনি বাচ্চার নাম বলেন, 'মুহাম্মাদ'। এই অপ্রচলিত নাম শুনে লোকেরা বিস্ময়ভরে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি চাই যে, আমার বাচ্চা সারা দুনিয়ায় 'প্রশংসিত' হৌক *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ১/৪১)*। ওদিকে স্বপ্নের মাধ্যমে ফেরেশতার দেওয়া প্রস্তাব অনুযায়ী মা আমেনা তার নাম রাখেন 'আহমাদ' *(রহমাতুল্লিল 'আলামীন ১/৩৯)*। উভয় নামের অর্থ প্রায় একই। অর্থাৎ 'প্রশংসিত' এবং 'সর্বাধিক প্রশংসিত' *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৬৪ পৃ.)*।

(১) হযরত বুরায়দা আসলামী (রাঃ) বলেন, জাহেলী যুগে আমাদের কারও সন্তান ভূমিষ্ট হ'লে তার পক্ষ হ'তে একটা বকরী যবহ করা হ'ত এবং তার

২২১. মুসলিম হা/২১৪৭; মিশকাত হা/৪১৫০; মিরক্বাত হা/৪১৫০ 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ।

রক্ত শিশুর মাথায় মাখিয়ে দেওয়া হ'ত। অতঃপর 'ইসলাম' আসার পর আমরা শিশু জন্মের সপ্তম দিনে বকরী যবহ করি এবং শিশুর মাথা মুণ্ডন করে সেখানে 'যাফরান' মাখিয়ে দেই' *(আবুদাঊদ হা/২৮৪৩)*। রাযীন-এর বর্ণনায় এসেছে যে, ঐদিন আমরা শিশুর নাম রাখি'।[২২২]

(২) বড় নাতি হাসান-এর আক্বীক্বার দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কন্যা ফাতেমাকে বলেন, হাসানের মাথার চুলের ওযনে রৌপ্য ছাদাক্বা কর। জামাতা আলী (রাঃ) বলেন, তখন আমরা তা ওযন করি, যা এক দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) বা তার কিছু কম হয়'।[২২৩]

উল্লেখ্য যে, 'চুলের ওযনে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য দেওয়ার ও সপ্তম দিনে খাৎনা দেওয়ার' বিষয়ে বায়হাক্বী ও ত্বাবারাণী বর্ণিত হাদীছ 'যঈফ' *(ইরওয়া ৪/৩৮৫ পৃ.)*।

হুকুম (حكم العقيقة) :

আক্বীক্বা করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। যদিও পিতা দরিদ্র হন। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম নিয়মিতভাবে আক্বীক্বা করেছেন। হাসান বাছরী, লায়েছ বিন সা'দ, দাঊদ যাহেরী প্রমুখ বিদ্বানগণ একে 'ওয়াজিব' বলেন। শাফেঈগণ একে 'সুন্নাত' বলেন। কিন্তু আহলুর রায় (হানাফী) গণ একে 'মুবাহ' বলেন। অর্থাৎ করলে দোষ নেই, না করলে গোনাহ নেই। তাদের কাছে এটি ইচ্ছাধীন বিষয়।[২২৪] এ বক্তব্য ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীত।

গুরুত্ব (أهمية العقيقة) :

(১) হযরত সালমান বিন 'আমের আয-যাবী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى– 'সন্তানের সাথে আক্বীক্বা যুক্ত। অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর এবং তার থেকে কষ্ট দূর করে দাও (অর্থাৎ তার জন্য একটি আক্বীক্বার পশু যবহ কর এবং তার মাথার চুল ফেলে দাও।[২২৫]

---

২২২. আবুদাঊদ হা/২৮৪৩; মিশকাত হা/৪১৫৮ 'যবহ ও শিকার' অধ্যায়, 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ।
২২৩. তিরমিযী হা/১৫১৯; মিশকাত হা/৪১৫৪; ইরওয়া হা/১১৬৪-এর আলোচনা ৪/৩৮৩ পৃ.।
২২৪. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৩/৫৮৬; আলাউদ্দীন কাসানী হানাফী (মৃ. ৫৮৭ হি.), বাদায়ে'উছ ছানায়ে' ৫/৬৯ পৃ.; নায়লুল আওত্বার ৬/২৬০ পৃ.।
২২৫. বুখারী হা/৫৪৭২; মিশকাত হা/৪১৪৯ 'যবহ ও শিকার' অধ্যায়-২০, 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ-৩; মিরক্বাত হা/৪১৪৯-এর আলোচনা।

(২) সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন,

كُلُّ غُلاَمٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ-

'প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবহ করতে হয়, নাম রাখতে হয় ও তার মাথা মুণ্ডন করতে হয়'।[২২৬]

ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, 'আক্বীক্বার সাথে শিশু বন্ধক থাকে'-একথার ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, যদি বাচ্চা আক্বীক্বা ছাড়াই শৈশবে মারা যায়, তা'হলে সে তার পিতা-মাতার জন্য ক্বিয়ামতের দিন শাফা'আত করবে না'। কেউ বলেছেন, আক্বীক্বা যে অবশ্য করণীয় এবং অপরিহার্য বিষয়, সেটা বুঝানোর জন্যই এখানে 'বন্ধক' (مُرْتَهَنٌ বা رَهِيْنَةٌ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা পরিশোধ না করা পর্যন্ত আল্লাহ্র নিকট সে দায়বদ্ধ থাকে'।[২২৭] ছাহেবে মিরক্বাত মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন, এর অর্থ এটা হ'তে পারে যে, আক্বীক্বা বন্ধকী বস্তুর ন্যায়। যতক্ষণ তা ছাড়ানো না হয়, ততক্ষণ তা থেকে উপকার গ্রহণ করা যায় না। সন্তান পিতা-মাতার জন্য আল্লাহ্র বিশেষ নে'মত।[২২৮] অতএব এজন্য শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য।

আক্বীক্বার মাসায়েল (مسائل العقيقة) :

(১) পিতার সম্মতিক্রমে অথবা তাঁর অবর্তমানে দাদা, চাচা, নানা, মামু যেকোন অভিভাবক আক্বীক্বা দিতে পারেন। হাসান ও হোসায়েন-এর পক্ষে তাদের নানা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আক্বীক্বা করেছিলেন।[২২৯] রাসূল (ছাঃ)-এর আক্বীক্বা তাঁর দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব করেছিলেন। আব্দুল মুত্ত্বালিবের পিতা হাশেমের অবর্তমানে মদীনায় তাঁর মা সালমা বিনতে 'আমর তাঁর নাম রাখেন।[২৩০]

(২) সাত দিনে আক্বীক্বা দেওয়া সুন্নাত *(আবুদাঊদ হা/২৮৩৮)*। সাত দিনের পরে ১৪ ও ২১ দিনে আক্বীক্বা দেওয়ার ব্যাপারে যে হাদীছ এসেছে, তা 'যঈফ' *(ইরওয়া হা/১১৭০, ৪/৩৯৫ পৃ.)*।

---

২২৬. তিরমিযী হা/১৫২২; আবুদাঊদ হা/২৮৩৭; নাসাঈ হা/৪২২০ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৪১৫৩; ইরওয়া হা/১১৬৫, ৪/৩৮৫ পৃ.।
২২৭. নায়লুল আওত্বার ৬/২৬০ পৃ. 'আক্বীক্বা' অধ্যায়।
২২৮. মিরক্বাত শরহ মিশকাত (দিল্লী ছাপা : তাবি) 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ হা/৪১৫৩-এর ব্যাখ্যা।
২২৯. আবুদাঊদ হা/২৮৪১; নাসাঈ হা/৪২১৯; মিশকাত হা/৪১৫৫।
২৩০. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৬২ পৃ.।

(৩) বিশেষ ওযর বশতঃ সপ্তম দিনের পূর্বে বা পরে আক্বীক্বা দেওয়া যাবে।[২৩১]

(৪) শাফেঈ বিদ্বানগণের মতে সাত দিনে আক্বীক্বার বিষয়টি সীমা নির্দেশ মূলক নয় বরং এখতিয়ার মূলক (لِلْإِخْتِيَارِ لاَ لِلتَّعْيِيْنِ)। ইমাম শাফেঈ বলেন, সাত দিনে আক্বীক্বার অর্থ হ'ল, ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ সাত দিনের পরে আক্বীক্বা করবে না। যদি কোন কারণে বিলম্ব হয়, এমনকি সন্তান বালেগ হয়ে যায়, তাহ'লে তার পক্ষে তার অভিভাবকের আক্বীক্বার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সে নিজের আক্বীক্বা নিজে করতে পারবে।[২৩২] অতএব শৈশবে কারু আক্বীক্বা না হয়ে থাকলে, তাহ'লে তিনি বড় হয়ে নিজের আক্বীক্বা নিজে করতে পারবেন।[২৩৩] খ্যাতনামা তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) বলেন, যদি আমি জানতাম যে, আমার আক্বীক্বা দেওয়া হয়নি, তবে অবশ্যই আমি নিজেই নিজের আক্বীক্বা করতাম *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/২৪৭১৮)*। হাসান বছরী (রহঃ) বলতেন যে, যদি তোমার আক্বীক্বা দেওয়া না হয়, তবে তুমি নিজেই নিজের আক্বীক্বা দাও, যদিও তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হও *(ছহীহাহ হা/২৭২৬-এর আলোচনা)*।

(৫) যদি কেউ আক্বীক্বা ছাড়াই মারা যায়, তবে তার আক্বীক্বার প্রয়োজন নেই *(নায়েল ৬/২৬১ পৃ. 'আক্বীক্বা' অধ্যায়)*।

(৬) সামর্থ্য না থাকায় যদি পিতা আক্বীক্বা দিতে ব্যর্থ হন, তবে তার উপর কোন দোষ বর্তাবে না।[২৩৪]

(৭) নামের শেষে আলী, হাসান, হোসাইন ইত্যাদি যুক্ত করে নাম রাখা যাবে। উক্ত সবগুলি নামই সুন্দর অর্থ বহন করে।[২৩৫] তবে শী'আদের আক্বীদা অনুযায়ী রোগমুক্তি ও বিশেষ ফযীলতের আশায় এগুলি রাখা হ'লে তা শিরক হবে। কেননা শী'আরা বলে থাকে,

لِي خَمْسَةٌ أُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَهْ + الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَهْ

২৩১. নববী, আল-মাজমূ' ৮/৪৩১; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/২২৯।
২৩২. নায়লুল আওত্বার ৬/২৬১ পৃ.।
২৩৩. ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ক্রমিক ১৫৩, ২৫/২২২ পৃ.; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৬/২৬৫-৬৬ পৃ.।
২৩৪. ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ক্রমিক ১৫৪, ২৫/২২২ পৃ.।
২৩৫. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৯৫৮, সনদ হাসান; আত-তাহরীক, ফেব্রুয়ারী ২০১৫, ১৮/৫ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৩৩/১৯৩।

'আমার জন্য রয়েছেন পাঁচজন, যাদের মাধ্যমে আমি ধ্বংসকারী ব্যাধির উত্তাপ নিভিয়ে দেই। তারা হ'লেন মুছতফা, মুরতাযা, তাঁর দুই পুত্র (হাসান-হোসায়েন) ও ফাতেমা'। এগুলি শিরকে আকবর। একইরূপ শিরকের আরেকটি নমুনা সুন্নীদের মধ্যে রয়েছে। যেমন-

'হাকীমুল উম্মত' বলে পরিচিত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (১৮৬৩-১৯৪৩ খৃ.)-এর জন্ম সম্পর্কে অলৌকিক ঘটনা জড়িত আছে। যেমন তাঁর পিতার কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাকত না। তাতে তাঁর নানী খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন এবং তিনি বিষয়টি হাফেয গোলাম মুরতযা পানিপথীর খেদমতে পেশ করেন। যিনি ছিলেন একজন মাজযূব। তিনি বললেন, 'ওমর ও আলীর টানাটানিতেই পুত্র সন্তানগুলি মারা যাচ্ছে। এবার পুত্র সন্তান জন্মিলে হযরত আলীকে সোপর্দ করে দিয়ো। ইনশাআল্লাহ জীবিত থাকবে'। মাওলানার মা বললেন, হাফেয ছাহেবের কথার তাৎপর্য সম্ভবতঃ এটাই যে, ছেলের পিতৃকুল ওমর (রাঃ)-এর বংশধর এবং আমার পিতৃকুল আলী (রাঃ)-এর বংশধর। এযাবৎ পুত্র সন্তানদের নাম রাখা হচ্ছিল পিতা মুনশী আব্দুল হক-এর অনুকরণে শেষে 'হক' যোগ করে। যেমন আব্দুল হক, ফযলে হক ইত্যাদি। এবার পুত্র সন্তান জন্মিলে আমার আদিপুরুষ হযরত আলীর নামের সাথে মিল রেখে নামকরণ করব'।

একথা শুনে খুশী হয়ে উক্ত হাফেয ছাহেব বললেন, আমার উদ্দেশ্য ছিল এটাই। এবার ওর মায়ের গর্ভে দু'টি পুত্র সন্তান হবে। ইনশাআল্লাহ উভয়ে বেঁচে থাকবে এবং ভাগ্যবান হবে। একজনের নাম রাখবে আশরাফ আলী এবং অপর জনের নাম রাখবে আকবর আলী। একজন হবে আমার অনুসারী। সে হবে আলেম ও হাফেয। অপরজন হবে দুনিয়াদার। বস্তুতঃ পরে সেটাই হয়েছিল'।

বইটির অনুবাদক মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (১৮৯৫-১৯৬৭ খৃ.) বলেন, আল্লাহ পাক এক বুযুর্গের দ্বারা হযরত থানভী মাতৃগর্ভে আসার পূর্বে অর্থাৎ আলমে আরওয়াহে থাকাকালীন তাঁর নাম রাখিয়ে দিলেন। আল্লাহ পাকের কত বড় মেহেরবানী! কত বড় সৌভাগ্যের কথা!।[২৩৬]

উপরোক্ত ঘটনাটি মাওলানা থানভী নিজেই তার জীবনীতে বর্ণনা করেছেন।[২৩৭] এতে বুঝা যায় যে, তার নিজেরও আক্বীদা এটাই ছিল। তারা

২৩৬. বেহেশ্‌তী জেওর (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১০ম মুদ্রণ ১৯৯০ খৃ.) ১/১-২ পৃ.।
২৩৭. হাকীম আশরাফ সিন্ধু, নাতায়েজুত তাক্বলীদ (লাহোর : ১৩৬৪ হি./১৯৪৩ খৃ.) ৪০-৪৫ পৃ.; গৃহীত : আশরাফুস সাওয়ানেহ, ১ম সংস্করণ ১/১৭ পৃ.।

পিতার ফারূকী খান্দানকে অশুভ মনে করে মায়ের আলুভী খান্দানকে শুভ মনে করেছিলেন। আর সেজন্য আশরাফ আলী ও আকবর আলী নাম রেখেছিলেন। নিঃসন্দেহে এগুলি শিরকী আক্বীদা এবং রাফেযী শী'আদের অনুকরণ। যারা হযরত আলী (রাঃ) ব্যতীত বাকী তিন খলীফাকে 'কাফের' মনে করে। অথচ ভারত ও বাংলাদেশের এইসব স্বনামধন্য আলেমদের মাধ্যমেই এগুলি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছে। সচেতন ঈমানদারগণকে এসব ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে অবশ্যই তওবা করতে হবে।

(৮) নাম পরিবর্তন করলে নতুনভাবে আক্বীক্বা দিতে হবেনা। রাসূল (ছাঃ) বহু নাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন।[২৩৮] যেমন ওমর (রাঃ)-এর বোন 'আছিয়াহ' (عَاصِيَةٌ) নাম পরিবর্তন করে তিনি 'জামীলা' (جَمِيْلَةٌ) রেখেছিলেন। কিন্তু আক্বীক্বা করতে বলেননি *(মুসলিম হা/১২৩৯; মিশকাত হা/৪৭৫৮)*।

(৯) পরিচিত-অপরিচিত যেকোন জারজ সন্তান পালন করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যভিচারিণী গামেদী মহিলার জারজ সন্তানকে জনৈক ছাহাবীর হাতে দিয়ে তাকে লালন-পালনের নির্দেশ দেন।[২৩৯] কারণ জারজ হওয়ার জন্য সন্তান দায়ী নয়। অতএব তাকে লালন-পালনের মধ্যে অশেষ নেকী রয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ– 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে অবশ্যই আমরা তাদের মন্দকর্মগুলি মিটিয়ে দেব এবং তাদের কাজের উত্তম ফল দান করব' *(নাহল ১৬/৯৭)*।

(১০) আক্বীক্বার সময় নবজাতকের নাম, উপনাম ও লকব একত্রে রাখা যাবে। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর প্রথম পুত্রের নাম ছিল ক্বাসেম। সে হিসাবে তাঁর উপনাম ছিল আবুল ক্বাসেম। দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহ-র লকব ছিল ত্বাইয়িব ও ত্বাহের।[২৪০]

আক্বীক্বার পশু (ما يذبح عن الغلام والجارية) :

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لاَ يَضُرُّكُمْ أَذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا– 'নর হৌক বা মাদী হৌক, ছেলের পক্ষ থেকে

২৩৮. মুসলিম হা/২১৪২; মিশকাত হা/৪৭৫৬ 'শিষ্টাচারসমূহ' অধ্যায়, 'নামসমূহ' অনুচ্ছেদ।
২৩৯. মুসলিম হা/১৬৯৫; মিশকাত হা/৩৫৬২ 'দণ্ডবিধি সমূহ' অধ্যায়।
২৪০. দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ 'সন্তান-সন্ততি' অনুচ্ছেদ, ৭৮ পৃ.।

দু'টি ছাগল ও মেয়ের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আক্বীক্বা দিতে হয়'।[২৪১] পুত্র সন্তানের জন্য দু'টি দেওয়াই উত্তম। তবে একটা দিলেও চলবে।[২৪২] ছাগল দু'টিই কুরবানীর পশুর ন্যায় 'মুসিন্নাহ' অর্থাৎ দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁতওয়ালা হ'তে হবে এবং কাছাকাছি সমান স্বাস্থ্যের অধিকারী হ'তে হবে। এমন নয় যে, একটি মুসিন্নাহ হবে, অন্যটি মুসিন্নাহ নয়।[২৪৩] একটি খাসী ও অন্যটি বকরী হওয়ায় কোন দোষ নেই।

(২) ত্বাবারাণীতে উট, গরু বা ছাগল দিয়ে আক্বীক্বা করা সম্পর্কে যে হাদীছ এসেছে, তা 'মওযূ' বা জাল।[২৪৪] তাছাড়া এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন আমল নেই।

(৩) আক্বীক্বার পশু হারিয়ে গেলে বা মারা গেলে তার বদলে আরেকটি পশু আক্বীক্বা দিবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বাচ্চা আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে *(আবুদাঊদ হা/২৮৩৭; মিশকাত হা/৪১৫৩)*।[২৪৫] সেটি যবেহ করার পর যদি আগেরটি পাওয়া যায়, তবে সেটি যবেহ করা যরূরী নয়। এটি কুরবানীর পশুর বিপরীত। কেননা কুরবানীর পশু মারা গেলে বা হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে তার পরিবর্তে অন্য পশু যবেহ করা আবশ্যিক নয় *(মির'আত ৫/১১৯)*।

আক্বীক্বার দো'আ (دعاء العقيقة) :

আল্ল-হুম্মা মিনকা ওয়া লাকা, আক্বীক্বাতা ফুলান। বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবর (হে আল্লাহ! তোমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য অমুকের আক্বীক্বা। আল্লাহ্র নামে, আর আল্লাহ সবার চেয়ে বড়)। এ সময় *'ফুলান'*-এর স্থলে বাচ্চার নাম বলা যাবে।[২৪৬] মনে মনে নবজাতকের আক্বীক্বার নিয়ত করে মুখে কেবল *'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবর'* বললেও চলবে। কেননা 'বিসমিল্লাহ' বলাটা অপরিহার্য।

---

২৪১. আবুদাঊদ হা/২৮৩৪, ২৮৪২; নাসাঈ হা/৪২১৬; তিরমিযী হা/১৫১৩; ইবনু মাজাহ হা/৩১৬৩; মিশকাত হা/৪১৫২, ৪১৫৬; ইরওয়া হা/১১৬৬, ৪/৩৮৯ পৃ.।

২৪২. আবুদাঊদ হা/২৮৪১; নাসাঈ হা/৪২১৯; মিশকাত হা/৪১৫৫; নায়লুল আওত্বার ৬/২৬২, ২৬৪ পৃ.।

২৪৩. নায়লুল আওত্বার ৬/২৬২ পৃ. 'আক্বীক্বা' অধ্যায়; আওনুল মা'বূদ হা/২৮১৭, ২৮৩৪-এর ব্যাখ্যা।

২৪৪. مَنْ وُلِدَ لَهُ غُلاَمٌ فَلْيُعِقَّ عَنْهُ مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ *(ত্বাবারাণী ছগীর হা/২২৯; হায়ছামী হা/৬১৯৫; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৬৮, ৪/৩৯৩ পৃ.)*।

২৪৫. আত-তাহরীক, মে ২০০৯, ১২/৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৬/২৮৬।

২৪৬. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৪২৭১; বায়হাক্বী হা/১৯৭৭২, ৯/৩০৩ পৃ.; আবু ইয়া'লা হা/৪৫২১; নায়েল ৬/২৬২ পৃ.।

শিশুর নামকরণ (تسمية الأولاد) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হ'ল 'আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান'।[২৪৭]

অমুসলিমদের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও শিরক-বিদ'আতযুক্ত নাম বা ডাকনাম রাখা যাবে না। তাছাড়া অনারব মুসলিমদের জন্য আরবী ভাষায় নাম রাখা আবশ্যক। কেননা অনারব দেশে এটাই মুসলিম ও অমুসলিমের নামের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। আজকাল এ পার্থক্য ঘুচিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। এমনকি লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার নামে পুত্র ও কন্যা সন্তানের নামের পার্থক্য তুলে দেওয়ার হীন প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তাই নাম রাখার আগে অবশ্যই সচেতন ও যোগ্য হাদীছপন্থী আলেমের কাছে পরামর্শ নিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পরপরই নাম রাখা যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন ফজরের পরে সবাইকে বলেন, গত রাতে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করেছে। আমি তাকে আমার পিতার নামানুসারে 'ইব্রাহীম' নাম রেখেছি'।[২৪৮] এভাবে তিনি আবু ত্বালহার পুত্র আব্দুল্লাহ ও আবু উসায়েদ-পুত্র মুনযির-এর নাম তাদের জন্মের পরেই রেখেছিলেন'।[২৪৯]

নামকরণ বিষয়ে জ্ঞাতব্য (معلومات حول التسمية) :

১. 'আব্দুল্লাহ' ও 'আব্দুর রহমান' (আল্লাহ্র দাস) বা (দয়াময়ের দাস) নাম দু'টিকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, যাতে আল্লাহ্র দাসত্বের কথা সর্বদা সন্তানের মনে জাগরূক থাকে। অতএব আল্লাহ বা তাঁর গুণবাচক নামের সাথে 'আব্দ' যোগ করে নাম রাখাই উত্তম। এমন নাম রাখা কখনোই উচিত নয়, যা আল্লাহ্র স্মরণ থেকে সন্তানকে গাফেল করে দেয়। কেননা ভাল ও মন্দ উভয় নামের প্রভাব সন্তানের উপর পড়ে।

২. ফেরেশতা, নবী-রাসূল, ত্বোয়াহা, ইয়াসীন প্রভৃতি নাম রাখা যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩৩, ৩/৩২৯ 'প্রিয়তর নাম সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। একইভাবে ছাহাবায়ে কেরাম ও সৎকর্মশীল মুমিনদের নামে নাম রাখা যাবে। আশারায়ে মুবাশশারাহ্র অন্যতম বিখ্যাত ছাহাবী হযরত যুবায়ের ইবনুল

২৪৭. মুসলিম হা/২১৩২; মিশকাত হা/৪৭৫২ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়-২৫ 'নামসমূহ' অনুচ্ছেদ; ইরওয়া হা/১১৭৬, ৪/৪০৬ পৃ.।
২৪৮. মুসলিম হা/২৩১৫ 'ফাযায়েল' অধ্যায়; আবুদাঊদ হা/৩১২৬ 'জানায়েয' অধ্যায়।
২৪৯. আব্দুল্লাহ বিন আবু ত্বালহা, আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৬১৮৩; বুখারী হা/৬১৯১; মুসলিম হা/২১৪৯; মিশকাত হা/৪৭৫৯ 'নামসমূহ' অনুচ্ছেদ।

'আওয়াম (রাঃ) বলেন, ত্বালহা (রাঃ) তার সন্তানদের নাম নবীদের নামে রেখেছেন। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরে আর কোন নবী নেই। অতএব আমি আমার পুত্রদের নাম শহীদদের নামে রাখব। ফলে তিনি তাঁর নয়জন পুত্রের নাম নয়জন শহীদের নামে রেখেছিলেন। যেন তারা তাদের মত আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হয়। তারা হ'লেন (১) আব্দুল্লাহ। ওহোদের শহীদ আব্দুল্লাহ বিন জাহশের নামে। (২) মুনযির। বি'রে মাঊনার শহীদ মুনযির বিন 'আমরের নামে। (৩) ওরওয়া। ৯ হিজরীতে ত্বায়েফে বনু ছাক্বীফের তীর নিক্ষেপে শহীদ ওরওয়া বিন মাসঊদের নামে। (৪) হামযা। ওহোদের শহীদ হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবের নামে। (৫) জা'ফর। ৮ হিজরীতে মু'তা যুদ্ধের শহীদ সেনাপতি জা'ফর বিন আবু তালেবের নামে। (৬) মুছ'আব। ওহোদ যুদ্ধের শহীদ মুছ'আব বিন ওমায়েরের নামে। (৭) ওবায়দাহ। বদর যুদ্ধের শহীদ ওবায়দাহ ইবনুল হারেছের নামে। (৮) খালেদ। ১৩ হিজরীতে আজনাদায়েন যুদ্ধের শহীদ খালেদ বিন সাঈদের নামে। (৯) 'আমর। ১৫ হিজরীতে ইয়ারমূকের শহীদ 'আমর বিন সাঈদের নামে *(ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৩/১০১ পৃ.)*।

সন্তানের নাম মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বা আহমাদ আব্দুল্লাহ নাম রাখা যাবে। মুহাম্মাদ বা আহমাদ শেষনবীর নাম, আব্দুল্লাহ শ্রেষ্ঠ নাম। সেই সাথে পিতার দেওয়া নাম যোগ করা যাবে।

৩. কতিপয় বিখ্যাত সৎকর্মশীল মুমিনের নাম : লোকমান (কুরআনে বর্ণিত), ওযায়ের (কুরআনে বর্ণিত), আসাদুল্লাহ (আল্লাহ্র সিংহ, হামযা (রাঃ)-এর লকব), আসাদুল্লাহিল গালিব (বিজয়ী আল্লাহ্র সিংহ, আলী (রাঃ)-এর লকব)। সায়ফুল্লাহ (খালেদ বিন অলীদ (রাঃ)-এর লকব)। ছিদ্দীক (আবুবকর (রাঃ)–এর লকব)। ফারূক (ওমর (রাঃ)–এর লকব)।

৪. জান্নাতের সর্দার দু'জন যুবকের নাম : হাসান ও হোসয়েন (রাসূল (ছাঃ)-এর দুই নাতি)- *(তিরমিযী হা/৩৭৮১; মিশকাত হা/৬১৫৪)*।

৫. শ্রেষ্ঠ চার জন জান্নাতী মহিলার নাম : খাদীজা (রাসূল (ছাঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী), ফাতেমা (রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা), মরিয়ম (ঈসা (আঃ)-এর মাতা), আসিয়া (ফেরাঊনের স্ত্রী)- *(তিরমিযী হা/১৮৩৪; মিশকাত হা/৬১৮১)*। আর জান্নাতী মহিলাদের নেত্রী হ'লেন, ফাতেমা (রাঃ)- *(বুঃ মুঃ মিশকাত/৬১২৯)*।

৬. পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নবীগণের নাম : (১) আদম (২) নূহ (৩) ইদ্রীস (৪) হূদ (৫) ছালেহ (৬) ইব্রাহীম (৭) লূত (৮) ইসমাঈল (৯) ইসহাক (১০) ইয়াকূব (১১) ইউসুফ (১২) আইয়ূব (১৩) শু'আয়েব (১৪) মূসা (১৫)

হারূণ (১৬) ইউনুস (১৭) দাঊদ (১৮) সুলায়মান (১৯) ইলিয়াস (২০) আল-ইয়াসা‘ (২১) যুল-কিফ্‌ল (২২) যাকারিয়া (২৩) ইয়াহ্ইয়া (২৪) ঈসা *(‘আলাইহিমুস সালাম)* ও (২৫) মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*।

৭. মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অন্যান্য নাম ও উপাধি : (১) আহমাদ (অধিক প্রশংসিত) (২) আল-আমীন (বিশ্বস্ত) (৩) ছাদেক (সত্যবাদী) (৫) বাশীর (সুসংবাদদাতা) (৬) নাযীর (সতর্ককারী) (৭) মুছতফা (নির্বাচিত) (৮) মুর্তাযা (পসন্দনীয়) (৯) মুজতাবা (মনোনীত) (১০) মুযযাম্মিল (চাদরাবৃত) (১১) মুদ্দাছছির (বস্ত্রাবৃত) (১২) শাহেদ (সাক্ষী) (১৩) মুবাশশির (সুসংবাদদাতা) (১৪) সিরাজ (প্রদীপ) (১৫) মাহী (শিরক নির্মূলকারী) প্রভৃতি।

৮. উম্মাহাতুল মুমেনীনের নাম : (১) খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (২) সাওদা বিনতে যাম‘আহ (৩) আয়েশা বিনতে আবুবকর (৪) হাফছা বিনতে ওমর (৫) যায়নাব বিনতে খুযায়মা (৬) উম্মে সালামাহ (৭) যায়নাব বিনতে জাহাশ (৮) জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারেছ (৯) উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান (১০) ছাফিইয়াহ বিনতে হুয়াই এবং (১১) মায়মূনা বিনতুল হারেছ *(রাযিয়াল্লাহু ‘আনহুন্না- আল্লাহ তাঁদের উপরে সন্তুষ্ট হৌন!)*।

৯. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সন্তানগণের নাম : (১) ক্বাসেম (২) আব্দুল্লাহ (উপাধি : ত্বাইয়েব ও ত্বাহের) (৩) ইব্রাহীম (৪) যয়নব (৫) রুক্বাইয়াহ (৬) উম্মে কুলছূম ও (৭) ফাতেমা।

১০. স্ব স্ব জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন ছাহাবীর নাম : (১) আবুবকর (২) ওমর (৩) ওছমান (৪) আলী (৫) ত্বালহা (৬) যুবায়ের (৭) আব্দুর রহমান (৮) সা‘দ (৯) সাঈদ (১০) আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)।

১১. কতিপয় বিশিষ্ট ছাহাবীর নাম : (১) আনাস (২) ‘আম্মার (৩) খাব্বাব (৪) খোবায়েব (৫) আব্বাস (৬) ‘আব্বাদ (৭) আবু আইয়ূব (৮) আবু সারীহা (৯) আবু যার (১০) আবু ত্বালহা (১১) আবুদ্দারদা (১২) আবু মূসা (১৩) আবু হুরায়রা (১৪) আবু ক্বাতাদাহ (১৫) আবু সাঈদ (১৬) আবুত তোফায়েল (১৭) ওক্বা (১৮) মুছ‘আব (১৯) আস‘আদ (২০) ওমায়ের (২১) হামযা (২২) উসায়েদ (২৩) উছায়রিম (২৪) সা‘দ (২৫) সাহ্‌ল (২৬) যায়েদ (২৭) মারযূক্ব (২৮) কাছীর (২৯) খালেদ (৩০) আয়মান (৩১) ক্বাতাদাহ (৩২) ওসামা (৩৩) ইমরান (৩৪) সামুরাহ (৩৫) ছাবেত (৩৬) ছুহায়েব (৩৭) ছাফওয়ান (৩৮) তারেক (৩৯) ছালেহ (৪০) জাবের

(৪১) জুবায়ের (৪২) জারীর (৪৩) জা'ফর (৪৪) জামীল (৪৫) তামীম (৪৬) নাঈম (৪৭) ছা'লাবাহ (৪৮) মিক্বদাম (৪৯) 'আমের (৫০) আসলাম (৫১) নু'মান (৫২) জুনায়েদ (৫৩) নাওফাল (৫৪) ইয়াসির (৫৫) ফযল (৫৬) আমর (৫৭) বুরায়দা (৫৮) বেলাল (৫৯) বিশর (৬০) মাহমূদ (৬১) মাসঊদ (৬২) মুসলিম (৬৩) মু'আয (৬৪) মু'আম্মার (৬৫) মুগীরা (৬৬) মুগীছ (৬৭) হাসসান (৬৮) আক্বীল (৬৯) সুফিয়ান (৭০) মারছাদ (৭১) হারেছ (৭২) যুরারাহ (৭৩) মারওয়ান (৭৪) যাকওয়ান (৭৫) যুবায়ের (৭৬) যিয়াদ (৭৭) 'আওফ (৭৮) কা'ব (৭৯) রাশেদ (৮০) রাফে' (৮১) রিফা'আহ (৮২) রবী' (৮৩) মালেক (৮৪) জুনদুব (৮৫) লাবীদ (৮৬) আরক্বাম (৮৭) সালমান (৮৮) সালীম (৮৯) সাহ্ল (৯০) সুহায়েল (৯১) বেলাল (৯২) সায়েব (৯৩) হাবীব (৯৪) হুযায়ফা (৯৫) 'আছেম (৯৬) হেলাল (৯৭) হানযালা (৯৮) হাকাম (৯৯) হাশেম (১০০) হিশাম *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম- আল্লাহ তাঁদের উপরে সন্তুষ্ট হৌন!)*।

১২. বিশিষ্ট মহিলা ছাহাবীদের নাম : (১) সুমাইয়া (ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ), (২) খাওলা (আল্লাহ্র নিকট যার অভিযোগ সাথে সাথে কবুল হয়), (৩) তাহেরা (৪) উম্মে হানী (৫) হামনা (৬) হাবীবা (৭) হালীমা (রাসূল (ছাঃ)-এর দুধ মা) (৮) উনায়সা (৯) হুমায়রা (১০) নুসাইবাহ (বায়'আতে কুবরায় অংশগ্রহণকারিণী দুইজন ভাগ্যবতী মহিলার অন্যতম), (১১) খালেদা (১২) খুযায়মা (১৩) রায়হানা (১৪) বারীরাহ (১৫) আসমা (আবুবকর (রাঃ)-এর কন্যা), (১৬) ছাফিইয়া (১৭) জামীলা (১৮) ইয়াসীরা (১৯) জুমানা (২০) 'আতেকাহ (২১) লুবাবাহ (২২) নাফীসা (২৩) নাওলা (২৪) হামনাহ (২৫) ফাযীলাহ (২৭) মারিয়া (২৮) মারিয়াম (২৯) রাযীনা (৩০) সালামাহ (৩১) রুমাইছা (৩২) সাঈদা (৩৩) সাহলা (৩৪) শায়মা (রাসূল (ছাঃ)-এর দুধ বোন), (৩৫) উমামা *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহুন্না)*।

১৩. নাম সংশোধন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনেকের নাম সংশোধন করে দিতেন। যেমন 'হায্ন' (কর্কশ) নামের জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এলে তিনি তার নাম পাল্টিয়ে 'সাহ্ল' (নম্র) রাখেন। কিন্তু লোকটি বলল, আমার বাপের রাখা নাম আমি কখনোই ছাড়ব না। পরবর্তীতে লোকটির পৌত্র খ্যাতনামা তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন, দেখা গেছে যে, আমাদের বংশে চিরকাল রুক্ষতা বিদ্যমান ছিল'।[২৫০]

২৫০. বুখারী হা/৬১৯০, ৬১৯৩ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় ১০৭ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৪৭৮১।

অনেকে সার্টিফিকেটের দোহাই দিয়ে নিজেদের অপসন্দনীয় নামসমূহ পরিবর্তন করেন না। সারা জীবন ঐ মন্দ নাম বহন করে তারা কবরে চলে যান। অথচ ক্বিয়ামতের দিন বান্দাকে তার পিতার নামসহ ডাকা হবে। যেমন অঙ্গীকার ও বিশ্বাস ভঙ্গকারী (غَادِرٌ) ব্যক্তিদের ডেকে সেদিন বলা হবে, هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ 'এটি অমুকের সন্তান অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা'।[২৫১] অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ও বিশ্বাসঘাতকদের যখন তাদের পিতার নামসহ ডাকা হবে, তখন ঈমানদার ও সৎকর্মশীল বান্দাদের অবশ্যই তাদের স্ব স্ব পিতার নামসহ ডাকা হবে, এটা পরিষ্কার বুঝা যায়। যেমন অন্য হাদীছে এসেছে, إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ- 'নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের পিতার নামসহ ক্বিয়ামতের দিন আহূত হবে। অতএব তোমরা তোমাদের নামগুলি সুন্দর রাখো'।[২৫২] হাদীছটির সনদ 'যঈফ'। কিন্তু বক্তব্য ছহীহ হাদীছের অনুকূলে।

---

২৫১. বুখারী হা/৬১৭৭ 'মানুষকে তাদের পিতার নামে ডাকা হবে' অনুচ্ছেদ-৯৯; মুসলিম হা/১৭৩৫; মিশকাত হা/৩৭২৫ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়।

২৫২. আহমাদ হা/২১৭৩৯, 'ছিন্নসূত্র' হওয়ার কারণে আরনাঊত্ব যঈফ বলেছেন; আবুদাঊদ হা/৪৯৪৮, ইবনুল ক্বাইয়িম হাদীছটির সনদ 'জাইয়িদ' বলেছেন *(তুহফাতুল মওদূদ ১/১৪৮ পৃ.)*; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৮১৮, আরনাঊত্ব বলেন, সকল রাবী বিশ্বস্ত, দাঊদ বিন 'আমর আল-আওদী ব্যতীত; মিশকাত হা/৪৭৬৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'নামসমূহ' অনুচ্ছেদ; আলবানী, যঈফুল জামে' হা/২০৩৬। উল্লেখ্য যে, ইমাম কুরতুবী সূরা বনু ইস্রাঈল ৫২ আয়াতের তাফসীরে অত্র হাদীছটি এনেছেন। মুহাক্কিক আব্দুর রহমান আল-মাহদী হাদীছটি ছহীহ বলেছেন ও তার পক্ষে মুসলিম হা/২১৩৯, আবুদাঊদ হা/৪৯৫২, তিরমিযী হা/২৮৪০, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮২০ প্রভৃতি ছহীহ হাদীছ সমূহ এনেছেন। কিন্তু ঐসব হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'আছিয়া' নাম পাল্টে 'জামীলা' করেছেন। অথচ বর্ণিত হাদীছটি নেই। তিনি লিখেছেন, বক্তাদের মুখে মুখে একটি হাদীছ প্রচারিত হয় যে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে ডাকবেন তাদের মায়ের নাম ধরে তাদের গোপনীয়তার জন্য' হাদীছটি বাতিল *(মওযূ'আতে ইবনুল জাওযী ৩/২৮৪; তাফসীর কুরতুবী হা/৪০২৯-এর টীকা)*।

'কবর দেওয়ার পর তোমরা মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মাইয়েতকে ডেকে বল, হে অমুক মায়ের পুত্র অমুক' মর্মে ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৯৭৯ বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। তবে যেসব ব্যক্তি মায়ের পুত্র হিসাবে প্রসিদ্ধ তাদেরকে মায়ের নামে ডাকা যাবে। যেমন নবীদের মধ্যে ঈসা ইবনু মারিয়াম (আঃ) এবং ছাহাবীগণের মধ্যে ইবনু আফরা (রাঃ)। এছাড়া জারজ সন্তানদের তাদের মায়ের নামে ডাকা যাবে তাদের পিতাদের নাম গোপন করার জন্য। যেমন যিয়াদ বিন উম্মিহী। যিনি পরে আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর ভাই হিসাবে যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান নামে পরিচিত হন *(আওনুল মা'বূদ হা/৪৯৪৮-এর ব্যাখ্যা; আল-মিনহাজ শরহ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (১ম সংস্করণ : ১৩৪৭ হি./১৯২৯ খৃ.) ২/৫২ পৃ.)*।

১৪. অনর্থক নাম পরিহার করা আবশ্যক। দাদী-নানীরা অনেক সময় আদর করে অনর্থক নাম রাখেন। যা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। যেমন পিতার নাম যদি 'পচা' হয়, আর ছেলের নাম যদি 'দুখে' হয়, তাহ'লে হাশরের ময়দানে কোটি মানুষের সামনে 'দুখে ইবনে পচা' 'পক্কু ইবনে ছক্কু' বা 'কালা ইবনে ধলা' 'ট্যাবলেট ইবনে ক্যাপসুল' 'বুলেট ইবনে রাইফেল' কিংবা 'ফেলনা বিনতে পাপ্পু' 'অমি বিনতে ইমন' 'ঊর্মি বিনতে উমং' 'ঐশী বিনতে ঔছন' 'ঈশিতা বিনতে ওশান' বলে ডাকলে বাপ-বেটার বা বাপ-বেটির শুনতে কেমন লাগবে? অতএব মৃত্যুর আগেই অল্প পয়সা খরচ করে একজন উকিলের মাধ্যমে এফিডেভিট করে অনতিবিলম্বে আরবীতে সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখা কর্তব্য।

১৫. অধিক পরহেযগার, অধিক দানশীল ইত্যাদি অর্থবোধক নাম রাখা যাবে। এগুলি আত্মপ্রশংসামূলক নয়। বরং পিতা ও অভিভাবকদের পক্ষ হ'তে সন্তানের জন্য দো'আ স্বরূপ। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর নাম তার দাদা রেখেছিলেন 'মুহাম্মাদ' ও মা রেখেছিলেন 'আহমাদ' (প্রশংসিত)। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) মুতার যুদ্ধবিজেতা সেনাপতি খালেদ বিন অলীদকে দো'আ করে বলেছিলেন, এবারে ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে 'আল্লাহ্র তরবারি সমূহের অন্যতম 'তরবারি'। অতঃপর আল্লাহ তার হাতে বিজয় দান করেন' *(বুখারী হা/৪২৬২)*। অর্থাৎ খালেদ নিজে ঐ লকব অর্থাৎ 'সায়ফুল্লাহ' নাম গ্রহণ করেননি, বরং তাঁর অভিভাবক রাসূল (ছাঃ) তাকে ঐ লকব দিয়েছিলেন। আর কাউকে সংক্ষিপ্ত নামে ডাকা জায়েয। যা আরবী বাকরীতিতে প্রসিদ্ধ।

রাসূল (ছাঃ)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ্র লকব ছিল ত্বাইয়িব ও ত্বাহির (পবিত্র)। অতএব পিতা-মাতা তার সন্তানের জন্য দো'আ হিসাবে উক্ত গুণবাচক নাম সমূহ রাখতে পারেন। অভিভাবকরাও সুন্দর লকব দিতে পারেন। তবে তা যেন স্রেফ অহংকার প্রকাশের জন্য না হয়।

১৬. নাম পরিবর্তন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মন্দ নাম পরিবর্তন করে দিতেন।[২৫৩] এমনকি কোন গ্রাম বা মহল্লার অপসন্দনীয় নামও তিনি পরিবর্তন করে দিতেন। একবার চলার পথে একটি গ্রামের নাম তিনি শুনেন 'ওফরাহ' (عُفْرَةٌ) অর্থ 'ধূসর মাটি'। তিনি সেটা পরিবর্তন করে রাখেন 'খুযরাহ'

২৫৩. তিরমিযী হা/২৮৩৯; মিশকাত হা/৪৭৭৪; ছহীহাহ হা/২০৭-২০৮।

(خُضْرَةٌ) অর্থ 'সবুজ-শ্যামল'।[২৫৪] তাঁর কাছে আগন্তুক কোন ব্যক্তির নাম অপসন্দনীয় মনে হ'লে তিনি তা পাল্টে দিয়ে ভাল নাম রেখে দিতেন।[২৫৫]

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইয়া'লা (বিজয়ী), বারাকাহ (সমৃদ্ধিশালী), আফলাহ (কৃতকার্য), ইয়াসির (নরম), নাফে' (উপকারী) প্রভৃতি নামগুলি নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি চুপ হয়ে যান। অতঃপর তার মৃত্যু হয়, কিন্তু এগুলো থেকে নিষেধ করেননি। পরে ওমর (রাঃ) এসব নাম নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু করেননি' *(মুসলিম হা/২১৩৮; মিশকাত হা/৪৭৫৪)*। এতে বুঝা যায় যে, এই নামগুলি নিষিদ্ধের পর্যায়ের ছিল না। তবে অপসন্দনীয় ছিল। ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরে চুপ হয়ে যান উম্মতের উপরে রহমত স্বরূপ। যাতে ঝগড়া ও ফিৎনা ব্যাপকতা লাভ না করে। কারণ অধিকাংশ মানুষ ভাল-মন্দ নামের মধ্যে তারতম্য করতে পারে না *(মিরক্বাত হা/৪৭৫৪-এর আলোচনা)*।

বস্তুতঃ নাম রাখার উদ্দেশ্য হ'ল তার ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয় তুলে ধরা। অতএব বাংলাদেশ সহ যেকোন অনারব দেশে আরবীতে শিরকমুক্ত ইসলামী নাম রাখাই কর্তব্য। যে নামে পুত্র ও কন্যা সন্তানের অর্থবোধক স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই থাকবে।[২৫৬]

১৭. শিরকী নাম সমূহ থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন আব্দুন্নবী, আব্দুর রাসূল, গোলাম নবী, গোলাম রসূল, গোলাম মুহাম্মাদ, গোলাম আহমাদ, গোলাম মুছতফা, গোলাম মুরতযা, নূর মুহাম্মাদ, নূর আহমাদ, মাদার বখ্শ, পীর বখ্শ, গওছুল আযম প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত শী'আদের শিরকী আক্বীদা পোষণ করে নামের আগে বা পিছে আলী, হাসান বা হোসায়েন নাম যোগ করা।

১৮. আল্লাহ্র গুণবাচক নাম সমূহ 'আব্দ' (দাস) যুক্ত করে রাখতে হবে। যেমন আব্দুর রহমান, আব্দুর রহীম, আব্দুল লতীফ, আব্দুল গাফফার, আব্দুস সাত্তার। (ক) কোন পীর-আউলিয়ার সাথে আল্লাহ্র ছিফাতী নাম যোগ করে সন্তানের নাম রাখা যাবে না। যেমন গাফফার মুঈনুদ্দীন, সাত্তার মুঈনুদ্দীন, রহীম মুঈনুদ্দীন প্রভৃতি। (খ) যাদের পূজা হয় এমন কোন ব্যক্তি বা লকবে সন্তানের নাম রাখা যাবে না। যেমন খাজা মুঈনুদ্দীন, শাহ জালাল, শাহ

২৫৪. ত্বাবারাণী ছাগীর হা/৩৪৯; ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/২৭৬৬; ছহীহাহ হা/২০৮।
২৫৫. ত্বাবারাণী কাবীর হা/২৯৩; ছহীহাহ হা/২০৯।
২৫৬. আত-তাহরীক, আগস্ট ২০১৬, ১৯/১১ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৪০/৪৪০।

পরাণ, শাহ মখদূম, খান জাহান আলী প্রভৃতি নাম। একইভাবে চিশতী, আজমেরী, জীলানী, আল-ক্বাদেরী, মুজাদ্দেদী, নকশবন্দী, ছূফী, রূহানী, শাযুলী, রিফাঈ, রেযভী প্রভৃতি লকব। (গ) বাউল ফকীরদের নামে নাম রাখা যাবে না। যেমন লালন শাহ বা তাদের মতাদর্শী কোন ব্যক্তির নাম। অনুরূপভাবে (ঘ) পিতার সূত্রে নিশ্চিত বংশধারা না থাকা সত্ত্বেও সন্তানের নামের শেষে কুরায়শী, আনছারী ইত্যাদি লকব যোগ করা যাবে না।

১৯. নবীগণের নামে নাম রাখা অধিকাংশ বিদ্বানের নিকট জায়েয। তবে এইসব নামের প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনার কারণে অনেকে মাকরূহ বলেছেন। যেমন আদম, নূহ, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, মূসা, ঈসা, আবুল বাশার, নবীউল্লাহ, খলীলুল্লাহ, যবীহুল্লাহ, কালীমুল্লাহ, রূহুল্লাহ, মুহাম্মাদ আবুল কাসেম একত্রে রাখা প্রভৃতি।

২০. কুরআনের আয়াতসমূহ দ্বারা নাম রাখা অপসন্দনীয়। যেমন আলিফ-লাম-মীম, ত্বোয়াহা, ইয়াসীন, হা-মীম, লেতুনযেরা। (২২) অহংকার মূলক নাম সমূহ অপসন্দনীয়। যেমন খায়রুল বাশার, শাহজাহান, শাহ আলম, শাহানশাহ, আলমগীর, জাহাঙ্গীর প্রভৃতি।

২১. কুখ্যাত ব্যক্তিদের নাম রাখা যাবে না। যেমন নমরূদ, ফেরাঊন, হামান, শাদ্দাদ, ক্বারূণ, মনছূর হাল্লাজ, মীরজাফর, তসলিমা নাসরীন, সালমান রুশদী, দাঊদ হায়দার, ঘসেটী বেগম প্রমুখ।

২২. অর্থহীন নাম। যেমন লায়লুন নাহার (দিনের রাত্রি), ক্বামারুন নাহার (দিনের চাঁদ), আলিফ লায়লা (হাযার রাত) ইত্যাদি। এছাড়াও ঝন্টু, মন্টু, পিন্টু, মিন্টু, হাবলু, ডাবলু, জিবলু, কিসলু, ভ্যাদল, বেল্টু, সেন্টু, শিপলু, ইতি, মিতি, বীথি, খেন্তী, বিন্তী, মলী, ডলী ইত্যাদি।[২৫৭]

২৩. ছেলেদের উত্তম নাম সমূহের কিছু নমুনা : জাউয়াদ (অধিক দানশীল), ছাক্বিব (উজ্জ্বল), নাজীব (শ্রেষ্ঠ), শাকির (কৃতজ্ঞ), নাবীল (মহৎ), জামীল (সুন্দর), ফাইয়ায (অধিক দানশীল), তারেক (সন্ধ্যাতারা), সাজিদ (সিজদাকারী), জাহিদ (চেষ্টাকারী), জাসীম (সুস্বাস্থ্যের অধিকারী), মুস্তাফীযুর রহমান (দয়াময়ের অনুগ্রহ), মুস্তাজাবুর রহমান (দয়াময়ের কবুলকৃত), মুস্তাগীছুর রহমান (দয়াময়ের নিকট ফরিয়াদকারী), মু'তাছিম বিল্লাহ (আল্লাহকে ধারণকারী), মুস্তানছির বিল্লাহ (আল্লাহ্র সাহায্যপ্রার্থী), খায়রুল আনাম (জগৎ সেরা), ছদরুল আনাম (বিশ্বের নেতা), বদরুল

২৫৭. বিস্তারিত আলোচনা দ্র. ইবনুল ক্বাইয়িম, তুহফাতুল মওলূদ (দামেশক : মাকতাবা দারুল বায়ান : ১৯৭১ খৃ.), ১১১-১২৮ পৃ.।

আনাম (বিশ্বের পূর্ণচন্দ্র), মাসরূরুল আনাম (বিশ্বের আনন্দ), ক্বামারুল আনাম (বিশ্বের চাঁদ), নাছরুল আনাম (বিশ্বের সাহায্যপ্রাপ্ত), ফায়যুল আনাম (বিশ্বের অনুগ্রহ), শারফুল আনাম (বিশ্বের সেরা), শামসুয যামান (কালের সূর্য), সায়ফুয যামান (কালের তরবারি), বদরুয যামান (কালের পূর্ণচন্দ্র), তাওছীফ (গুণ বর্ণনা), তাহমীদ (প্রশংসা বর্ণনা), তানযীল (অবতীর্ণ), তাহসীন (সুন্দর করা), যারীফ (বুদ্ধিমান), ফারহাত (আনন্দ), মানযূর (গৃহীত), মাসরূর (আনন্দিত), মাবরূর (সৎকর্মশীল), হাম্মাদ (অধিক প্রশংসাকারী), আবরার (পূণ্যবান), আদনান (স্থায়ী), শাদমান (প্রফুল্ল), মুহসিন (সৎকর্মশীল), ইরতেযা (সন্তুষ্ট করা), ইবতেসাম (মুচকি হাসা), ইহসান (অনুগ্রহ), আশফাক্ব (অধিক স্নেহশীল), আশরাফ (অধিক সম্ভ্রান্ত), তালেব (সন্ধানী), তামজীদ (মহিমা বর্ণনা); তাফাযযুল (অনুগ্রহ), জালাল (প্রতাপ), ত্বালাল (শিশির), মুবারক (বরকতময়), মুমতায (উৎকৃষ্ট), মুফাক্ষার (গর্বিত), মুফাযযাল (অগ্রগণ্য), মুযাফফার (সফল), উলফাত (মহব্বত), তাওফীক (শক্তিদান করা), তাক্বী (আল্লাহভীরু), নাক্বী (পরিচ্ছন্ন), আনীস (বন্ধু) ইত্যাদি।

২৪. মেয়েদের উত্তম নাম সমূহের কিছু নমুনা : তামান্না তাসনীম (জান্নাতের তাসনীম ঝর্ণার আকাঙ্খী), যারীফা (বুদ্ধিমতী), আমেনা (বিশ্বাসী), মুৎমাইন্নাহ (প্রশান্ত), আরেফা (জ্ঞানী), আফরোযা (ফার্সী-উজ্জ্বলকারিণী), বাশীরা (সুসংবাদদাতা), হাসীনা (সুদর্শনা), যাকিয়া (বুদ্ধিমতী), সাঈদা (সৌভাগ্যবতী), তাওহীদা (একত্ব বর্ণনা), ফাওযিয়া (সফল), ফারহানা (আনন্দময়ী), মারজানা (মতি), মালীহা (লাবণ্যময়ী), মারযিইয়া (সন্তুষ্ট), নাফীসা (মূল্যবান), সাবীহা (আনন্দ), সামীহা (ক্ষমাশীলা), ছাফিয়া (পরিচ্ছন্ন), সা'দিয়া (সৌভাগ্যবতী), মারযূকা (জীবিকাপ্রাপ্তা), নাওফা (দান), তাহিইয়া (অভিবাদন), ত্বাইয়েবা (পবিত্রা), ওয়াছিফা (গুণ বর্ণনাকারী), তাছফিয়া (পরিচ্ছন্ন), মাইসারা (নরম), সুহাইলা (সরলা), রুমাইছা (লুব্ধক নক্ষত্র), নুযহাত (পবিত্রতা), মুজাহিদা (প্রচেষ্টাকারীণী), ফারহাত (আনন্দময়ী), ফারাহ (খুশী), আনীসা (সঙ্গিনী), তামীমা (পূর্ণাঙ্গ), রুম্মানা (ডালিম), আমীরা (নেত্রী), নুহা (জ্ঞানী), যাঈমা (দায়িত্বশীলা), জুওয়াইরিয়া (ছোট বালিকা), খায়রাত (কল্যাণ), নুছরাত (সাহায্য), নাবীহা (বুদ্ধিমতী), নুসাইবা (উচ্চবংশীয়া), সারাহ ও হাজেরা (ইব্রাহীম (আঃ)-এর দুই স্ত্রীর নাম), সুহায়লা (সরলা), রাশীদা (সুপথপ্রাপ্ত), যাহরা (উজ্জ্বল), মাহদিয়া (হেদায়েত প্রাপ্ত), তূবা (আনন্দ), তামজীদা (মাহাত্ম বর্ণনাকারিণী), তাযকিয়া (পরিশুদ্ধিতা), তাযকেরা (স্মরণিকা), তাহমীদা (প্রশংসা করা),

তাসলীমা (সমর্পণ করা), মুস্তাবশিরাহ (প্রফুল্ল), মুসফিরাহ (আনন্দোচ্ছল), মুরশিদাহ (পথ প্রদর্শনকারিণী), মুফীদাহ (উপকারকারিণী), মারগূবা (আকর্ষণীয়া), ইফফাত (পবিত্রতা), ইছমাত (পবিত্রতা) অহীদা (অনন্যা), অফিইয়া (প্রতিশ্রুতি পালনকারিনণী); আফিয়া (নিরাপদ), আফীফা (সতী-সাধ্বী), আবেদা (ইবাদতকারিণী), ফাহমীদা (ফার্সী-বুদ্ধিমতী); ফীরোযা (ফার্সী-নীলমণি), ফারযানা (ফার্সী-বিচক্ষণ), ফারহানা (অধিক খুশী), ফযীলা (মহৎ), বুশরা (সুসংবাদ), মাকছূদা (বাঞ্ছিতা), মাসঊদা (সৌভাগ্যবতী), মাহবূবা (প্রিয়তমা), মাহমূদা (প্রশংসিতা) মাহফূযা (সুরক্ষিতা), মাশকূরা (যার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয়), মা'ছূমা (নিষ্পাপ), মুনীরা (উজ্জ্বলকারিণী), মুশফিকা (স্নেহময়ী), মুহসিনা (অনুগ্রহকারিণী), যোবায়দা (মাখন), রিযওয়ানা (সন্তুষ্টি), লাবীবা (বুদ্ধিমতী), লুবানা (ইচ্ছা), তীনা (ডুমুর), লীনা (নম্র), লতীফা (স্নেহময়ী), শামীমা (সুগন্ধী), শারমিন (উর্দূ-লজ্জাবতী), শরীফা (ভদ্র)।

আক্বীক্বার গোশত বণ্টন (توزيع لحم العقيقة) :

(ক) আক্বীক্বার গোশত কুরবানীর গোশতের ন্যায় তিন ভাগ করে একভাগ ফকীর-মিসকীনকে ছাদাক্বা দিবে ও একভাগ বাপ-মা ও পরিবার খাবে এবং একভাগ আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের মধ্যে হাদিয়া হিসাবে বণ্টন করবে।[২৫৮] চামড়া বিক্রি করে তা কুরবানীর পশুর চামড়ার ন্যায় ছাদাক্বা করে দিবে।[২৫৯]

আক্বীক্বার অন্যান্য মাসায়েল (مسائل أخرى فى العقيقة) :

(ক) আক্বীক্বা একটি ইবাদত। এর জন্য জাঁকজমকপূর্ণ কোন অনুষ্ঠান করা যাবে না। এ উপলক্ষে আত্মীয়-বন্ধুদের কাছ থেকে উপঢৌকন নেওয়ারও কোন দলীল পাওয়া যায় না।

(খ) আক্বীক্বা ও কুরবানী দু'টি পৃথক ইবাদত। একই পশুতে কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টি একসাথে করার কোন দলীল নেই।[২৬০]

(গ) বিবাহের অনুষ্ঠানে যবেহকৃত গরু-ছাগলে আক্বীক্বার নিয়ত করা যাবে না।

---

২৫৮. বায়হাক্বী হা/১৯৭৬৪, ৯/৩০২ পৃ.; সনদ হাসান, ইরওয়া হা/১১৭৫; মুগনী, মাসআলা ক্রমিক ৭৯০২, ৯/৪৬১।
২৫৯. ইবনে রুশদ কুরতুবী (৫২০-৫৯৫ হি.), বেদায়াতুল মুজতাহিদ (রাবাত্ব, মরক্কো : ১৪১৯ হি.) ১/৪৬৭ পৃ.; আল-মুগনী, মাসআলা ক্রমিক ৭৮৮১, ৯/৪৫১ পৃ.।
২৬০. নায়লুল আওত্বার ৬/২৬৮, 'আক্বীক্বা' অধ্যায়; মির'আত ২/৩৫১ ও ৫/৭৫ পৃ.।

(ঘ) আক্বীক্বা ও কুরবানী একই দিনে হ'লে সম্ভব হ'লে দু'টিই করবে। নইলে কেবল আক্বীক্বা করবে। কেননা আক্বীক্বা জীবনে একবার হয় এবং তা সপ্তম দিনেই করতে হয়। কিন্তু কুরবানী প্রতি বছর করা যায়।

(ঙ) শিশু অবস্থায় প্রয়োজন বোধে মেয়েদের কান ফুটানো জায়েয আছে। কেননা জাহেলী যুগে এটা করা হ'ত। কিন্তু ইসলামী যুগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটাতে কোন আপত্তি করেননি। তবে ছেলেদের ক্ষেত্রে এটা করা মাকরূহ।[২৬১]

শিশুর খাৎনা (ختان الأولاد) :

প্রত্যেক মুসলিম শিশুর জন্য খাৎনা করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ পাঁচটি বিষয় মানুষের স্বভাবজাত (১) খাৎনা করা (২) নাভির নীচের লোম ছাফ করা (৩) গোঁফ ছাটা (৪) নখ কাটা ও (৫) বগলের লোম ছাফ করা'।[২৬২] অতএব পুত্র সন্তান জন্মের পর থেকে সাত দিনের আগে বা পরে যেকোন সময় খাৎনা করা যায়। তবে বালেগ হওয়ার পূর্বেই খাৎনা করা ওয়াজিব।

খাৎনা বিষয়ে অন্যান্য জ্ঞাতব্য (معلومات اخرى فى الختان) :

খাৎনা মানুষের ফিৎরাত বা স্বভাবজাত বিষয়। এটি নবীগণের সুন্নাত এবং চিরন্তন মানবীয় সভ্যতার পরিচায়ক। খাৎনা করায় যে স্বাস্থ্যগত উপকারিতা রয়েছে এবং এর মধ্যে যে অফুরন্ত কল্যাণ রয়েছে, সে বিষয়ে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীগণ সকলে একমত। শিশুকালে খাৎনা করার কারণে বয়সকালে ঐ ব্যক্তি অসংখ্য অজানা রোগ থেকে বেঁচে যায়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে আল্লাহ্র নির্দেশে নিজে খাৎনা করেছিলেন।[২৬৩]

অতএব শিশুর আক্বীক্বা করা যেমন যরূরী, খাৎনা করা তার চেয়ে বেশী যরূরী। শিশুকালেই এ কর্তব্য সম্পন্ন করা আবশ্যক। খাৎনা মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্যও বটে।

---

২৬১. ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩৪ পৃ.।
২৬২. বুখারী হা/৬২৯৭; মুসলিম হা/২৫৭; মিশকাত হা/৪৪২০ 'পোষাক' অধ্যায় 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
২৬৩. বুখারী হা/৩৩৫৬; মুসলিম হা/২৩৭০; মিশকাত হা/৫৭০৩, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

খাৎনা একটি ইবাদত। আল্লাহভীরু এবং অভিজ্ঞ মুসলিম খাৎনা কারীর মাধ্যমে 'বিসমিল্লাহ' বলে এটি করানো কর্তব্য।

খাৎনা উপলক্ষ্যে বাচ্চার হাতে ও কোমরে তাগা বা মাদুলী বাঁধা, গলায় তাবীয ঝুলানো, ঘর বন্ধ করা, বাপ-মায়ের না খেয়ে থাকা, ধামা বা কাঠার উপরে বাচ্চাকে বসানো ও পান দিয়ে তার চোখ ধরা, খাৎনার কাটা অংশ কাঁসার পাতিলে রাখা, খাৎনার পরে বাচ্চার হাতে কিছুদিন সর্বদা লোহা রাখা, খাৎনার কয়েক দিন পর বাচ্চার গোসলের দিন আনন্দ অনুষ্ঠান করে ছেলে-মেয়েদের নাচানাচি, রং ছিটানো, কাদা মাখানো, মাইক বাজানো, গান-বাজনা ইত্যাদি কুসংস্কার ও সবধরনের শিরক-বিদ'আত থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। একইভাবে 'সুন্নাতে খাৎনা'র নামে কোন অনুষ্ঠান করা যাবে না। ওছমান বিন আবুল 'আছ ছাক্বাফী (রাঃ)-কে একটি খাৎনার অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া হ'লে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় আমরা খাৎনার অনুষ্ঠানে যেতাম না এবং এজন্য আমাদের দাওয়াতও দেওয়া হ'ত না।[২৬৪] অতএব এরূপ অনুষ্ঠান হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক। এতে সুন্নাত পালনের নেকী পাওয়া যাবে না। বরং বিদ'আতের গোনাহ অর্জন করতে হবে। অতএব পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণ সাবধান!

مسلک سنت پہ اے سالک چلے جا بے دھڑک
جنت الفردوس تک سیدھی چلی گئی یہ سڑک

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক!
জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لآ إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،
اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

২৬৪. আহমাদ হা/১৭৯৩৮; ত্বাবারাণী হা/৮৩৮১; ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, মাসআলা ক্রমিক : ৫৬৮২, ৭/২৮৬ পৃ.।

Contents

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই ও প্রচারপত্র সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। ২. ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। ৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) ২৫০/=। ৪. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। ৫. ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১২৫/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (৩০/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৭ম সংস্করণ (৩৫/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩৫/=)। **৩৬.** বিদ'আত হ'তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (৩৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৩০/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৪৫/=)। **৫০.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা, ৩য় সংস্করণ (২৬০/=)। **৫২.** এক্সিডেন্ট (২০/=)। **৫৩.** বিবর্তনবাদ (২৫/=)। **৫৪.** ছিয়াম ও ক্বিয়াম, ২য় সংস্করণ (৭০/=)। **৫৫.** তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ (৩০/=)। **৫৬.** মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে, ২য় সংস্করণ (১২০/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৪র্থ প্রকাশ (১৫/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো'আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান

(১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৪০/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২০/=)। **৮.** মুমিনের বাসগৃহ কেমন হবে? (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (৩০/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (৫৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২০/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) -ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)। **১১.** আত্মসমালোচনা (৩০=)। **১২.** তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (২০/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। **২.** শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২৫/=। **৩.** এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)। **৪.** ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল (৫০/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ১. ইসলামী শরী'আতে ঋণের বিধান (৩৫/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩৫/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১. হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (৩০/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৬৫/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/= **৬.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৭.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৮.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৯.** মাসনূন দো'আ ও যিকর (পকেট সাইজ) ৩০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ২১টি।

হা.ফা.বা. শিক্ষাবোর্ড-এর জন্য প্রণীত বই সমূহ : (শিশু শ্রেণীর জন্য) ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৪০/=)। **২.** শিশুর ইংরেজী (৩০/=)। **৩.** শিশুর গণিত (৩০/=)। **৪.** শিশুর আরবী (৩০/=)। **৫.** শিশুর দ্বীনিয়াত (৩০/=)। **(১ম শ্রেণীর জন্য) ৬.** সহজ আরবী (৩৫/=)। **৭.** সহজ বাংলা (৩৫/=)। **৮.** সহজ ইংরেজী (৪০/=)। **৯.** সহজ গণিত (৩৫/=)। **১০.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **১১.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **(অন্যান্য) ১২.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১৩.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (তৃতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১৪.** সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। **১৫.** সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)। **১৬.** সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। **১৭.** সোনামণিদের মাসনূন দো'আ শিক্ষা (৪৫/=)।